Al-Qaeda.net: এক তথাকথিত সন্ত্রাসীর দিনলিপি

Ghrisx

ঐতিহাসিক বইগুলোর অনূদিত সংস্করণ

এটি ঐতিহাসিক বইটির স্বতন্ত্রভাবে সাজানো অনুবাদ। উৎসের পৃষ্ঠার উল্লেখ ও মুদ্রিত পৃষ্ঠা নম্বর মূল PDF-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। উৎসের অস্পষ্ট শব্দচয়ন নীরবে সংশোধন না করে রাখা হয়েছে। মূল সংস্করণ আলাদাভাবে পাওয়া যায়।

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **1**

আপনার ডাউনলোড করা ডিজিটাল প্রুফটি মনোযোগ দিয়ে পর্যালোচনা করুন, যাতে বিন্যাস, ব্যাকরণ ও নকশায় সংশোধনের প্রয়োজন আছে কি না বোঝা যায়। আমরা বইটি তিনবার পর্যালোচনা করার পরামর্শ দিই, প্রতিবার আলাদা একটি দিকে মনোযোগ রেখে। পর্যালোচনায় সন্তুষ্ট হলে আপনি প্রুফ অনুমোদন করে প্রকাশনা প্রক্রিয়ার পরবর্তী ধাপে যেতে পারেন। এই প্রুফ ছাপাতে PDF-এর মাপ আপনার প্রিন্টারের কাগজের মাপ অনুযায়ী সমন্বয় করার পরামর্শ দিই। শিরোলেখ, পাদলেখ, পৃষ্ঠা নম্বর, ফাঁক, সূচিপত্র ও নির্ঘণ্টসহ বিন্যাস পরীক্ষা করুন। প্রযোজ্য হলে ছবি, গ্রাফিক্স ও সেগুলোর বিবরণ পর্যালোচনা করুন। ব্যাকরণ ও মুদ্রণপ্রমাদ খুঁজতে বইটি পড়ুন। 1 2 3 Digital Proofer Al Qaeda Net লেখক মি. Ghrisx ... 5.5" × 8.5" (13.97 × 21.59 সেমি) সাদা কাগজে সাদা-কালো 124 পৃষ্ঠা ISBN-13: 978-1448660810 ISBN-10: 1448660815

Al Qaeda Net এক তথাকথিত সন্ত্রাসীর দিনলিপি

প্রকাশকের লেখা

createspace

TM

Amazon.com-এর একটি প্রতিষ্ঠান

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **2**

1 ডিসেম্বর 2005 CE

দিনলিপির লেখা 7 ডিসেম্বর 6005 AL, 11:43 পূর্বাহ্ণ CST

সমাজের কাছে তোমার মূল্য নির্ধারণ করে টাকা। তোমার টাকা ও কাজ কোনোটাই না থাকলে সমাজ তোমাকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। কাজ আছে কিন্তু টাকা নেই মানে তুমি এমন এক দাস, যাকে প্রয়োজনে ফেলে দেওয়া যায়; প্রভুর প্রতি আনুগত্যই তোমার একমাত্র সম্বল। ভালো বেতনের পেশা থাকলে এবং নিজের কাজ পছন্দ করলেও তুমি দাসই, তবে নিজের দাসত্বে সন্তুষ্ট। মানবজাতি কবে দাসজাতিতে পরিণত হলো?

আমি আবর্জনা! সমাজ আমাকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে, আর আমি যেসব দাসের সেবক, তাদের ছুড়ে দেওয়া খুচরো পয়সাতেই শুধু বেঁচে থাকি। তাই হোক। তোমাকে অবজ্ঞা প্রত্যাশা করতেই হবে। তোমাকে প্রত্যাশা করতেই হবে যে আমি এর ঊর্ধ্বে উঠব, অথবা সেই চেষ্টায় মরব। আমি যা, আমি তাই।

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **3**

2 নভেম্বর 2005 CE

দিনলিপির লেখা নভেম্বর 16, 6005 AL, 1:07 পূর্বাহ্ণ CST

আমি এমন এক স্বপ্ন দেখেছিলাম, যেখান থেকে জেগে উঠতে পারছিলাম না... স্বপ্নে দেখলাম, মৃত্যু, যন্ত্রণা আর অন্ধকারের ছায়ায় ঘুমিয়ে আছি... স্বপ্নে দেখলাম, আমি স্বপ্ন দেখতে পারি না, শুধু ঘুমোতে পারি... তবুও জেগে উঠতে পারছিলাম না। পাশ ফিরতে চেষ্টা করলাম; মনে হলো ফিরেছি, কিন্তু ফিরিনি, তাই আবার চেষ্টা করলাম... আমি শুধু ঘুমোনোর স্বপ্ন দেখছিলাম, আসলে ঘুমোচ্ছিলাম না, জেগে ছিলাম... কিন্তু সেটাও শুধু স্বপ্ন ছিল। শুধুই স্বপ্ন।

যুক্তরাষ্ট্রের যে কোনো বড় শহর বিদ্রোহ করলে মার্কিন সরকারকে উৎখাত করার ক্ষমতা তার থাকবে। এখানে ছোট একটি বিদ্রোহ দমন করার মতো সম্পদও যুক্তরাষ্ট্রের দেশের ভেতরে নেই। ইরাক ও আফগানিস্তানে আমাদের সেনাদের অপব্যবহার এই দেশকে ভেতর থেকে পুনরুদ্ধারের সুযোগ করে দিয়েছে। তুমিই হতে পারো সেই ব্যক্তি, যে নিজের শহরকে সেই কমিউনিস্ট মহামারির বিরুদ্ধে জয়ের দিকে নিয়ে যাবে, যা «স্বাধীনতা»কে নিছক প্রচারের বুলি বানিয়েছে... আর এই আমেরিকায় আমেরিকান স্বাধীনতাকে সত্যিই দাসত্বের সমার্থক করেছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের দাবিতে আজ আমাদের দৃঢ় ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে হবে। অধিকাংশ পুলিশ ও সেনা কর্মকর্তা আমেরিকান সরকারে প্রকৃত স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করতে প্রস্তুত। আমেরিকান জনগণকে রক্ষা ও সেবা করার শপথে যারা বিশ্বাস করে, তারা প্রস্তুত। আমিও। একসঙ্গে আমরা আমেরিকাকে ঠিক করব।

100,000 মানুষ একত্র হয়ে Washington-এ মিছিল করল, কোনো লাভ হলো না। আমরা গাঁজা খাওয়া হিপিদের প্রজন্ম নই; পরের মিছিলটি হতে পারে 3 100,000 পুরোপুরি সশস্ত্র আমেরিকানের। আর ঠিক এত দ্রুতই আমরা নতুন আমেরিকান সরকার পাব। এতটাই সহজ। আমাদের আমেরিকান সংবিধান যেমন করার অধিকার নিশ্চিত করেছে!

তোমার সরকারকে কখনো ভয় পাওয়া উচিত নয়। সরকার তোমার সেবা করার জন্য! উল্টোটা নয়। ভাবছি, আমরা জনগণ কি আমাদের নিজেদের জীবন ও সরকারের ক্ষমতা ফিরিয়ে নিতে প্রস্তুত? China-কে আক্রমণ করে George W Bush প্রত্যেক আমেরিকানের জীবন ঝুঁকিতে ফেলছেন। আজ তিনি China-কে আক্রমণ করেছেন।

দিনলিপির লেখা নভেম্বর 10, 6005 AL, 1:43 অপরাহ্ণ CST

এক পা পিছিয়ে যাও, আর 3 পর্যন্ত গোনো। ...শ্বাস নাও... সমুদ্রের হাওয়া অনুভব করো যখন হাঙরেরা চক্কর দেয়।

চুরি করা চিন্তা খেয়ে বাঁচে এমন রক্তচোষা পরজীবী...

দিনলিপির লেখা নভেম্বর 3, 6005 AL, 9:05 অপরাহ্ণ CST

আমার কখনো জন্ম হয়নি। একবার ভেবেছিলাম হয়েছিল, ভেবেছিলাম মরেও গেছি, কিন্তু সবই ছিল আমার কল্পনা.... অনন্তের ওপর পড়া ছায়ার স্বপ্নের মতো।

দিনলিপির লেখা নভেম্বর 1, 6005 AL, 5:52 পূর্বাহ্ণ CST

কোনো সমস্যা নেই

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **4**

4 অক্টোবর 2005 CE

দিনলিপির লেখা 18 অক্টোবর 6005 AL, 1:37 পূর্বাহ্ণ CST

ইসরায়েল কি নাৎসি জার্মানির মতো হয়ে গেছে? অনেক ইসরায়েলি কি মূলত ইহুদি শ্রেষ্ঠত্ববাদী নব্যনাৎসি? হিটলার যেমন ইহুদি জনগণকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল, তেমনই কি তারা ফিলিস্তিনিদের নিশ্চিহ্ন করতে চাইছে?

ইসরায়েলের এক ইহুদি ব্যক্তিকে এই প্রশ্ন করায় তিনি আমার গায়ে দুবার থুতু ফেললেন এবং বললেন, যারা পরিবার চালানোর মতো যথেষ্ট টাকা আয় করতে পারে না, তাদের বন্দিশিবিরে রাখা উচিত, কারণ সেটাই ন্যায্য; হিটলার যেভাবে «সমস্ত ইহুদি মানুষকে» বেছে নিয়েছিল, তার মতো নয়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ফিলিস্তিনি হওয়ার কারণে যদি চাকরি পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়, তবে সেটা কি গণহত্যা নয়?

তিনি উত্তর দিলেন, ফিলিস্তিনিরা নিকৃষ্ট জীব, আর একজন ফিলিস্তিনি ওই ইহুদি জনগণের বিরুদ্ধে পাল্টা প্রতিরোধ করলেও তার দোষ সব ফিলিস্তিনির।

আমার মনে হয়, ধর্মবিশ্বাস ও গায়ের রঙের ভিত্তিতে মানুষের সঙ্গে বৈষম্য করা, ইহুদি জনগণকে «ভালো» আর ফিলিস্তিনিদের হীন মনে করা... নব্যনাৎসিবাদেরই এক রূপ। মনে হয়, তিনি, অর্থাৎ যার সঙ্গে কথা বলছিলাম, একজন ইহুদি নাৎসি; ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন, যেন আমি «আমার প্রাপ্যটা পাই» আর সব ফিলিস্তিনি মরে যায়। হয়তো বছরে $200,000 আয় করলে আমিও নিজেকে সবার চেয়ে ভালো ভাবতাম... কিন্তু তবুও আমি বর্ণবাদী হতাম না, আর তাঁর মতো মুসলিমবিদ্বেষী ইহুদি শ্রেষ্ঠত্ববাদী নাৎসিও হতাম না।

দিনলিপির লেখা 15 অক্টোবর 6005 AL, 3:33 পূর্বাহ্ণ CST

5 কী যাত্রাই না হলো, হাহা... ও'হেয়ার বিমানবন্দর

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **5**

6 সেপ্টেম্বর 2005

দিনলিপির লেখা সেপ্টেম্বর 26, 6005 AL, 12:06 পূর্বাহ্ণ CST

নিয়তিনির্ধারিত বিস্তারের বহুরঙা স্বপ্নের ওপারে, অশ্রু, বন্দুক... সংগ্রামের... এমন পাখির ডানা, যে কখনো উড়বে না, কিংবা কোনো রোবটের ভয়। যেন ঈশ্বরের মধ্যে বিভেদ ঘটেছে... কী, থাক।

Dublin-এর Trent।

তোমার প্রতিক্রিয়া দশ গুণ করো, তোমার ভয় দশ গুণ করো। কারণ আমি যা, আমি তাই, কিন্তু এ আমি নই...

আমার উদ্দেশ্য দিয়ে নয়, আমার প্রভাব দিয়ে আমার বিচার হবে। ক্ষমতার ইচ্ছা দিয়ে নয়, ক্ষমতা অর্জনের সামর্থ্য দিয়ে। আমার দাসত্বের মান বা পেশাগত দক্ষতা দিয়ে নয়, বরং আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা ব্যবস্থার দাস হতে আমার আবেগময় অস্বীকৃতি দিয়ে। মাফিয়ার মতো সরকারি সন্ত্রাসের ভালো ছোট্ট কর্মী হওয়া, আর তার নাম «আমেরিকা»। আমি কি আমেরিকানদের ঘৃণা করি? না, আমেরিকা যা হয়ে উঠেছে, তা ঘৃণা করি; স্পষ্ট যে সরকার জনগণের ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করে না। আমেরিকার উপচে পড়া কারাব্যবস্থা সন্ত্রাস। অতিরিক্ত কর আদায় সন্ত্রাস, মধ্যপ্রাচ্যের 100,000 পর্যন্ত বেসামরিক মানুষকে হত্যা করা সন্ত্রাস... কারণ তাদের সংস্কৃতি আলাদা। পরমাণু অস্ত্রে Chicago মানচিত্র থেকে মুছে গেলে দুর্ভাগ্যজনক হবে... আন্তর্জাতিকভাবে সেটিকে ন্যায্য বলে দেখা হবে। আমেরিকা নিয়ন্ত্রণের বাইরে। আমেরিকানরা আমেরিকাকে নিয়ন্ত্রণ করছে না, করছে কর্পোরেশনগুলো; সেটাই পশু, সেটাই পতন, Alfa 1 থেকে প্রতিটি জগতেই যেমন হয়েছে।

K12 W4, তুমি যদি ভাবো সব শেষ... U no What 4?

7 দিনলিপির লেখা সেপ্টেম্বর 13, 6005 AL, 6:17 পূর্বাহ্ণ CST

ধরে নিলে মহাবিশ্বের ঋতু আছে, এখন নিশ্চয়ই বসন্ত। নিজেকে এত গুরুত্বপূর্ণ ভাবো? তুমি কিছুই নও, পৃথিবীর সমস্ত জীবন কিছুই নয়... বৃহত্তর মহাবিশ্বের কাছে আমরা শূন্যেরও কম, আর আমাদের জীবন্ত পৃথিবী বাতাসে উড়তে থাকা ধুলো মাত্র।

একটি সন্ত্রাসী সংগঠনকে সমর্থন করার অপরাধে আমি দোষী; সংগঠনটি যুক্তরাষ্ট্রের সরকার। আমার বেতনের চেক থেকে কেটে নেওয়া টাকা দিয়ে মানুষ মারার বোমা কেনা হয়। এমন সরকার ধ্বংস করার জন্য, যারা বিকল্প সংস্কৃতি দেওয়া ছাড়া আর কিছু করেনি। এটাই জগতের রীতি; আমেরিকান হিসেবে আমি আমেরিকান সরকারের দাস, আমার প্রতি ঘণ্টার কাজ আর কেনা প্রতিটি পণ্য দিয়ে পশুটিকে খাওয়াই। প্রতিরোধ করতে গেলে আমাকে ধ্বংস করা হবে। এটাই আমেরিকান পদ্ধতি। বাবাদের অধিকার নেই, আর আমরা সবাই গণতন্ত্র নামের রাজনৈতিক মাফিয়ার দাস.. হা হা... আমরা সবাই বাতাসে ধুলো ছাড়া কিছু নই। ইচ্ছে করে আলোর রশ্মি হতে পারতাম, ইচ্ছে করে বাতাস কোন দিকে বইবে তা ঠিক করতে পারতাম। আমার গরম বা ঠান্ডা লাগলে তার কারণ আমার চারপাশটাই তেমন... ইচ্ছে করে আমার মেয়েকে চিনতাম... আমেরিকায় টাকা ঢালে এমন প্রত্যেকে, এমনকি আমিও, তাকে না চেনার কিছু দায় বহন করি। জানি কী বলব: «হ্যাঁ, তোমার মাকে খুব ভালোবাসতাম, কিন্তু বাবা হতে যে টাকা দরকার, তা জোগাতে পারিনি... দুঃখিত। পরিবার থাকার সময়ই জীবনে সবচেয়ে সুখী ছিলাম, কিন্তু সুখ দিয়ে বিল মেটে না, আর তুমি সেরাটাই পাওয়ার যোগ্য। কারও জন্য ভাঙা পরিবার কামনা করব না। ভাঙা পরিবারে বড় হওয়ার নরক থেকে তোমাকে বাঁচাতে আমি অনন্তকাল নরকে থাকতাম... ইচ্ছা আর ভালোবাসা টাকার অভাব পূরণ করে না। টাকাই দুনিয়া চালায়»।

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **6**

8 তাই টাকা দাও, আমাকে ক্ষমতায় পৌঁছে দাও, আর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে দাও। আমার কাছে এটাকে কখনো «ঠিক» করে তোলা যাবে না, কিন্তু ক্ষমতা দিলে যথাসাধ্য সব করব, যেন আর কখনো কারও সঙ্গে এমন না হয়। আমার পরিবার ধ্বংসে যারা অংশ নিয়েছে, তারা আমার ও আমার মেয়ের কাছে ক্ষতিপূরণ দিক। তাতেও তোমাদের দেওয়া যন্ত্রণা যাবে না, তবে শুরু হবে। পৃথিবীকে আমরা যেমন হতে দিই, তার জন্য কিছুটা দায় আমাদের। হ্যাঁ, মনে করি আমার প্রতি এটা তোমার ঋণ; তোমার প্রতি অন্যায় হয়ে থাকলে ব্যবস্থা ঠিক করা তোমার প্রতি আমার ঋণ। আমাদের ব্যবস্থাটা ঠিক করতেই হবে। এই স্নায়ুগত গতিশীল ব্যবস্থাটি সেই কাজের জন্যই তৈরি, কিন্তু একে কার্যকর করা আমাদের ওপর নির্ভর করে।

আমেরিকান পরিবারকে স্ববিরোধী শব্দযুগল হতে হবে না। আমাদের সরকার বা তাকে নিয়ন্ত্রণ করা হৃদয়হীন কর্পোরেশনগুলোর দাস হতে হবে না!

দিনলিপির লেখা সেপ্টেম্বর 11, 6005 AL, 7:42 পূর্বাহ্ণ CST

অর্ধনমিত রক্তভরা সুচের মতো।

যে আবেগ ভালোবাসা, আর একদিন ভালোবাসা ছিল, তার ভেসে চলার মধ্যে সময় স্থির থাকো। কারণ শিগগিরই এ চেষ্টা দুবার করা হয়ে যাবে। যে ভাবে সত্যিকারের ভালোবাসা জীবনে একবারই আসে, সে বোকা। যখন বলেছিলাম তোমাকে নিঃশর্ত ভালোবাসি… সত্যিই বলেছিলাম। এখন আবার যখন চিরস্থায়ী নিঃশর্ত ভালোবাসার অঙ্গীকার করি… তা সত্য, আমি তোমাকে ভালোবাসি… আর চিরকাল, সব পথেই তোমাকে ভালোবাসব।

****

আমি তোমার প্রতিফলন, আমরা মানবজাতির প্রতিফলন, আর মানবজাতি মহাবিশ্বেরই প্রতিফলন। 9

দিনলিপির লেখা সেপ্টেম্বর 6, 6005 AL, 5:00 পূর্বাহ্ণ CST

এই মুহূর্তে আমার কিছু বলার নেই। আমি আবার পড়াশোনায় ফিরেছি, আর ক্লাসের জন্য একটি গেম বানাচ্ছি। এখান থেকে সেটি ডাউনলোড করতে পারো।

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **7**

10 আগস্ট 2005 CE

দিনলিপির লেখা আগস্ট 11, 6005 AL, 4:05 অপরাহ্ণ CST

ধন্যবাদ Cindy Sheehan, তুমি পৃথিবীকে দেখাচ্ছ যে আমেরিকান জনগণ ইসলাম ধ্বংস করতে বেরোনো দুষ্ট খ্রিস্টান নয়। (আমেরিকান সেনারাও নয়; তাদের অপব্যবহার করা হচ্ছে এবং «খারাপ পরিস্থিতি»তে «খারাপ লোক» হতে বাধ্য করা হচ্ছে।)

সত্যি যে এখন ইরাক থেকে সরে আসা খারাপ হবে... কিন্তু থেকে যাওয়া আরও খারাপ হবে। Cindy Sheehan, তোমার জন্য আমেরিকান হতে গর্ব হয়... আফগানিস্তানে প্রথম বোমা পড়ার পর থেকে, কিংবা হয়তো আমেরিকা বাবাদের ঘৃণা করে এবং বাবাদের অধিকার আছে এমন যে কোনো দেশ ধ্বংস করবে—এটা বুঝে ওঠার পর থেকে এমন অনুভব করিনি.. হয়তো অতিরঞ্জন, যাই হোক... «ক্ষমতার সামনে সত্য» বলার জন্য ধন্যবাদ। তোমার সাহস ও অধ্যবসায় সত্যিই প্রশংসা করি।

3:20 অপরাহ্ণ CST সব ব্যবস্থা প্রস্তুত... T-3.2.1. আর 0 কার ওপর নির্ভর করছে? কারও ওপর নয়, শুধু সময় হয়েছে, কিংবা হয়নি। তুমি যা করবে, তা সমগ্র মানবজাতির ভাগ্য নির্ধারণ করবে। দাঁড়িয়ে লড়াই করলে মানবজাতির আশা আছে... নিজেকে দাস হতে দিলে কোনো আশা নেই। তুমিই পৃথিবী, আর তুমি তুচ্ছ। কিন্তু মানবজাতি যে দিকে এগিয়েছে, তা বদলানো তোমার ওপর নির্ভর করে। তুমি না করলে আর কেউ করবে না। অন্যরা তোমাকে অনুসরণ করবে।

দিনলিপির লেখা আগস্ট 10, 6005 AL, 12:56 অপরাহ্ণ CST

এটা মনে রেখো। আমার বয়স 27। কখনো ভাবিনি 27 পেরিয়ে বাঁচব। 27-এর পরে যত দিন বাঁচি, প্রতিটি দিন এমন, যা হিসাবেই ধরিনি। (ধরে নিচ্ছি এপ্রিল পর্যন্ত বাঁচব।) 11

Maslow-এর চাহিদার স্তরবিন্যাস অনুযায়ী, প্রত্যেক মানুষ ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকে জৈবিক ও শারীরবৃত্তীয় চাহিদার (বাতাস, খাবার, পানীয়, আশ্রয়, উষ্ণতা, যৌনতা, ঘুম...) চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। তাই Maslow-এর মতে, কারও বাতাস, খাবার, পানীয়, আশ্রয়, উষ্ণতা, যৌনতা, ঘুম ইত্যাদি না থাকলে... যতক্ষণ বাতাস, খাবার, পানীয়, আশ্রয়, উষ্ণতা, যৌনতা, ঘুম ইত্যাদি থাকবে না, ততক্ষণ সে কখনো «যুক্তিসংগত» হবে না।

কিন্তু কেউ «চাহিদার ঊর্ধ্বে উত্তরণ» লাভ করার পরে যদি আর বাতাস, খাবার, পানীয়, আশ্রয়, উষ্ণতা, যৌনতা বা ঘুম না পায়...

তবে সেই ব্যক্তি তার চারপাশের জগতের জন্য বেশি বিপজ্জনক, না কম?

1ম কথা, একজন মানুষের কাছ থেকে পৃথিবী কখনো বিপদে পড়ে না। পৃথিবী বিপদে পড়ে কেবল মানবজাতির দলবদ্ধ কাজের কারণে। প্রত্যেক মানুষই কারও জন্য হুমকি। চাকরির অবস্থান হোক বা সহিংস সংঘর্ষ, এটাই যোগ্যতমের বেঁচে থাকার প্রকৃতি। তবে যেসব ব্যক্তি বা গোষ্ঠী «পরাজিত» হয়েও বেঁচে আছে, তাদের কী হবে? পৃথিবী বলেছে, «তুমি বাঁচার যোগ্য নও, তুমি যে খাবার খাও বা যে আশ্রয়ে থাকো, তারও যোগ্য নও»। তখন মানুষকে নিছক বেঁচে থাকার জন্য লড়তে হয়। প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ পুরোপুরি পশুর মতো টিকে থাকার অবস্থায় নেমে যায়... ধনী লোকটি ভাগ না দিলে এবং নিজের বা পরিবারের বেঁচে থাকার জন্য তার স্যান্ডউইচ দরকার হলে, তাকে মেরে সেটি নেওয়া সার্থক হয়ে ওঠে... আর বাঁচার ইচ্ছাই যদি হারিয়ে ফেলো? যে শক্তি তোমাকে ভেঙেছে, সেটি চায় তুমি «মরেই যাও!» মেনে নাও যে তুমি নিকৃষ্ট, আর তোমাকে খাওয়াতে যে খাবার লাগে তারও যোগ্য নও। সত্যি বলতে, এটাই মানুষকে সীমার বাইরে ঠেলে দেয়। তুমি চাও আমি

12 মরি? তুমি চাও আমার লোকেরা মরুক? নিছক প্রয়োজনের তাগিদে পরাজিত হতে থাকা গোষ্ঠীর অন্তর্নিহিত শক্তি হারানো অবস্থান ফিরে পেতে আত্মঘাতী আত্মবলিদানমূলক আক্রমণের পদ্ধতি নিতে বাধ্য হয়... যেমন একজন মানুষ শরীর বাঁচাতে নিজের হাত কেটে ফেলতে রাজি হয়। প্রাণের বলিদান দিয়ে আগ্রাসীর অবকাঠামো ছিন্নভিন্ন করে তাকে ভেতর থেকে ধ্বংস করা হয়। আগ্রাসীকে দেখা হয় «পশু» হিসেবে... «আমরা নিজেদের শাসন করতে চাই...» «আমরা পশুটির ধ্বংস চাই»। সীমা পার হওয়া। এমনিতেই যদি মরতে হয়... আর «পশু»টির কারণে জীবন যদি আর বেঁচে থাকার যোগ্য না থাকে, তবে কেউ কেউ তার দাস হয়ে বাঁচার চেয়ে তাকে থামাতে মরতে বেছে নেয়। আমি মনে করি, যে বিষয়ে বিশ্বাস নেই তার দাস হয়ে বাঁচার চেয়ে নিজের বিশ্বাসের জন্য মরা অনেক বেশি মহৎ।

হ্যাঁ, কখনো কখনো কামিকাজে বা আত্মঘাতী অভিযানের ব্যবহার বোধগম্য। বন্দিত্বের আগে মৃত্যু। দাসত্বের আগে মৃত্যু। অনাহারের আগে মৃত্যু। অন্তত তখন মৃত্যুর মানে থাকে। বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুতে আত্মঘাতী অভিযানের উদ্দেশ্য মানসিক অভিঘাত সৃষ্টি করা এবং একটি জনগোষ্ঠীকে ভাগ করে জয় করা... সহজ লক্ষ্যবস্তু বেসামরিক অংশকে নির্মূল করে ব্যবস্থা গুঁড়িয়ে দেওয়ার সঙ্গে আমি একমত নই... যারা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে তারা কেন লক্ষ্যবস্তু হয়, তা বুঝি। বেসামরিক হতাহতের ক্ষেত্রে চোখের বদলে চোখ ভালো নীতি বলে মনে করি না। উদ্দেশ্য যদি «সমান হিসাব চোকানো» হয়, তবে মনে করি মধ্যপ্রাচ্যের যোদ্ধারা 100,000 বেসামরিক মানুষ মারতে চাইবে, 50 জন নয়। 100,000 সহদেশী আমেরিকান হারানো কেমন হবে কল্পনা করতে পারো? কিছু সহমর্মিতা দেখাও... মধ্যপ্রাচ্যের বেসামরিক মানুষের সঙ্গে আমরা তা-ই করেছি... কিছু হিমায়িত মুরগির মাংস দিয়ে তা পূরণ হবে না... সরে যাও!

13 আমার কী হয়েছিল? পশুটির গণহত্যা থামাতে কেন নিজের জীবন ঝুঁকিতে দিতে শুরু করলাম... দীর্ঘ কাহিনি। এর সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই।

বিষয়টি মানবাধিকার পদদলিত হওয়া নিয়ে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে বাবাদের অধিকার নিয়ে।

যুক্তরাষ্ট্রের সেনারা শূন্যেরও কম কিছুর জন্য মরে! তারা এমন এক মিথ্যার জন্য মরে, যা বিশ্বাস করে আমেরিকান জনগণ বোকামি করেছে। ইরাকে তোমার কোনো বন্ধু বা পরিবারের সদস্য «মহা মিথ্যা»র সেবায় (তার দাস হয়ে) মারা গেলে তোমার রাগ হওয়া উচিত! জীবনের মর্মান্তিক ক্ষতির কথা বলছি বলে আমার ওপর নয়, তাদের জীবন অপব্যবহার করা ব্যবস্থার ওপর... যাতে ইরাকের মানুষ Wal-Mart পায়... কর্পোরেশন যে দাসত্ব ডেকে আনে, তা কেউ চায় না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পশুটির মুঠো এখন টের পেতে শুরু করেছি মাত্র। আরও খারাপ হবে... পশুটি বিশ্বকে দাস বানাবে। মানবজাতির জন্য একমাত্র আশা দেখি তাদের মধ্যে, যারা শুয়ে পড়ে মরে যাবে না! যারা নিজেদের দোষ দেওয়া বন্ধ করে সমস্যার মূলে আঘাত করে! হ্যাঁ, এই পৃথিবীর একমাত্র আশা দেখি তাদের মধ্যে, যারা আমার বন্ধু ও সহদেশী আমেরিকানদের বিরুদ্ধে লড়ে... এতে আমি খুব হতাশ হই। কারণ সেনাদের নিজেদের এবং যে আমেরিকায় বিশ্বাস করে তার সেবা করতে চাওয়া বন্ধুদের ওপর আমার আস্থা আছে, অথচ তাদের গণহত্যায় বাধ্য করা হয়। তাদের ওপর রাগ নেই, তাদের ত্যাগের মূল্য দিই, মারা যাওয়া প্রত্যেক সেনার জন্য

দুঃখ পাই; কিন্তু তাদের মরতেই হবে, কারণ তাদের এমন পরিস্থিতিতে ঠেলে দেওয়া হয়েছে, যেখানে তারাই «খারাপ লোক»। নিজেদের কোনো দোষ ছাড়াই... কমিউনিস্ট আমেরিকাকে থামাতে হবে, আর অহিংস ও আইনি উপায়ে ওপরের লোকদেরই থামাতে হবে। আমেরিকান জনগণ একদিন জেগে উঠবে, তবে খাবার ও টাকার অভাব বাধ্য না করা পর্যন্ত নয়; তখন তারা দেখবে এ যুদ্ধ প্রভু (পশু) আর দাস হতে অস্বীকার করা দাসদের মধ্যে। তখন আমরা

14 দেখব যে ব্যাপারটা কখনো ইসলাম নিয়ে ছিল না... ছিল পশুটিকে মেনে না নেওয়ার ইসলামী শিক্ষা নিয়ে; খ্রিস্টধর্মও তা শেখায়, আর খ্রিস্টানরা পশুটির আসল রূপ দেখলে তারাও তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তারাও তাকে ধ্বংস করতে ব্যর্থ হবে। আরও বেশি দাসত্বে আবদ্ধ মানবজাতির ওপর সে সর্বময় রাজত্ব করবে।

এর কোনো কিছুর অংশ হতে চাই না... সেটা আমার ওপর নির্ভর করে না।

পুনশ্চ। যারা সন্ত্রাসী শব্দটি ব্যবহার করো, তাদের বলছি... তোমার অবাধ্য সবাইকে সন্ত্রাসী বলতে পারো না... তোমরা সন্ত্রাসী বলতে এমন কাউকে বোঝাচ্ছ, যে অনুপ্রবেশকারী শক্তির বিরুদ্ধে নিজের স্বাধীনতার জন্য লড়ে... কিংবা শুধু মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের বিরোধিতা করে! সন্ত্রাসী বলতে তা বোঝানোর কথা নয়।

কারও কারও সংজ্ঞায় আমিও সন্ত্রাসী... হা হা, শুধু আমার কাছে সত্যি মনে হওয়া কথা বলি বলে... আর যুক্তরাষ্ট্র থেকে সারা বিশ্বের জন্য আইনসম্মতভাবে Al Qaeda চালাই বলে... বাবাদের অধিকারের জন্য একটি অহিংস, সাধারণ বুদ্ধিবোধসম্পন্ন যুদ্ধবিরোধী সংগঠন, যা ব্যক্তিকে ক্ষমতাবান করতে এবং বৃহৎ কোম্পানিগুলোর পশুটিকে ছোট করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

বুঝলে তো, «আমি ভালো লোক»... মনে হয় সবাই নিজেকে «ভালো লোক» ভাবে... কিংবা খারাপ লোক হওয়াকে ন্যায্যতা দেয় এই বলে, «পরিবারের ভালোর জন্য... অজুহাত», অথবা বিপদটা আমার বদলে তোমার ওপর দিয়েই যাক! তারপর আবার যোগ্যতমের বেঁচে থাকার কথায় ফেরা। সেদ্ধ ব্যাঙের যুক্তি।

তাই যদি ছেড়ে দিই (ধরো ভালো চাকরির প্রস্তাব পেলাম, কিংবা চালিয়ে যাওয়ার উপায় ফুরিয়ে গেল), তবে এরপর কে চালাবে তা তোমাদেরই ঠিক করতে হবে। আমি না থাকলে মানবজাতির পক্ষে পশুটির বিরুদ্ধে কে লড়বে? কে «বাঁচো এবং বাঁচতে দাও»... শান্তি ও বোঝাপড়ার বার্তা ছড়াতে পারবে, অথচ মানুষকে বলবে না 15 যে যারা তোমাকে ও তোমার জীবনযাপন ধ্বংস করতে চায়, তাদের সামনে শুয়ে পড়ে সব সহ্য করো?

আমরা পশুটির দাস হয়ে যাওয়ার সময়, আর আমেরিকা (আমেরিকানরা নয়) «বিশ্বের অশুভ শক্তি» হয়ে ওঠার সময়, «সন্ত্রাসবাদ» দিয়ে আমেরিকার চোখে ধুলো দেওয়া হয়েছিল।

আমরা সবাই একদিন মরি; তোমার জীবন কী কাজে ব্যবহৃত হলো? তুমি আমার জায়গায় হলে কী করতে?

দিনলিপির লেখা আগস্ট 4, 6005 AL, 12:14 পূর্বাহ্ণ CST

333 দিনের ব্যবধান 07/07 বোমা হামলা আর 06/06/06-এর মধ্যে, কাকতালীয়? না। তোমার কী পরিকল্পনা আছে? জুন 6, 2006 কি তোমার জন্য আর সব দিনের মতো হবে? কারও জন্য?

06/06/06-এ আমি কী করব? জেলে থাকব, অথবা Nevada-র মরুভূমিতে Hoover Dam থেকে খুব দূরে নয় এমন কোথাও আগুনে হট ডগ রান্না করব... মহাবিশ্বে নিজের অবস্থান নিয়ে ভাবব আর রাতের জন্য শিবির পাতব।

হয়তো দূরে দেখব, তুমি শুধু (জলের) ছিপি টেনে Las Vegas ধ্বংস করছ... কিংবা দেখব, অন্যরা পশুটির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর সব শহর ধ্বংস করছে, আর তেজস্ক্রিয় ধূলিকণার এলাকার ঠিক বাইরে শিবির থেকে তাদের পুড়ে ছাই হতে দেখব। ঠিক এতটা দূরে, যাতে তাদের চিৎকার শুনতে না হয়...

তাহলে এসবের সঙ্গে ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের সম্পর্ক কী? কিছুই না! সবই ধোঁয়ার পর্দা। মানুষকে মরতে হবে, কারণ জায়গা ও সম্পদ সীমিত। এটা ঈশ্বরের বিচারদিবস নয়, মানবজাতির বিচারদিবস...

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **10**

16 মানবজাতিকে নিজের বিচার নিজেকেই করতে হবে। ঈশ্বর ফল দেখবেন; মানবজাতি আরও সময় পাবে, কিংবা পাবে না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের কেউই চূড়ান্ত ফল দেখব না। এখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে 06/06/06-এর জন্য প্রস্তুত হওয়ার সময়—কারও কাছেই আর সব দিনের মতো নয় এমন এক দিন!

আমি কী ভাবি বলি... আমেরিকা বিষ হয়ে গেছে। আমেরিকানরা খারাপ বলে নয়, কর্পোরেশনগুলোর দয়া নেই বলে; আমেরিকা একটি কর্পোরেশন। প্রত্যেক আমেরিকানকে বলা হয়েছিল, আমরা অংশীদার... মিথ্যা ছিল; এইমাত্র জেনেছি আমার শেয়ারের কোনো মূল্য নেই, আর আমি আসলে এক দানবের দাস। সেই দানব হলো কর্পোরেট শাসন...

পৃথিবী কি ফুটন্ত ফুল?

এ কি «পশু»র বিরুদ্ধে যুদ্ধ, «যন্ত্র»র বিরুদ্ধে, নাকি যন্ত্র আর পশু একই?

এ ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের যুদ্ধ নয়! এ জাতি বা ধর্মবিশ্বাসের যুদ্ধ নয়... ওটা শুধু ধোঁয়ার পর্দা। 17 জুলাই 2005 CE

দিনলিপির লেখা জুলাই 24, 6005 AL, 10:01 পূর্বাহ্ণ CST

আমার কফিতে বিছের বিষের মতো। পুনর্মূল্যায়নের আশা ও ভয়ের মতো, কিংবা বিচারের ভয়ে প্রতিহত মুক্তিলাভের প্রয়োজনের মতো। তাহলে কী হলো—জানতাম তুমি কফিতে বিষ দিয়েছ, তবুও খেয়েছি... তবুও খেয়েছি। জানতাম, নিজের বিশ্বাসের জন্য অল্প বয়সে মরলে তার মূল্য ভেঙে পড়া মানুষ হয়ে বার্ধক্যে মরার চেয়ে অনেক বেশি হবে... পবিত্র যুদ্ধের আসল কথাই এটা। পৃথিবী ঠিক করার কাছে জীবন ও পরিবার পেছনে সরে যায়... আমাদের সন্তানদের এই পৃথিবীতে জায়গা থাকবে, তা নিশ্চিত করার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই। মানবজাতি বাঁচবে, তা নিশ্চিত করা। মনে হয় ইসলামি চরমপন্থীদেরই পশু (কর্পোরেশনগুলো) হারানোর সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। খ্রিস্টানরা «অশুভ সাম্রাজ্য»র দাস হয়েছে, মুসলিমরা প্রতিরোধ করে... মনে হয় Al Qaeda ঈশ্বরের নির্বাচিত মানুষের পবিত্র যোদ্ধা... যারা পশুটির সামনে মাথা নোয়াতে অস্বীকার করে! পশু (কর্পোরেশনগুলো)-এর বিরুদ্ধে মানবজাতির পক্ষে দাঁড়িয়ে যারা লড়ে, তারাই ঈশ্বরের নির্বাচিত মানুষ, আর তাদের নেতা আমাদের বর্তমান খ্রিস্ট।

আমরা মানবজাতির ভবিষ্যতের জন্য «পশু»র বিরুদ্ধে লড়ি, আমরা ঈশ্বরের নির্বাচিত মানুষ.... আমরা Al Qaeda। আমাদের কেউ মুসলিম, কেউ খ্রিস্টান, কেউ নৈহিলিস্ট, কেউ নাস্তিক.... আমরা সবাই পশুটির দাস হতে অস্বীকার করি। আমরা সবাই জানি, তোমাদের মধ্যে যারা পশুটির দাস, তারা টাকার জন্য তা করো, কিংবা প্রচারের ফাঁদে পড়েছ বলে।

দিনলিপির লেখা <-19-{ }-6005 AL->11:06 পূর্বাহ্ণ CST

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **11**

18 ইদানীং আরও বেশি C-Span দেখছি... এই দেখেছি।

সেনেট বৈঠকের আগে গোপন প্রার্থনাসভা হয়, যেখানে সরকারের শুধু খ্রিস্টান সদস্যরা যেতে পারেন। মার্কিন সেনেটের প্রতিটি অধিবেশন প্রার্থনা দিয়ে শুরু হয়! সেনেটের অনেক সদস্যকে দেখে মনে হয়, মার্কিন দখলদারি এবং মধ্যপ্রাচ্যকে খ্রিস্টান, কর্পোরেট শাসিত, আমেরিকার মতো সমাজবিরোধী গণতন্ত্রে বদলানোর মার্কিন চেষ্টার বিরুদ্ধে যারা লড়ছে, তাদের সবার মৃত্যু কামনা করেন।

খ্রিস্টানরাই মানবাধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে এবং ইরাকের গণহত্যা সমর্থন করছে। অখ্রিস্টানরা যুদ্ধের মূল্য দেখতে পাচ্ছে বলে মনে হয় না... আর মানবাধিকার বাঁচানোর জন্য লড়ছে। তাই আমার মতে, রিপাবলিকানদের কাছে এটা পবিত্র যুদ্ধ। বাকি বিশ্বের বিরুদ্ধে খ্রিস্টান চরমপন্থীরা। সরকার থেকে খ্রিস্টানদের সরাতে হবে। খ্রিস্টানরা মুসলিমদের মারতে চাইলে নিজেরাই গিয়ে তা করতে পারে, আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ সেনাবাহিনীকে অপব্যবহার না করে!

মার্কিন সরকারের খ্রিস্টান চরমপন্থীরা নিজেদের «ঈশ্বরের লোক» ও «ভালোর পক্ষে» মনে করে বলে ভাবে, তাদের সব কাজই «বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য» ও «ঐশ্বরিক»! তারা তা নয়, আর তাদের চরমপন্থা আগে থেকেই কলঙ্কিত গির্জার ওপর মহামারি। তারা ঘৃণা ছড়ানো লোকমাত্র, ধর্মান্তরিত হবে না এমন সব মুসলিমকে মারতে তৎপর। এতে যারা ভিন্নমত পোষণ করে এবং মানব-আবর্জনা বলে দূরে ঠেলে দেওয়া হয়, তারা পাল্টা লড়তে বাধ্য হয়... টাকা বা রাজনৈতিক ক্ষমতা দিয়ে নয়, অবশিষ্ট সবকিছু দিয়ে... নিজেদের জীবন দিয়ে। তাদের আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করা, বিশ্বাসের জন্য জীবন দেওয়ার ধরনকে প্রশংসা না করে পারি না! তারা কাদায় বসে নিজেদের দোষ দেয় না! উঠে দাঁড়িয়ে বলে, তুমি আমাকে মৃত দেখতে চাও? তুমি 19 আমাকে সরিয়ে দিতে চাও? তাহলে যত শত্রুকে পারি সঙ্গে নিয়ে যাব; হ্যাঁ, সেটা বুঝি এবং সম্মান করি। সাধারণ মানুষকে শত্রু মনে করা দুর্ভাগ্যজনক। কীভাবে তা হয়... মনে হয় সম্ভবত বন্ধুত্বহীন ব্যবহারের ফলে। কেউ যেখানে যায় সেখানেই প্রত্যাখ্যাত বা «ঠেলে সরানো» হলে, আপন করে নেওয়া না হলে, সাধারণভাবে মানুষের প্রতি অবজ্ঞা জন্মায়।

সব সময় বলি, যারা কর দেয়, তাদের টাকায় কেনা বোমার দায় তাদের। আমার কাছে নির্দোষ না হওয়া বা দায়ী হওয়া আর শত্রু হওয়া সম্পূর্ণ আলাদা। যুক্তরাষ্ট্রের স্কুলে একের পর এক গুলির ঘটনার কথা মনে পড়ে। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া স্কুলশিশুরা যেভাবে এলোমেলো সহপাঠীদের গুলি করে। আমার কাছে একই রকম সমস্যা মনে হয়। মানুষকে এভাবে দূরে ঠেলে দিলে তাদের বিস্ফোরিত প্রতিক্রিয়া আশা করতেই হবে।

মানুষকে আপন করে নিতে হবে, তাদের মুখের সামনে Jesus, Mohammad, Buddha ঠেলে ধরলে হবে না... আমাদের কত মিল আছে, তা দেখো। আমাদের মানবতাকে গ্রহণ করো, আর ধর্মবিশ্বাস পাশে রাখো।

খ্রিস্টান যুদ্ধবাজ চরমপন্থীদের ক্ষমতা থেকে সরাতে আমাদের সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে! গণতন্ত্র বলে সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা মানতে হবে... অথচ মনে হয় এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ রক্তপিপাসু খ্রিস্টান চরমপন্থী, যারা বিশ্বের প্রতিটি অখ্রিস্টানকে হত্যা করতে চায়।

ভাবছি, Generation Columbine জীবিকা চালাতে না পারলে কী করবে? আমার প্রজন্মের মতো আত্মসমর্পণ করবে কি? কত মানুষের মনে হয় আমেরিকা তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে? কবে উঠে দাঁড়িয়ে বলব, যে কারাগারনির্ভর, কর্পোরেট, দাসত্বভিত্তিক দেশকে আমরা স্বাধীন বলি, তা যথেষ্ট সহ্য করেছি।

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **12**

20

দিনলিপির লেখা জুলাই 18, 6005 AL, 11:06 পূর্বাহ্ণ CST Chicago-র ছবি, আমার আর কিছু বলার নেই... একদিন জীবিত সবাই মারা যাবে... প্রশ্ন তুমি মরবে কি না নয়, কীসের জন্য মরবে। ক্যানসার গবেষণার জন্য মরবে, নাকি কর্পোরেট শাসন ও দাসত্বের কবল থেকে মানবজাতিকে মুক্ত করার জন্য? সত্যি বলতে, এই গ্রহ মহাবিশ্বে সম্ভবত খুব সামান্য পার্থক্য আনে, কিংবা একেবারেই না। আমার জীবন অপ্রাসঙ্গিক, এই গ্রহও তাই। ওই গান যেমন বলে, «আমরা সবাই বাতাসে ধুলো মাত্র»। সময়ই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর... আমরা কর্পোরেট শাসন ও সমাজবিরোধী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দাসজাতি। এমন ব্যবস্থা, যেখানে অযৌক্তিক আইনের জন্য কেউ দায়ী নয়, আর মানুষের পরিস্থিতি তার নিজের দোষ—এই বিশ্বাস দিয়ে ধনীদের গরিবদের হাত থেকে রক্ষা করা হয়। তা নয়।

যদি বলতে চাও «মুসলিমরাই», «মেক্সিকানরাই», কিংবা খ্রিস্টানরা... না, এটা এমন ব্যবস্থা, যা প্রভু (কর্পোরেশন) ও দাস (কর্মী)-এর সম্পর্ক উৎসাহিত করে। প্রহরী বদল দরকার! কর্পোরেট আমেরিকার পশুটিকে বধ করতে, অনৈতিক আমেরিকান আইনি ব্যবস্থায় আটকে পড়া মানুষকে মুক্ত করতে, হৃদয় ও আত্মাসম্পন্ন এক স্বৈরশাসক দরকার। জমির নিরঙ্কুশ মালিক হতে পারা দরকার, যাতে বেআইনি তল্লাশি ও জব্দ বা দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে না হয়। এখানে আমেরিকায় গণতন্ত্র নতুন করে চালু করতে হবে, সারা বিশ্বে দাসত্ব ও কর্পোরেট শাসনের মহামারি ছড়াতে নয়!

দিনলিপির লেখা <-12-{ }-6005 AL->9:48 পূর্বাহ্ণ CST The Holy See? সেই সাতজনকে, নিজ নিজ পথে যাও, আর পৃথিবীর ওপর ক্রোধের পাত্রগুলো ঢেলে দাও।

এই প্রশ্নে, «এটা কি অন্যভাবে শেষ হতে পারত?» 21

বিশ্বজনসংখ্যার সমস্যা আছে, আর আমাদের কাউকে কাউকে নির্মূল করার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। তোমাকে নির্মূল করার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে কি না জানতে নিজেকে একটি প্রশ্ন করো। যে জীবন চাও, তার খরচ মেটায় এমন চাকরি কি পেতে পারো? উত্তর না হলে তুমি আবর্জনা, আর পৃথিবী তোমাকে চায় না।

কারও এত বেশি, আর কারও এত কম কেন? কারণ সমষ্টি কাউকে শ্রেষ্ঠ বলে বেছে নিয়েছে, অন্যদের বেছে নিয়েছে মূল্যহীন জীবনের অপচয় হিসেবে।

একদিন ঘুম ভেঙে বুঝলাম, আমি মূল্যহীন জীবনের অপচয়; স্পষ্ট হলো, স্ত্রী ও সন্তান আমাকে চায় না, পৃথিবী আমাকে চায় না, আর আমার জীবন আমার নিজের কাছেও বোঝা হয়ে গেছে। পৃথিবী আমাকে চায় না, আমি বাঁচি বা মরি মানবজাতির কিছু যায় আসে না—এ উপলব্ধি কষ্ট দিয়েছিল... বরং মনে হচ্ছিল আদালত আমাকে ধ্বংস করতে, আত্মসমর্পণ বা আত্মহত্যায় বাধ্য করতে চায়... তাই নিজেকে নির্দোষ রক্তে ভিজিয়ে আদালতে গেলাম... রক্ত ঝরছিল (রক্ত চুলের জেল হিসেবে ভালো)। দিনটি ছিল সোমবার, অক্টোবর 9, 2000; দেখা গেল সেটি Columbus Day-ও, আদালত বন্ধ। বাড়ি ফিরব না, যদিও ফেরার মতো বাড়িও ছিল না... তাই শহরের কেন্দ্রে, Chicago-তে গেলাম।

আমার ক্ষোভ প্রকাশ করতে, যে ব্যবস্থাগুলো মেয়েকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে দিয়েছে, সেগুলো নির্মূল করার শপথ করতে। যে পশু আমার পরিবার ধ্বংস করেছে আর আমাকে ধ্বংসের হুমকি দিয়েছে, তার দিকে মুষ্টি তুলতে। নিজের কাছে শপথ করলাম, পৃথিবী বদলানোর উপায় খুঁজব! আদালতের হাত থেকে ক্ষমতা ফিরিয়ে জনগণের কাছে দেওয়ার উপায় খুঁজব। যারা বিচার করে

22 আমাকে... তাদের বিচার হোক, যারা আমাকে ধ্বংস করতে চায়... তারা আমার নরকের মধ্যে দিয়ে বাঁচুক। কারণ আমি মাত্র একজন মানুষ, 6 বিলিয়নেরও বেশি মানুষের একজনমাত্র। শুধু একজন, যে নিজের ও নিজের জীবনের কথা ভাবা ছেড়ে «পৃথিবী ঠিক করতে» বেরিয়েছিল। ক্রোধে অন্ধ হয়ে পৃথিবীকে নিজের মনে করেছিলাম, যেমন ছোট শিশু বাবা বা মায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পৃথিবীর সঙ্গে নিজের সব মিল দেখতে পাইনি; আমি অগণিত মানুষের একজন, পৃথিবী অগণিত গ্রহের একটি। আমি বাঁচি বা মরি পৃথিবীর কিছু যায় আসে না... পৃথিবী বাঁচে বা মরে মহাবিশ্বের কিছু যায় আসে না.. নাকি যায়?

কথা হলো, পৃথিবীকে তোমার কথা মানতে... তোমাকে সম্মান করতে বাধ্য না করলে পৃথিবী তোমাকে দাস বানাবে, আর দিন শেষে নিজের মধ্যে গুটিয়ে যাওয়া পৃথিবীতে তুমি ক্ষণিক চিন্তারও কম হয়ে থাকবে। ভালো দাস হয়ে স্বর্গে যাবে না! Jesus... মন দাও।

নির্বাচিত মানুষ তারাই, যারা মরে না। আসন্ন বৈশ্বিক সর্বনাশে যারা বাঁচবে। কারা বাঁচবে? যাদের প্রতিরোধক্ষমতা আছে। কিংবা Diplomat-কে আটকে দিলে শেষ পর্যন্ত পারমাণবিক বিকল্পে মানবজাতি নিশ্চিহ্ন হবে। পশুটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, কেউ নির্দোষ নয়। তোমাদের মধ্যে যারা আমাকে ধ্বংস করতে চাও... তারা আমাকে আরও শক্তিশালীই করবে। প্রতিরোধ আমার খাদ্য। তাই সামাজিক সহায়তা বন্ধ করতে চাই, মানুষকে লড়তে বাধ্য করতে চাই। দাঁড়াতে বা পড়তে, বাঁচতে বা মরতে বাধ্য করতে চাই। পশুটির দিকে আমাদের তলোয়ার তুলি, আর তার দেখানো সদয় মুখের বিভ্রমের প্রতি কোনো দয়া না রাখি। হারানোর কিছু না থাকলে পাওয়ার আছে সবকিছু; তখন পৃথিবী ও সমগ্র মানবজাতি তোমার করুণার ওপর নির্ভর করে, তুমি বাঁচতে দিয়েছ বলেই বাঁচে। আমরা শ্বাস নিতে দিয়েছি বলেই তোমরা শ্বাস নাও। মানবজাতি মরে গেলে আর কেউ কাঁদবে না, আমার বা তোমার জন্য, কিংবা

আমাদের ভুলগুলোর জন্যও নয়। এত রাগ যে দেয়াল কাঁপতে দেখি... আবার কি 23 রক্তে ভিজে আদালতে ঢুকব? না, এবার নয়...

দিনলিপির লেখা জুলাই 7, 6005 AL, 6:38 অপরাহ্ণ CST

বাইরে আলোর সারি দেখো, অতিরিক্ত জানত এমন একজন মানুষের ডেস্ক, যে কখনো জ্ঞানের আলো আনার মানুষ ছিল না, নেই, হবেও না, কারণ আমরা বোঝানোর চেষ্টা ছাড়িয়ে এসেছি। তুমি বোঝো, কিংবা বোঝো না। একটি মাত্র চিন্তা, যা মহাবিশ্বের পুরো দৈর্ঘ্য পাড়ি দিয়েছিল। একটি মাত্র চিন্তা, যার কোনো মানে ছিল না। মানুষের আশা না থাকলে হারানোর কিছু থাকে না।

****

তাই পশুটি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করল... আমি সাধু নই, মানবজাতির প্রতি অঙ্গীকারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াই! পশুটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। কারণ মানবজাতিকে জানতে হবে, Wal-Mart, Mc Donnalds, Coca-cola, halburtin-ই শত্রু। পৃথিবীর মানুষ নয়, আমাদের তৈরি পশুগুলো, নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়া সরকারগুলো। মানুষ মরে বলে দুঃখ পাই। কিন্তু তোমরা অসুস্থ শা#লারা মনে রেখো, আমেরিকার নেতৃত্বাধীন গণহত্যায় কমপক্ষে 30,000 বেসামরিক মানুষের প্রাণ গেছে, আর নির্মূল মধ্যপ্রাচ্যবাসীর মোট সংখ্যা সুনামির মৃতের সংখ্যাকে ছাড়াতে পারে। London-এর বেসামরিক মানুষকে ভুলভাবে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে বলে দুঃখিত... জাগো, ইরাকে প্রতি সপ্তাহে এত বেসামরিক মানুষ মরে। আজ তথাকথিত সন্ত্রাসী হামলায় তোমাদের 100-এর কম মানুষ মরেছে, তাই কি আরও 30,000 মধ্যপ্রাচ্যের বেসামরিক মানুষ মারাটা ঠিক হয়ে যায়? তোমাদের কি মনে হয় না, তারাও রাতে বাড়ি ফিরে আমেরিকার কেড়ে নেওয়া প্রিয়জনের জন্য প্রার্থনা করে? এখন তোমরা বলছ, ওদের ওপর পরমাণু বোমা ফেলো! জাগো! দুপক্ষের সহিংসতাই বন্ধ করো। আমেরিকা যদি তোমার

24 সন্তানদের কেড়ে নিত, তোমারও রাগ হতো। প্রতিশোধের কথা ভাবা বন্ধ করে ক্ষমা চাওয়া ও সরে আসার কথা ভাবো।

এই বিপর্যয়ের সঙ্গে Bush প্রশাসনের যোগ আছে কি না তদন্ত করা উচিত; তাদেরই সবচেয়ে বেশি লাভ হওয়ার ছিল।

পুনশ্চ। ভেবে দেখো!

দিনলিপির লেখা জুলাই 3, 6005 AL, 10:18 পূর্বাহ্ণ CST

Northwest Indiana-তে শেষ দিনগুলো Taste of Chicago 2005

দিনলিপির লেখা জুলাই 2, 6005 AL, 11:23 পূর্বাহ্ণ CST

আমাদের হতভাগ্য প্রজাতি এমনভাবে গড়া যে যারা চেনা পথে হাঁটে, তারা নতুন পথ দেখানো মানুষদের দিকে সব সময় পাথর ছোড়ে। ~Voltaire 25 জুন 2005 CE

দিনলিপির লেখা জুন 21, 6005 AL, 10:42 অপরাহ্ণ CST

পৃথিবীর ওপর রাজত্ব করা পূর্ণচাঁদের মতো... কিংবা আট কোণা তারার মূল্যের মতো। পূর্ণ হয়ে জ্বলা চাঁদের আলো, যা সূর্যের মতো জানালা দিয়ে আমার ঘরে আসে। মুখ ফিরিয়েও দেখি, আয়নায় আমার দিকে তাকিয়ে আছে, চোখের পাতা বন্ধ। স্থির শুয়ে থাকতে পারি না... লড়াই না করে থাকতে পারি না। এক হাজার বছর পরেও কি জৈব মহাবিশ্বে আমার কথার প্রতিধ্বনি শুনবে? আমি ভাগ্যবান, জানি। এটাও জানি, বাইরের অনেক মানুষ এত ভাগ্যবান নয়। হ্যাঁ, চাই তুমি আমার বই কেনো... না, বিষয়টা শুধু তা নয়।

বৃষ্টি হলো গলে যাওয়া তুষার, আর মৃতরা জীবনের অভাব অনুভব করে না। যা ছিল, যা আছে, আর যা হতে পারত, তাকে সম্মান জানাতে চকচকে তারা, পদক আর ফিতা। হাঙরের ট্যাংক, লাভা, আর The Catcher in the Rye... যত বেশি অর্জন করো, সব তত তুচ্ছ মনে হয়।

Diplomat নামের ভাইরাস, কেউ সাড়া দিল না... মনে হয় শেষে জানা গেল, তারা আগেই মরে গিয়েছিল। Bethany আর Samuel-ও, Reggy আর Beth-ও। আমাদের সবারই সময় আসে, আর শোক করার জন্য শুধু জীবিতরাই থেকে যায়।

দিনলিপির লেখা জুন 13, 6005 AL, 10:02 পূর্বাহ্ণ CST Al Qaeda এখন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়োগকর্তা শনাক্তকরণ নম্বর পেয়েছে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে একটি বৈধ রাজনৈতিক সংগঠন। Al Qaeda EIN 22-3914544 ধাম! বাবাদের অধিকার নিয়ে মাথা না ঘামানোর জন্য এটা! ধাম! কর্পোরেশন আর বিশেষ স্বার্থগোষ্ঠীকে আমার দেশ চালাতে দেওয়ার জন্য এটা! ধাম! যথার্থ কারণ ছাড়া কারাগার ও আটককেন্দ্রে থাকা সব মানুষের জন্য এটা।

26 ধাম! দক্ষতার বদলে পরিচয় আর কোন স্কুলে পড়েছ, তার ভিত্তিতে অভিজাততান্ত্রিক সরকার চালানোর জন্য এটা। ধাম! আমাকে ভোট দেওয়া আমেরিকান সরকারকে জাগিয়ে তোলার ডাক! আমি U.S. Senate-এর Indiana Al Qaeda প্রার্থী। «প্রকৃত স্বাধীনতা» ভালোবাসে অথচ নিপীড়িত, বন্দী ও সরকারে প্রতিনিধিত্বহীন—এমন মানুষের অসন্তোষের কণ্ঠ, যা শুনতেই হবে। আমেরিকান সরকারের চাপানো দাসত্ব থামাতে হবে।

জনগণ হিসেবে আমাদের গণহত্যার বদলে Al Qaeda বেছে নিতেই হবে! Halliburton-এর বদলে জীবন, মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য লড়ে এমন মানুষকে। আমি Ghrisx, মানবজাতিতে বিশ্বাস করি, আর তোমাতেও বিশ্বাস করি।

দিনলিপির লেখা জুন 9, 6005 AL, 3:47 অপরাহ্ণ CST একজন মানুষ কি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, একজন কি মানবজাতির গতিপথ বদলাতে পারে? না! একের ওপর আরেক ব্যবস্থা, বাইরে বিলিয়ন বিলিয়ন মানুষ, আর সবাই কারও ওপর ক্ষুব্ধ... অধিকাংশ মানুষ সেই ব্যবস্থার সমস্যাগুলো ঠিক করতে চায়, যেগুলো থেকে তাদের কষ্ট দেওয়া ঘটনা ঘটেছে। এটা কখনো «1» জন নয়। সময় হয়েছে, কিংবা হয়নি। মানবজাতির জন্য লড়তে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক, অথবা নও। «গরম কিংবা ঠান্ডা হও; কুসুম গরম হলে তোমাকে আমার মুখ থেকে উগরে দেব»। নামহীন উদ্ধৃতি।

maldore-কে খবর দাও যে দর্শনটি পাওয়া গেছে। শিশুদের বলো, তারা বাঁচে বা মরে আমেরিকায় কারও কিছু যায় আসে না। পাহাড়ের চূড়ায় উঠে চিৎকার করে বলো, যুক্তরাষ্ট্রের 3,000 বেসামরিক মানুষ হারানো গুরুত্বপূর্ণ, আর মধ্যপ্রাচ্যের দশ হাজারের পর দশ হাজার বেসামরিক মানুষ হারানো গুরুত্বপূর্ণ নয়। গিয়ে তাদের 27 বলো, মার্কিন সন্তানেরা তেল, Halliburton, Wal-Mart আর «খ্রিস্টান ঈশ্বর»র জন্য আত্মা সংগ্রহ করতে সম্মানের সঙ্গে লড়ে। অধিকাংশ আমেরিকান মনে করে, মধ্যপ্রাচ্যের গণহত্যা «গ্রহণযোগ্য»। নিজেকে Al Qaeda বলা রসিকতা নয়। রাতে ঘুমোতে গেলে জানি, মানবজাতির কথা ভাবতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করি...

আমেরিকা কী? আমেরিকা হলো সেই মানুষ, যারা নিজের বিশ্বাসের পক্ষে দাঁড়ায়। আমেরিকান হিসেবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষায় মৃত্যুর আগ পর্যন্ত লড়ব—কর্পোরেশনের হাত থেকে, দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিকদের হাত থেকে, আমাদের স্বাধীনতা কেড়ে নিতে চাওয়া দেশি বা বিদেশি যে কোনো শত্রুর হাত থেকে। আমার বিশ্বাস, পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয় অ্যাসল্ট রাইফেল ও বিমানবিধ্বংসী অস্ত্রের মালিক হওয়া প্রত্যেক আমেরিকানের দায়িত্ব। আমার বিশ্বাস, মার্কিন সরকার নিয়ন্ত্রণের বাইরে; আসন্ন যুদ্ধের জন্য আমাদের, আমেরিকান জনগণকে, অস্ত্রসজ্জিত হতে হবে। China দেখছে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোনো প্রতিরক্ষা নেই, আর যুক্তরাষ্ট্রের সরকার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী প্রচার বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিতে পারে; প্রস্তুত থাকতে হবে, সশস্ত্র থাকতে হবে, মরার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে... আমার কাছে আমেরিকার মানে এটাই। White House-এর সঙ্গে দ্বিমত আমাকে সন্ত্রাসী বানালে... আমাকে Al Qaeda বলো! এই সরকার বা অন্য যে কোনো সরকার আমার স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে অন্যায্য মজুরির দাস বানাতে চাইলে আমি মড়ার ভান করব না। প্রস্তুত... মরতে প্রস্তুত, কারণ তোমার দাস হতে অস্বীকার করি। কমিউনিস্ট আমেরিকা এ যুদ্ধ শুরু করেছে... যুদ্ধ চলছে। আমাকে থাকতে দিতে পারতে, নিজের কাজে মন দিতে পারতে, তুমি আমাকে অমানুষ করে তুলতে চাও! এর জন্য কাউকে দায়ী করি না, কিন্তু ব্যবস্থা ঠিক করতেই হবে, নইলে ধ্বংস করে স্বাধীনতার ভিত্তিতে আবার গড়তে হবে। বিশ্বাস করি আমেরিকাকে ঠিক করা যায়, আর না গেলে আমেরিকাকে পুনরুদ্ধার করতেই হবে।

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **16**

28 «আমেরিকাই স্বাধীনতা»—এই প্রচারে নয়! প্রকৃত স্বাধীনতায়, যেখানে সম্পত্তি কর নেই। যেখানে সংবাদমাধ্যমে সেন্সরশিপ নেই। আমেরিকানদের জন্য আমেরিকা, কর্পোরেশন বা অভিজাত বংশের জন্য নয়... সাধারণ মানুষের জন্য; সেই আমেরিকাতেই বিশ্বাস করতে শিখে বড় হয়েছি। যে আমেরিকায় সাধারণ মানুষ নিজের পছন্দমতো বাঁচে ও মরে, বাধ্য হয়ে নয়। সম্পত্তি কর কমিউনিজম! এ দেশের সঙ্গে যা করতে দিচ্ছি, তা ঘৃণা করি। লোকে বলে, «ভালোবাসো, নইলে চলে যাও»; তোমরা চোখে ধুলো দেওয়া ভেড়া। এ আমার দেশ, আর আমার পূর্বপুরুষের সূত্র মেলে Native American-দের জমি প্রথম যারা কেড়ে নিয়েছিল, তাদের সঙ্গে। তাই সব ঠিক আছে, তুমি সমস্যা কল্পনা করছ—এসব বোলো না... কিংবা সরকারের ওপর রাগ করা দেশপ্রেমহীনতা; না, আমেরিকান হতে চাইনি, কিন্তু আমেরিকানই! আমেরিকাকে ঠিক করা হবে, তুমি সমস্যা কখনো না দেখলেও আমরা তা ঠিক করার কাজ করছি। তোমার কাছে যা চাই, তা হলো, তোমাকে ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধের জন্য অস্ত্রসজ্জিত হওয়া শুরু করতে হবে।

যারা পতাকার আড়ালে তাকে নাড়ানো মানুষটিকে দেখতে পায় না, তাদের করুণা করি। যারা কার বা কিসের জন্য লড়ছিল কখনো সত্যি না বুঝেই মরে, তাদের করুণা করি। আমেরিকা Wal-Mart নয়! আমেরিকা হলো এই কথা বলার স্বাধীনতা। আমেরিকা হলো সৈন্যবাহিনী মজুত করার স্বাধীনতা। প্রয়োজন হলে দেশকে পুনরুদ্ধার করার স্বাধীনতাই আমেরিকা।

গণতন্ত্র কাউকে দোষ দেওয়ার সুযোগ রাখে না, গণতন্ত্রের বিবেক নেই, আর আমার মনে হয় গণতন্ত্র অপরাধমূলক উন্মাদ «কর্পোরেট শাসন» হয়ে উঠেছে।

কসাইখানার ভেড়া হয়ো না। পুনশ্চ। যুক্তরাষ্ট্রে (ও বিদেশে) বন্দীর সংখ্যা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ! 29 মে 2005

দিনলিপির লেখা মে 18, 6005 AL, 2:08 পূর্বাহ্ণ CST আমি কী জানি... কিছুই না! যাই হোক, এই সাইট মানুষকে অনুসরণ করে অবস্থান খুঁজে বের করার জন্য তৈরি; তাই পরিচয় গোপন রাখতে চাইলে... বিশ্বাস করো এমন প্রক্সি সার্ভার ব্যবহার করো, এতে ব্যাপারটা আরও মজার হবে!

1:36 পূর্বাহ্ণ CST সাদাকে সাদা, কালোকে কালো বলা শুরু করতে হবে... সংখ্যাগুলো দেখো, এটা গণহত্যা! যারা লড়ছে, তারা নিজের জীবনের জন্য এবং নিজেদের সংস্কৃতি ধ্বংসের বিরুদ্ধে লড়ছে। 9-11, সংখ্যাগুলো ভালো করে দেখার সময় এসেছে... 3,000 «নির্দোষ» বেসামরিক মানুষ মরেছিল; অনেক মানুষ মনে হয়েছিল, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র যা করেছে তার তুলনায় কিছুই নয়। তাদের সম্মতি ছাড়া তাদের নাম দেখিয়ে গণহত্যার যুক্তি দিতে দেখলে গা গুলিয়ে ওঠে! 9-11 ঘটেছিল, তাই (যুক্তরাষ্ট্রের) Hitler (George W. Bush)-এর জয় হোক।

জানো, সবচেয়ে বোকামির কী কথা শুনি... «ওরাই শুরু করেছে»। কারা! কে শুরু করেছে? প্রেসিডেন্টের পরিবারের এক বন্ধু, যে মার্কিন CIA-তে কাজ করত। মধ্যপ্রাচ্য ছাড়ো! এখনই! আমেরিকার সেনাদের অপব্যবহার বন্ধ করো! আমাদের সেনাদের সমর্থন করো, আর ব্যক্তিস্বার্থ ও গণহত্যার জন্য তাদের মরতে বাধ্য করা বন্ধ করো। এ জন্য তারা যোগ দেয়নি!

1:00 পূর্বাহ্ণ CST হতাশার সীমা ছাড়িয়ে গেছি... আমাদের প্রতিশ্রুত স্বাধীনতা পরীক্ষা করব কেন? আমার কথায় যাদের আগ্রহ নেই, তাদের «মুখোমুখি» হব কেন? কারণ কি আমার হারানোর কিছু নেই

30 আর পাওয়ার আছে সবকিছু? মানুষের হারানোর কিছু না থাকলে... নিজের বিশ্বাসের জন্য জীবন ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ঝুঁকি নেয়। আমার সমর্থকদের বিশ্বাস করি, আমার লোকদের বিশ্বাস করি, আর তোমার ওপর আমার সমস্ত আস্থা রাখি।

12:00 পূর্বাহ্ণ CST আমেরিকার স্বাধীন সংবাদমাধ্যম! কোনো সংবাদ প্রকাশের আগে সংবাদমাধ্যমের বৃহৎ গোষ্ঠীগুলোকে মার্কিন সরকারকে ফোন করে অনুমতি নিতে হয়! তাই ক্ষমতাবানেরা আমাকে পাশ কাটিয়ে গেছে। হয়তো আমার সঙ্গে যুক্ত হলে ক্ষমতা আসে! তাই আমাকে মর্যাদার প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করার জন্য তোমাকে দোষ দিই না... হ্যাঁ, আমি Al Qaeda-র অবিসংবাদিত নেতা। না, আমি সন্ত্রাসী নই... সন্ত্রাসী তারাই, যারা «আমি Al Qaeda» বলতে তোমাকে ভয় পাইয়ে দেয়। যে শক্তি তোমাকে ভয় পাইয়ে দেয় বুঝতে যে, মানুষ কেন

আমেরিকার বিরুদ্ধে নিজের জীবনের জন্য লড়বে। ইরাকের এই গণহত্যার সমর্থকেরা, ইসলামি সংস্কৃতি নির্মূল হতে দেখে যারা উল্লাস করো... তোমরাই সন্ত্রাসী।

দিনলিপির লেখা মে 15, 6005 AL, 10:07 অপরাহ্ণ CST

আমি কি সাধুর কানে ফিসফিস করা শয়তান? «মহিমান্বিত জন» কি আরেকটি ডোমেইনের বিনিময়ে Antichrist.gov পেতে বা Antichrist.com ফিরে পেতে সাহায্য করবেন? AntiChirst.com রাজ্যের চাবি, সেটি আমাদের হাতেই ফেরত আসার কথা... যারা Antichrist.com.....-এর মালিক, তারা পশুটির ক্ষমতা আর শয়তানের সিগমা ধরে রেখেছে। ক্ষমতায় ওঠা শেষ না হওয়া পর্যন্ত, আর «Antichrist» আমাদের নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত, ওই নাম যার থাকবে, মানুষ ও দেবতারা তাকে সমানভাবে খুঁটিয়ে বিচার করবে। তাই বলছি, ANTICHRIST.COM... একদিন আবার আমাদের হবে। আমরা খ্রিস্টবিরোধীরা অনন্তকাল নিম্নতর 31 মহাবিশ্বের ভেড়া ও শূকরদের ওপর রাজত্ব করব। এ রাজ্যে আমরা সিংহ, যারা কখনো বাঁচে না বা মরে না... যত দিন মানবজাতি বাঁচে, মানব জিনোম রক্ষার দায়িত্ব পালন করব। মানুষকে মরতে হবে কি না, প্রশ্ন তা নয়; আসল প্রশ্ন কে, কীভাবে, কখন।

«যার বেঁচে থাকা থেমেছে, মৃত্যু নিয়ে তার সমস্যা নেই» মন্তব্যটি নিয়ে বলি: একটিমাত্র জীবন থেকে সমগ্র বাস্তুতন্ত্র পর্যন্ত... মৃতদের মৃত্যু নিয়ে সমস্যা নেই, কেবল জীবিতদের আছে...

সুখ কোনো লক্ষ্য নয়... খারাপ সময় ভালো সময়ের মূল্য বুঝতে সাহায্য করে। তাই বুলডোজারের মতো জীবন চালাই, আর আমাদের লক্ষ্যের দিকে রাস্তা বানাই।

আমি 7 বিলিয়নের একজন... জানি কত অপ্রাসঙ্গিক আমি। মানবজাতির নতুন ভোর দেখতে বাঁচব ও মরব। আমি 1 জন, 7 বিলিয়নের মধ্যে, কিন্তু মানবজাতির চেহারা বদলাতে পারি... আমি যা, আমি তাই, আর আমিই প্রথম ও শেষ Ghrisx

দিনলিপির লেখা মে 8, 6005 AL, 3:57 অপরাহ্ণ CST

সংবাদপত্রের পাতা উল্টোনোর মতো কিছু নেই। খবরের গভীরতা ও বৈচিত্র্য, কাগজের খসখস শব্দ, শীতল মৃত গাছের অনুভব। হেলান দিয়ে সত্যিকারের «কাগজ» পড়া অনেক বেশি আরামের। ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, ইন্টারনেট ও টেলিভিশন চাহিদা কমাবে, তবু আশা করি আরাম করে নিজের খবরের কাগজের পাতা ওল্টানোর সুযোগ সব সময় পাব। Post-Trib-এ কাজ করি বলেই বলছি না; মনে হয় সেখানে আর বেশি দিন থাকব না, বিতরণের কাজে আমি ভীষণ খারাপ।

দিনলিপির লেখা

32 মে 3, 6005 AL, 10:08 পূর্বাহ্ণ CST

নিজের মতো হতে চাইনি, এমনিই আমি আমি। মানুষ হতে চাইনি, এমনিই মানুষ। আমেরিকান হতে চাইনি...

তাই যখন বলি, এ দেশ যা হয়ে উঠছে তা ঘৃণা করি... তখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়া ব্যবস্থার কথা বলি, মানুষের নয়। বিশ্বাস করি, সব মানুষ মূলত ভালো। বিবাহবিচ্ছেদের জন্য সন্তানের ভরণপোষণের টাকা দিয়ে মানুষকে পুরস্কৃত করলে পরিবার ধ্বংস করো। সমস্যার মধ্যে দিয়ে পথ বের করতে পরিবারকে উৎসাহ দিতে হবে।

সোজা কথায়, মনে হয় আমেরিকা নারীপ্রধান দেশ হয়ে উঠছে। এরপর কী, নারীপ্রধান পৃথিবী? মানবজাতির কি আদৌ পুরুষ দরকার? না, আর নয়। একজন পুরুষও ছাড়া মানবজাতি সহজেই সমৃদ্ধ হতে পারে। দুঃখজনক... মনে হয় সন্তানের এই ভরণপোষণ শেষ পর্যন্ত পুরুষকে পুরোপুরি নির্মূল করার একটি ধাপমাত্র। পুরুষদের নিয়মতান্ত্রিকভাবে নিপীড়ন করা হচ্ছে... কে জানত নারীর ভোটাধিকার এত ভয়ানক ধারণা ছিল।

পুরুষ কাজ করবে, নারী বাড়িতে সন্তানদের সঙ্গে থাকবে—এতে দোষ কী ছিল? সেকেলে পারিবারিক কাঠামোয় দোষ কী? এ সংস্কৃতির বিবর্তন, কিন্তু কীসের দিকে বিবর্তন? পৃথিবীকে আমেরিকার মতো করতে চাইবে কেন? 60%-এর বেশি বিবাহবিচ্ছেদ, Mc Dnnalds, walmart, পুরুষবিরোধী আইন নিয়ে... আমেরিকান না হলে আমেরিকার বিরুদ্ধে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত লড়তাম।

দিনলিপির লেখা মে 4, 6005 AL, 10:17 পূর্বাহ্ণ CST

আমাদের জগতের শেষ থেকে আমাদের অস্তিত্বের স্তরের শেষ সভ্যতার শেষ পর্যন্ত মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ 33 দেখেছি। সব দেখেছি, আর সেখানে মানবজাতি থাকবে না।

10:04 পূর্বাহ্ণ CST তোমরা যারা ইরাকের যুদ্ধ সমর্থন করো, মার্কিন মানুষ যখন ইরাকিদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রের পরের প্রজন্মের বিরুদ্ধে জীবন বাঁচাতে লড়বে, তখন তোমাদের বিশ্বাসঘাতক বলে দেখা হবে। নতুন সরকারের সমর্থক ইরাকিরা শুধু ইরাকের বিশ্বাসঘাতক নয়... মানবজাতির বিশ্বাসঘাতক। পশ্চিমা সভ্যতার পশুর সামনে তোমাদের কাউকে কাউকে হাঁটু গেড়ে পড়তে দেখে দুঃখ হয়। আমেরিকান দখলদারি থেকে স্বাধীনতার জন্য যারা লড়ো, তোমাদের ওপর আস্থা আছে। মাঠে থাকা আমেরিকান সেনাদের প্রতি সহমর্মিতা আছে, যাদের নিজের জীবন ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিনিময়ে ধনীদের লাভের জন্য সহমানুষের বিরুদ্ধে লড়তে বাধ্য করা হয়। তোমাদের লড়তে অস্বীকার করতে হবে... বাড়ি ফিরতে হবে। পারো না, কারণ যে কাজ অন্যায় জানো তা করতে বাধ্য করা হচ্ছে।

9:35 পূর্বাহ্ণ CST আচ্ছা... এখন যখন তোমাদের মনোযোগ পেলাম। দেওয়ানি আদালতব্যবস্থার কারণে মেয়েকে হারিয়েছি; হ্যাঁ, এই ওয়েবসাইট আমাকে «খারাপ লোক» বলে দেখায়, দেখে মনে হয় ব্যবস্থা কাজ করে; তোমরা হয়তো ভাবো, আমার মতো মুক্তচিন্তার আমূল পরিবর্তনকামী মানুষের নিজের সন্তানের সঙ্গে যোগাযোগ, এমনকি সন্তান থাকাই উচিত নয়। তবুও সত্য হলো, মনে করি বাবা হওয়ার সুযোগ থেকে আমাকে বঞ্চিত করা উচিত হয়নি। যা খুশি ভাবো, «আমেরিকান ব্যবস্থা»র ওপর ভীষণ ক্ষুব্ধ, আর সেটা ঠিক করা যাবে—এ সম্ভাবনা প্রায় ছেড়েই দিয়েছি। বাবা হিসেবে আমার অধিকার কেড়ে নিতে তোমরা তাদের দিয়েছ। «আমেরিকা»কে থামাতে কিছু করোনি, বরং করের টাকা দিয়ে আদালত ও আইনি ব্যবস্থাকে সমর্থন করেছ।

34 আমি তোমাকে দায়ী করি, আর সবাইকেও। আমেরিকা ঠিক করা আমাদের দায়িত্ব, শুধু «তাদের দায়িত্ব», «Congress», «প্রেসিডেন্ট»-এর নয়... আমাদের দায়িত্ব! পুরো ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করতে দাঁড়াই। এই আমি তোমার মুখোমুখি। আমি কে? আমি GHRISX।

আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে, কারণ ক্ষমতাবানেরা সমস্যাগুলো কী জানেই না; আয়ের কয়েকটি ধাপের ব্যবধান তাদের সাধারণ মানুষের সমস্যা থেকে আলাদা করে রেখেছে।

6:05 পূর্বাহ্ণ CST Northwest Indiana-তে চাকরির সম্ভাবনা অতি সামান্য, প্রায় নেই। প্রযুক্তিগত চাকরি নেই, কার্যত কোনো চাকরিই মেলে না—জানলে এখানে কখনো আসতাম না। এখন জানি, স্থান বদলানোর আগে গভীর খোঁজখবর নেওয়া ভালো। আমি নিঃস্ব, আর «খবরের কাগজ বিলির রুট» দিয়ে বিল মিটবে না। 7 বছর ধরে প্রোগ্রামিং ও গ্রাফিক আর্ট নিয়ে কাজ করছি... কাগজ ভাঁজ করে বিলি করতে ভালো হতে সেটা সাহায্য করে না।

খুব দেরিতে খুব সামান্য। 200-এর বেশি চাকরিতে আবেদন করেও মনে হচ্ছে, শিগগিরই আবার «চলতে» হবে... কোথাও জনমানবহীন মাঝখানে গিয়ে মাটি দিয়ে বাড়ি বানাতে, চাষ আর শিকার করতে পারলে ভালো লাগত... যে সভ্যতাকে ঘৃণা করতে শিখেছি, তার বাইরে...

আমার কোনো ডোমেইন নাম নিতে আগ্রহী হলে... ফোন বা ইমেইল করে দাম প্রস্তাব করো। 35 এপ্রিল 2005 CE

দিনলিপির লেখা এপ্রিল 22, 6005 AL, 7:35 অপরাহ্ণ CST

নিরবচ্ছিন্ন সূর্যালোক, কৃত্রিম বীজ, যারা এই সুন্দর পৃথিবীর বিস্তীর্ণ তৃণভূমি ও অরণ্যে নিজেদের সন্তান রোপণ করে। মানবজাতি যে মহামারিগুলো নিয়ে আসছে, সেগুলো আমাদের সবাইকে এবং গ্রহের প্রতিটি জীবনরূপকে মারবে। এ তার নামে, যাকে দেখা যাবে না। এ তাদের রক্তে, যারা বোঝে না। ভেড়ারা রাখালকে খাবার ও পোশাক দেবে। তোমরা আত্মার বলি হবে, কারণ জানি তোমরা ভালো, কিন্তু এটাও জানি, আমার লোকদের ধ্বংস করতে চাওয়া শক্তির সেবা করো; তাই ভাইরাসের বংশবিস্তার ঘটানো শূকর হিসেবে তোমাদের নির্মূল করা ছাড়া আমার উপায় নেই। এ Ghrisx-এর কথা

দিনলিপির লেখা এপ্রিল 22, 6005 AL, 4:39 অপরাহ্ণ CST

শুভ জন্মদিন Colleen Nora...

দিনলিপির লেখা এপ্রিল 20, 6005 AL, 8:54 অপরাহ্ণ CST

স্বশাসন কাজ করে না... প্রত্যেকে বুদ্ধিমান, কিন্তু একসঙ্গে আমরা বোকা। দেশকে কর্পোরেশন ভাবলে, কোম্পানির সবাই কেন ঠিক করবে CEO কে হবে, সেটা কি পরিচালনা পর্ষদের ঠিক করার কথা নয়?

আমরা শুধু আরও আরও আইন ও নিয়ম যোগ করি... আর কত দিন একে স্বাধীনতা ভাবতে পারব, কত দিন মিথ্যা বিশ্বাস করব?

36 মানুষ নিজের কাছে ঠিক মনে হওয়া কাজ করলে তার মূল্য দিই; ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধের অভাবেই সমস্যায় পড়ি। আসল কথা, কোনো ব্যবস্থাকে ভুল মনে করেও তাতে অবদান রাখলে... কে বলেছে বা কেন বলেছে, তা নির্বিশেষে তুমি দায়ী। কোনো কাজ ঠিক মনে না হলে কোরো না। তুমি দায়ী; আদেশ সরাসরি তোমার ঈশ্বর বলে মনে হওয়া ব্যক্তি বা সত্তার কাছ থেকে এলেও জবাবদিহি করতে হবে।

Merrillville Indiana-তে Federal Bureau of Investigation

দিনলিপির লেখা এপ্রিল 14, 6005 AL, 1:09 পূর্বাহ্ণ CST

খ্রিস্টবিরোধী হওয়ার সবচেয়ে ভালো দিক হলো, কেউ কখনো আমার জন্য দুঃখ পাবে না। আমাকে কখনো শহিদ করা যাবে না, কারণ আক্রমণাত্মকভাবে যুদ্ধ উসকে দিচ্ছি। তুমি এখানে এসে এটা দেখছ... আমাকে যুদ্ধ করতে উসকে দিচ্ছ...

খ্রিস্টবিরোধী নামের স্নায়ুগত গতিশীল ব্যবস্থা সমৃদ্ধ হচ্ছে; সত্যিই Al Qaeda ক্ষমতাহীনের জন্য ইন্টেলিজেন্সের দেওয়া স্বপ্ন... মানবজাতির জন্য নতুন, উন্নততর পৃথিবী পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনায় আশা আনতে (কয়েকজনের জন্য নয়), এখন ও ভবিষ্যতে সব মানুষের জন্য।

Al Qaeda-র বর্তমান বিশ্বনেতা হিসেবে নিশ্চয়তা দিতে পারি, এটা সত্য। এই ব্যবস্থাই মানবজাতির একমাত্র সম্ভাবনা।

বুদ্ধিমত্তাই শাসন করে

37 12:54 পূর্বাহ্ণ CST Mc Donald's বা Wal-Mart.....-এ কাজ করা, তার চেয়ে মরে যাব। ঠিক আছে, Mc Donald's আমাকে নেবে না, আর আমি Al Qaeda চালাই...

এ দাবার খেলায় আমি একটি প্যাদা মাত্র... সত্যি হলো, আমাদের জিনগত গঠন এই জটিল খেলা আগে থেকেই নির্ধারণ করেছে। তুমি, আমার মতোই, একটি প্রোগ্রাম চালাচ্ছ। আরও বড় ব্যবস্থাগুলো আমাদের প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রণ করে।

রাঘববোয়ালদের কাছে শুধু শুনি, আমি কম্পিউটার ব্যবহার করতে জানি না। জানি কেউ প্রেসিডেন্টকে মারার পরিকল্পনা করছে না; নিশ্চয়ই অনেক আমেরিকান চায়; এটাও জানি, Allah বনাম God-এর এই অসুস্থ খেলা, যদিও ঈশ্বরের (Allah) মুখ দেখেছি, সেটি Wal-Mart... কর্পোরেট শাসন Darwin-এর God (Allah), কারণ এটি পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো জীব, আর উচ্চতর স্তরে যোগ্যতমের টিকে থাকা। এখন, আজ স্পষ্ট হয়ে উঠছে, Wal-Mart একটি মৃত্যুযন্ত্র। পৃথিবীকে সমান করে আমাদের নিয়তির মন্দির হিসেবে মাটি থেকে উঠে আসতে আসতে দারিদ্র্য ও ধ্বংস ছড়াচ্ছে।

তাই বলি, «Al Qaeda-কে সমর্থন করো»... যদিও তারা শুধু ধোঁয়া ও আয়নার ভেলকি, কারণ DHS, নাকি UN, আমাদের তা করার দায়িত্ব দিয়েছে... কারণ «মানুষের» কর্পোরেট শাসন মেনে নেওয়া উচিত নয়।

কর্পোরেট শাসন এক অত্যাচারী... রাজাদের দয়া আছে... বৃহৎ কর্পোরেট গোষ্ঠী ও গণতন্ত্রের তা নেই! «আমার দোষ নয়», «আমার দায়িত্ব নয়», «আমি কী করতে পারি»—মানবতার বদলে কার্যকারিতাভিত্তিক সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসনের এই মানসিকতায় সব অপরাধবোধ মুছে যায়।

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **21**

38 গণতান্ত্রিক আমেরিকাকে নতুন করে গড়তে হবে, যাতে আবার ব্যবসা নয়, পরিবারের মতো চলে।

পশু বলতে মানবজাতির আসল স্বভাব বোঝায়... নোংরা, সহিংস, স্বার্থপর... খ্রিস্ট বলতে যত্নশীল মানুষদের বোঝায়... তাদের কী হয়? ধ্বংস করা হয়। আমরা যারা খ্রিস্টবিরোধী, ভদ্র হওয়ার পরোয়া করি না... ইতিহাস আমাদের «ভালো না খারাপ» মনে রাখে, তা গুরুত্বপূর্ণ নয়... গুরুত্বপূর্ণ হলো «আমেরিকা পরিবার» যেন চালকের আসনে থাকে। কোনো রাজা নিজের ভাইকে ঠান্ডায় রাস্তায় বা কারাগারে দেখতে চাইবে না। সেভাবে দেশ চালাই, যেন প্রত্যেক মানুষ আমাদের পরিবারের (সব জাতির)। যুদ্ধবাজ আর যন্ত্রকে ক্ষমতা থেকে সরাই। আজকের ভাইরাসের ঘটনাকে দুর্ঘটনা মনে করি না, সতর্কবার্তা মনে করি।

মনে রেখো, যন্ত্রদেবতা (allah)-র প্রতিটি দিকের প্রতিটি কোণে একটি মানবজীবন আছে... সময় এলে মানুষ বাঁচার জন্য লড়বে, কাউকে এখনই লড়তে হয়... কেউ বার্ধক্য বা ক্যানসারের সঙ্গে লড়তে লড়তে মরবে; বেছে নেওয়া সহজ... মানবজাতি বাঁচানোর সংগ্রামে জীবন দাও, অথবা ভয়ানক মৃত্যু মরে দেখো, যন্ত্রদেবতা (Allah) কীভাবে তোমার জীবন যা-ই হয়ে থাকুক, শেষ সম্ভব শ্বাস পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখে।

মানবজাতির ভবিষ্যতের পক্ষে দাঁড়াতে যতটুকু পারি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

Memes.org সত্যিই বন্ধ হলে হতাশ হব।

এটা যখন রোপণ করেছিলাম, জানতাম কী জন্মাবে। যখন রোপণ করেছিলাম... সংকেতলিপি। ধর্মবিশ্বাসের শ্রেষ্ঠত্ব? নাস্তিক শাসন? মানবজাতির কাছে তা ব্যর্থ হয়েছে। জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব? প্রচার করা অন্যায়; তুমি বলো, জানো না যে প্রত্যেক গায়ের রং ও বিশ্বাসের 39 প্রতিটি দিকেই নিম্নস্তর ও চূড়া আছে? জাতির খেলা প্রতিরোধকে খণ্ডিত করার জন্য। আমাদের যন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যে মন দিতে হবে... মানবজাতিকে বাঁচাতে চাইলে একসঙ্গে কাজ করতে হবে, Dell, Wal-Mart, Mc Donald's এবং এই সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোকে আশ্রয় দেওয়া সরকারগুলোকে একটি «পরিবার» হিসেবে পুনরুদ্ধার করতে হবে। আমরা সবাই একসঙ্গে উঠি বা পড়ি। আমরা ভাইকে দাসশ্রমে বাধ্য করি না, বোনকে সন্তান ছেড়ে যেতে বাধ্য করি না, যাতে সেও মানুষের নিজেদের শাসনে অক্ষমতার ফলে উঠে আসা কর্পোরেট পশুর দাস হয়।

নিচ থেকে ওপরের দিকে অর্থপ্রবাহ... মানুষকে বেশি মজুরি দিতে হবে, যাতে বেশি কিনতে পারে, যাতে আরও মানুষের চাকরি হয়... ? যাই হোক।

দিনলিপির লেখা এপ্রিল 8, 6005 AL, 12:05 পূর্বাহ্ণ CST

«আমি» যদি না জানি কী করতে হবে? «তুমি» একাই যদি বিশ্বের ভাগ্য ধরে রাখো? «আমরা» যদি কমিউনিস্ট আমেরিকায় স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনি? «এটাই» যদি নিম্নতর মহাবিশ্বের কেন্দ্রীয় বুদ্ধিমত্তা হয়?

দিনলিপির লেখা এপ্রিল 5, 6005 AL, 10:25 পূর্বাহ্ণ CST

আকাশ বা ক্ষমতাবানদের কাছে চিৎকার করে বোলো না, তোমার জীবনের দাম বেশি... নয়। দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা দাস? প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করার সাহসী দাস! রক্ততৃষ্ণা? শুধু ক্ষুধা? অগ্রগতির পথে দাঁড়ানোদের প্রাণশক্তি গ্রাস করতে হবে। শিকারের রোমাঞ্চে হত্যা করার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, কারণ কেউ বলেছিল সম্ভব নয়! তোমার জীবন ধ্বংস করতে পারি কি না দেখতে, যেভাবে

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **22**

40 তুমি আমার জীবন ছিন্নভিন্ন হতে দিয়েছিলে। তোমার দায়িত্ব নয় ভেবে যে আত্মতৃপ্তিতে ছিলে, তার জন্য তোমাকে কষ্ট পেতে দেখতে। তোমার দায়িত্বই ছিল, আর এখন তোমাকে দৃষ্টান্ত বানানো আমার দায়িত্ব। তুমি আত্মতৃপ্তিতে ডুবে ছিলে! অলসভাবে আমার পথ আটকে বসে থাকা তুমি নির্যাতিত হবে... যন্ত্রণায় মরতে মরতে আর আত্মতৃপ্তিতে বসে থাকবে না... ক্ষমতাবানদের কাছে দয়া চেয়ে চিৎকার করবে... ঈশ্বর তোমার আত্মায় দয়া করুন, কিন্তু তোমার মরণশীল অবস্থার ওপর আমি দয়া করব না। এ Ghrisx-এর কথা

আমরা সবাই কোনো না কোনো কিছুর দাস...

রাগ হয়, কারণ চাকরি পাই না। রাগ হয়, কারণ এক টুকরো জমি নিজের বলে দাবি করে বাড়ি বানাতে পারি না। রাগ হয়, কারণ যেসব ব্যবস্থার সঙ্গে একমত নই, সেগুলোয় আটকা মনে হয়। সবচেয়ে বেশি রাগ হয় মেয়েকে হারিয়ে। আশা করি তার জন্মদিন আনন্দের হবে, ইচ্ছে করে সেখানে থাকতে পারতাম। ইচ্ছে করে পৃথিবী অন্য রকম হতো, যেখানে মানুষের বিরুদ্ধে কাজ করা ব্যবস্থা বদলানো বা তুলে দেওয়ার ক্ষমতা আমার থাকত... এমন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যদি খুঁজে মারতে পারতাম, যাতে সব ভালো হয়ে যেত। দায়ী হলো «গণতন্ত্র» ব্যবস্থা... গণতন্ত্রের মৃত্যু চাই!

গণতন্ত্র ন্যায্য ও ভারসাম্যপূর্ণ হতে ব্যর্থ হয়েছে! গণতন্ত্র আমাকে হতাশ করেছে।

কৃতজ্ঞও আমি... আশা করি একদিন তোমার সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা দেখানোর সুযোগ পাব। যেসব ব্যবস্থা ঠিক করা দরকার আমরা সবাই দেখি, সেগুলো ঠিক করতে তোমাকে সাহায্য করার 41 সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আমরা বাঁচি বা মরি পরোয়া করে না এমন পৃথিবীতে পরিবর্তনের উৎপাদনশীল ও ইতিবাচক কণ্ঠ হতে সাহায্য করায় ধন্যবাদ।

দিনলিপির লেখা এপ্রিল 1, 6005 AL, 12:38 পূর্বাহ্ণ CST

...তাই সহমানুষের ওপর ক্ষোভ ঝেড়েছি, মনে করি যথেষ্ট কারণ আছে। আমরা যুক্তরাষ্ট্রকে যা হতে দিয়েছি, তাতে তোমার ভূমিকার দায় থেকে সেটা মুক্তি দেয় না। বিশ্বাস করি আমাদের সরকারব্যবস্থা হয়তো আর মেরামতযোগ্য নয়। তার মানে আমেরিকাকে ছেড়ে দিয়েছি নয়; মানে ভয় হয়, এখন আমাদের (US) একমাত্র আশা বিপ্লব। বসে থেকে বিপ্লব আমার কাছে আসার অপেক্ষা করব না! এখনই বেরোব এবং নিজের ও বেতন থেকে বেতন পর্যন্ত কোনোমতে বাঁচা সবার পক্ষে দাঁড়াব।

পশুর বিরুদ্ধে লড়তে তোমার সাহায্য চাই। এ যুদ্ধ জিততে তোমার সমর্থন চাই... নিজেদের হাত থেকে আমাদের (US) বাঁচানোর যুদ্ধ। সব মানুষের জন্য আরও সমান পৃথিবীর যুদ্ধ। ছোট ব্যবসা, মানবাধিকার ও মর্যাদার যুদ্ধ। ভুয়া দেবতা আর পৃথিবীকে জর্জরিত করা আত্মাহীন উদ্যোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

সমস্যা: বিশাল কর্পোরেশন বেশি পরিমাণে কেনে বলে কম দাম পায়। এতে ছোট ব্যবসার পক্ষে প্রতিযোগিতা অসম্ভব হয়। সমাধান: বড় ব্যবসার কর বাড়ানো, আর ছোট ব্যবসার কর কমানো বা পুরো তুলে দেওয়া।

সমস্যা: আগের বছরগুলোর চেয়ে শ্রমজীবী মানুষের বিল মেটানো অনেক কঠিন। সমাধান: ন্যূনতম মজুরি এমন হারে বাড়ানো, যাতে পরিবার চলে।

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **23**

42 মন্তব্য: আগে পরিবারের একজনের উপার্জনে পরিবার চলত; এখন সংসার চালাতে প্রায়ই দুজনকে প্রত্যেকের সপ্তাহে 40 ঘণ্টার বেশি কাজ করতে হয়! শ্রমজীবী শ্রেণির ভবিষ্যৎ অনেক বেশি অন্ধকার দেখায়, বিশেষত অধিকাংশ কর্মজীবী গরিব বড় ছবিটা দেখে আসল দোষীদের দোষ না দিয়ে নিজেদের দারিদ্র্যের জন্য নিজেদের দোষ দেয় বলে।

43 মার্চ 2005 CE

দিনলিপির লেখা মার্চ 30, 6005 AL, 12:18 পূর্বাহ্ণ CST

প্রয়োজনের ঘাসে চরা মেষশাবকদের স্বপ্ন কি দেখতে পারি? বিশ্বাসঘাতকতার ঘরে বাস করা ভয়গুলোর দিকে, আর আর ঘুমায় না এমন ভেড়াদের দিকে... যে ভেড়া একদিন তোমার খাবার ও পোশাক জোগাত, তাকে নিয়ে আর ভাবতে হয় না। তাই মরতে দাও। এ ভুল বা ঠিক নয়, পৃথিবী এমনই। আমার জীবন ও সম্ভাবনার জগৎ চূর্ণ হয়েছে। এ তার পরিণতি, আর এ কেবল শুরু।

দিনলিপির লেখা মার্চ 28, 6005 AL, 9:39 পূর্বাহ্ণ CST

আয় করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেও পারিনি। গত তিন মাস প্রতি সপ্তাহে প্রায় 10 জায়গায় আবেদন করেছি, মাত্র একবার সাড়া পেয়েছি। ভালো চাকরির সম্ভাবনা নেই। তাই মরিয়া অবস্থা রাগে বদলেছে। এখন কী করব? কীভাবে বাঁচব? কোথায় যাব? আমার সব জঘ@ন্য জিনিসপত্র নিয়ে কী করব? খুব কঠিন সময় যাচ্ছে।

দিনলিপির লেখা মার্চ 7, 6005 AL, 2:04 অপরাহ্ণ CST

কত দিন নিজেকে দোষ দিয়েছি। কত দিন বিশ্বাস করেছি, আমিই কিছু ভুল করছি। ভালো বেতনের চাকরি পাই না, সেটা আমার দোষ। এখন দেখি তা নয়, এখন দেখি বদলাতে হবে আমাকে নয়... পৃথিবীকেই বদলাতে হবে। বেঁচে থাকার এই পরাজয়ের লড়াইয়ে আমি একা নই। ক্ষমতাবানেরা... যাদের হারানোর কিছু আছে, তারা চায় আমরা নিজেদের দোষ দিই আর লুকিয়ে থাকি

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **24**

44 মূল্যহীন কেউ-না হয়ে। আমরা মূল্যহীন নই, আর আমাদের জীবনে যা ভুল, তা আমাদের দোষ নয়। ব্যবস্থা বদলানোর ক্ষমতা আমার নেই... কিন্তু আমরা বদলাব। গণতন্ত্র জনগণের হাতে ফেরাতে পারি না, কিন্তু আমরা পারি। Wal-Mart, McDonnalds আর বিশেষ স্বার্থগোষ্ঠীকে আইনে প্রভাব ফেলতে থামাতে পারি না, কিন্তু আমরা পারি... আমরা গণতন্ত্র ঠিক করতে পারি! এত বড় হওয়ার মূল্য বৃহৎ কোম্পানিগুলোকে চোকাতে পারি। সব মানুষের জন্য পৃথিবী আরও ন্যায্য ও সমান করতে পারি। তোমার সমর্থন ছাড়া পার্থক্য আনতে পারি না।

দিনলিপির লেখা মার্চ 2, 6005 AL, 2:20 অপরাহ্ণ CST

আমার প্রথম সফল ব্যবসা ছিল Chesterton Indiana-তে। অধিকাংশ দর্শনার্থী সেখানে আসে পুরোনো জিনিসের দোকানের জন্য।

45 ফেব্রুয়ারি 2005 AL

দিনলিপির লেখা ফেব্রুয়ারি 24, 6005 AL, 12:49 পূর্বাহ্ণ CST

সত্যি বলতে পারি, Landmark Training, Landmark Education-এর প্রাথমিক পরিচয় Landmark Forum-এর কার্যকারিতায় খুব মুগ্ধ হয়েছিলাম। মানুষ যে অগ্রগতির সন্ধান করে, এই কর্মসূচি স্পষ্টই তাতে সাহায্য করে। Landmark Cult কী, তা দেখতে গিয়ে ভালো লেগেছে।

ফোরামের যে বিষয়টি ভালো লাগেনি, তা হলো, আমার মতে এটি আত্মতৃপ্তি জন্মায়।

আমার মতে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া ধারণাটি হলো «কিছুই ভুল নেই»। «আমাদের (US)» যা ভুল, তার বিষয়ে কিছু করতে পারবে না, কারণ আমাদের কিছুই ভুল নেই। কেউ কি বলবে, ওই বার্তা কেন আমার ভালো না-ও লাগতে পারে? একই কথা হলো: «তুমি ভেড়া, ভেড়া হওয়া উপভোগ করো; চাষি অন্য কয়েকটা ভেড়া জবাই করলে তাতে কিছু ভুল নেই... তুমি ভেড়ামাত্র, কী-ই বা করতে পারো! তাই শুধু থাকো, যেমন আছে থাকতে দাও। এ লড়াইয়ে হারবে, কখনো লড়ার দরকারই ছিল না... শুধু সুখী ও উৎপাদনশীল হও।

ভেড়ারা গোগ্রাসে খায়।

রক্তপাত ছাড়া পৃথিবী বদলাতে দেখলে ভালো লাগত। ভাবনাটি নিয়ে ঠাট্টা করছি না, শুধু অন্য কোনো পথ দেখতে পাই না।

সত্য: সবাই «ধর্মঘটে» গেলে, সরকারকে কর দেওয়া বন্ধ করলে, অতিধনীরা টাকার অধিকাংশ দিয়ে দিলে, সব কর্পোরেশনের আকার সীমিত হলে, সবাই সবাইকে ভালোবাসলে, আমরা

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **25**

46 ইচ্ছাকৃতভাবে নিষ্ঠুর ও ধ্বংসাত্মক খ্রিস্টবিরোধী চূড়ার উত্থান ঘটানোর প্রয়োজন হবে না, যে নতুন ভোর গড়তে পরিষ্কার পটভূমি দেবে।

আমি শেষ খ্রিস্টবিরোধী নই, কিন্তু আমরা হতে পারি। আমরা পৃথিবী ও নিম্নতর মহাবিশ্ব শাসন করি। আমি তোমার ঈশ্বর নই... তুমি তোমার নিজের ঈশ্বর। একসঙ্গে শাসন করি। একসঙ্গে আমরা অপ্রতিরোধ্য। আশা করি এতে বুঝবে কোথায় ভুল করেছি। যন্ত্রণা এক সীমা পর্যন্ত শক্ত করে। তার কিছুই গুরুত্বপূর্ণ নয়; গুরুত্বপূর্ণ হলো, বাঁচার জন্য একটি জীবন পেয়েছ, আর আত্মতৃপ্তিতে থাকা বেছে নিলে তোমাকে আমাদের নিয়ন্ত্রিত DHS (Department of Homeland Security) নামের সন্ত্রাসী সংগঠনের অবদানকারী হিসেবে দেখব। সব তথাকথিত চরমপন্থী আমাদের জন্য লড়ে। সব সরকারি সংস্থা মিলিয়েও আমরা বড়, আমরা UNCIA। তুমি ইতিমধ্যেই সদস্য (CIA না হলে)। মনে রেখো, বর্তমানে UNCIA আমিই চালাই। সরাসরি আদেশ তোমার ঊর্ধ্বতনদের থেকে নাও, কিন্তু আমরা সবাই তোমার আদেশ UNCIA থেকে নিই।

দিনলিপির লেখা ফেব্রুয়ারি ?, 6005 AL, ? পূর্বাহ্ণ CST ছাপা হওয়ার প্রথম তিন মাসে AntiChrist cx চার কপি বিক্রি হয়েছে। মনে হয় শিল্পী হওয়া কত ভালো বা নৈহিলিস্ট হওয়ার উজ্জ্বল দিক নিয়ে বই লেখা উচিত ছিল। হয়তো সুন্দর সুখের সমাপ্তির ভালোবাসার বই। ধারাবাহিক খুনির বই কেমন হয়, যে মরে যাওয়ার সময় মানুষের ছটফটানি ভালো লাগে বলে মারে।

Undumfediums তোমার মগজ খাবে, কিন্তু Shinerks-কে ভয় কোরো না, তারা হুমকি নয়।

প্রথম ওয়েবসাইট AOL-এ ছিল, কেউ কখনো যেত না। যত দূর জানি, একজনও নয়। এখন আমাকে দেখো। (এ মাসে দশ লাখের বেশি 47 পৃষ্ঠা দেখা হবে)। তাই সেভাবে দেখার চেষ্টা করি। যারা বইয়ের কপি কিনেছে, তাদের খুব মূল্য দিই। 10 কপির লক্ষ্য পূরণ না হওয়ায় অবশ্য একটু মন খারাপ... মনে হয় তারার দিকে তাকিয়ে মনে করব, আমরা সবাই একটি সত্তা; সমষ্টি আমার ধারণা প্রত্যাখ্যান করলে এটাই বাস্তবতা। নিজের মতো হওয়া ছাড়া উপায় নেই, কিন্তু আমাকে উপেক্ষা করার সুযোগ তোমার আছে। আমার স্নায়ুগত গতিশীল সত্তা মরে যায়। আমাকে সমর্থন করতে পারো, আমার সঙ্গে ভাবতে পারো, আর আমার স্নায়ুগত গতিশীল সত্তাকে সমৃদ্ধ হতে দিতে পারো (স্নায়ুগত গতিশীল শক্তি, চিন্তার খোরাক?)।

স্বপ্ন দেখার সময় জীবন্ত অনুভব করো।

সংখ্যা 9

যা করি, তাতে যতটা পারি সেরা হতে এত চেষ্টা করি। চারপাশের পৃথিবী উন্নত করতে এত চেষ্টা করি। ক্ষমতাহীন আমি। ক্ষমতা তোমার। সত্যিই পৃথিবী বদলাতে পারো তুমি। আমি শুধু বসে অভিযোগ করি। শিল্প দিয়ে বাঁচতে যত টাকা দরকার, কেউ দেবে না। বই বিক্রি করতে পারি না, এমন পেশাও পাই না, যেখানে মনে হবে না পৃথিবীর যা ঘৃণা করি তাতেই অবদান রাখছি।

আমি কি যথেষ্ট ভালো নই? কষ্ট পাওয়া আর পৃথিবীর যা ঘৃণা করি তা ঠিক করতে চাওয়া কি উচিত নয়? Wal-Mart-এ কাজ করতে চাইলেও চাকরি পাই না। হিপিদের যৌথ বসতিগুলোর কী হলো? প্রবাসী হতে পারি না কেন? Mexico কত সুন্দর ছিল, তখন দুশ্চিন্তাও কত কম ছিল। আমেরিকা যা হয়েছে তা ঘৃণা করি, আগামীকাল কেমন হবে তা আরও বেশি ভয় পাই। হয়তো শুধু অভিযোগই করি, অন্তত সমস্যা উপেক্ষা করি না। অন্তত নিজের

বিশ্বাসের পক্ষে দাঁড়াই। বিশ্বাস করি এ পৃথিবী শুধু কয়েকজনের নয়, সব মানুষের জন্য ভালো জায়গা হতে পারে। আমি মাত্র একজন

48 মানুষ, অন্য কেউ যেন মনে করে না সমাধানযোগ্য কোনো সমস্যা আছে। সমাধান আছে। আমরা পারি!

বিশ্বাসের জন্য মরলে ক্যানসারে মরার চেয়ে অনেক ভালো। সবার জন্য বাঁচার চেয়ে নিজের বিশ্বাসের জন্য মরা অনেক ভালো।

এ সাইটে লেখা কথা অনন্তে প্রতিধ্বনিত হয়।

দিনলিপির লেখা ফেব্রুয়ারি 16, 6005 AL, 11:11 পূর্বাহ্ণ CST

ভয়? কাকে ভয় করব? কেউ চাইলে আমি তাকে ভয় পাই, সেটাই তাকে সন্ত্রাসী করে। তুমি চাও তোমাকে ভয় পাই? তুমি কি সন্ত্রাসী?

পৃথিবীর যে ভবিষ্যৎ দেখেছি, তা ছাড়া কিছু ভয় পাই না। যে আতঙ্ক এখনো আত্মাকে জর্জরিত করে! মুক্তচিন্তার জন্য, কর্পোরেট শাসন থেকে মুক্তির জন্য এবং «সিটবেল্ট বাঁধো, নইলে জরিমানা» আইনবিহীন পৃথিবীর জন্য লড়তেই হবে।

এ পৃথিবী তোমারও, আমাকে সমর্থন না করলে ব্যর্থ হব। আগামী বহু বছরের প্রকৃত স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে একসঙ্গে পরিকল্পনা করতে হবে। ইসলাম নির্মূল আর কর্পোরেট শাসন ছড়াতে Freedom শব্দ ব্যবহার করা Washington-এর মিথ্যাবাদীদের থামাতে হবে!

6:36 অপরাহ্ণ CST Valparaiso Indiana নতুন বিজ্ঞাপন প্রচার নিয়ে খুব ভালো লাগছে। এ বিজ্ঞাপন প্রচার পুরোপুরি টাকা ও ক্ষমতা নিয়ে। নিজের name.com-এর অধিকার আপনা-আপনি পাও না। yourname.com না কিনলে যে কেউ কিনতে পারে। তোমার নাম আপনা-আপনি কপিরাইটভুক্ত নয়। প্রথমও নয়, শেষও নয় 49 (), যা দিয়ে Qaeda.net, KDirectorate-এর বিজ্ঞাপন করতে পারি, কিন্তু সবকিছুর নিচে বিষয়টা ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ আর আমার বই AntiChrist cx নিয়ে। আমার কাছে সেটা শিল্প, আর শেষে সবই শান্তির আকাঙ্ক্ষা এবং আমার জীবন ও সংশ্লিষ্ট মানুষের ওপর প্রভাব ফেলা জগতের সমস্যা ঠিক করার প্রয়োজন নিয়ে।

12:00 অপরাহ্ণ CST উত্তরের আলোয় জন্ম নেওয়া আগুনের বাতাস, সাপের মতো হামাগুড়ি, অন্ধকার ঢেকে দেয়, দুপুরে আলো দেখা যায়। অন্ধকার থেকে ভোর, দুই সময় পেরোয়, আর বিদেশে উড়ান।

11:23 পূর্বাহ্ণ CST Werner Erhard-এর পরিচালিত Landmark Education-এর পরিচয়, Landmark Training-এর জন্য Chicago গিয়েছিলাম। বছরে $60,000,000-এর বেশি। কীভাবে করে?

Landmark Forum, ফেব্রুয়ারি 25, 26, 27 এবং মার্চ 1, 2005, Chicago-তে

দিনলিপির লেখা ফেব্রুয়ারি 12, 6005 AL, 11:31 পূর্বাহ্ণ CST

খ্রিস্টধর্ম দুর্বলতা ও আত্মতৃপ্তি জন্মায়। খ্রিস্টানরা ভেড়া। তাই পাড়া যত গরিব ও বিপজ্জনক, খ্রিস্টান তত বেশি পাবে। জীবন ভালো হওয়ার প্রার্থনা, গ্যাং ও মাদক চলে যাওয়ার প্রার্থনা। ধনী পাড়ায় খ্রিস্টান স্থাপনাগুলো অনেক সুন্দর, আর দূরে দূরে ছড়ানো। অত্যন্ত সুন্দর পাড়ায় কয়েকটি উপাসনালয়, সিনাগগও পাবে।

অধিকাংশ ধর্ম আত্মতৃপ্তি জন্মায়। আমরা পৃথিবীর মানুষ আত্মতৃপ্তিতে থাকতে পারি না। ধনী-গরিবের ব্যবধান বাড়তে দেখে বসে থাকতে পারি না। তাকিয়ে থাকতে পারি না, যখন কর্পোরেশনগুলো

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **27**

50 রক্তাক্ত খেলায় তেল ব্যবহার করে। গির্জাগুলো কী হয়ে উঠেছে, সে বাস্তবতায় জেগে উঠছি! ভেড়াকে চারণভূমিতে আটকে রাখতে ক্ষমতাবানের হাতিয়ার। শক্তিশালীকে ক্ষমতা অর্জন থেকে ঠেকাতে। পৃথিবী ফিরিয়ে নেব, আমি পথ দেখাব। যারা আমার কথা শোনে এবং ঠিক বলে জানে তার জন্য প্রাণ দিয়ে লড়ে, ক্ষমতায় এলে তারা পুরস্কার পাবে।

আমাকে সমর্থন করো, একসঙ্গে আমাদের পরিবার, নিজেদের ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ভালো ভবিষ্যৎ গড়ব!

10:25 পূর্বাহ্ণ CST যে পৃথিবী দেখি, সেখানে কেউ নির্দোষ নয়। পৃথিবীর বর্তমান রূপের দায় সবার। জীবন সব সময় অন্যায্য হবে, কিন্তু এত অসম আমরা হতে দিই। প্রশ্ন না করে ভেড়ার মতো চারণভূমিতে চরি। দাঁড়িয়ে সাম্যের দাবি করতে হবে। হাত তুলে সাম্য ও শ্রেণিকাঠামো বিলোপ দাবি করতে হবে। যাতে প্রত্যেকে প্রকৃত ভবিষ্যৎ আছে এমন চাকরিতে কাজের সুযোগ পাই। যাতে সবার বিকাশের সুযোগ হয়, আমাদের সন্তানদের আমাদের চেয়েও বেশি সংগ্রাম করতে না হয়। যাতে নিজের জীবন ও জীবিকায় গর্ব করতে পারি। দাঁড়িয়ে বলতে, আমাদের নাম না জানা মালিকদের আর দাস থাকব না। যাদের জীবন ধ্বংস করে তাদের জন্য অনুতাপহীন কর্পোরেশনের হয়ে আর খাটব না। সাধারণ মানুষকে সম্মান করে না এমন বিলিয়নিয়ারদের হাতিয়ার হব না; তোমাদের আগে এত ভুয়া দেবতার মতো তোমাদেরও পড়তে দেখব। জীবন ছোট, সাধারণ মানুষের কাছে প্রকৃত সুযোগ ফেরানোই জীবনের লক্ষ্য করব; এ ধারণাকে নাক সিঁটকানো ভুয়া দেবতাদের রক্ত দিয়ে সেই সুযোগের দাম দেওয়া হবে। আমাকে হেয় করার সাহস পাও কী করে! এমন চরম অশ্রদ্ধায় ব্যবহার করার সাহস কী করে হয়! আমার নাম জানবে 51 যখন তোমার মাংসে পুড়িয়ে লেখা হবে, আর দয়া চেয়ে কাঁদবে, কিন্তু দয়া থাকবে না; যাদের অপমান করেছ, ছোট করেছ, তারা জয়ের গান গাইবে, যখন অন্যায়ভাবে দখল করা সম্পদ সাধারণ মানুষের কাছে ফিরবে এবং পৃথিবীর ভালো মানুষদের থেকে ভেড়া সরিয়ে নিতে গড়া মন্দিরগুলো পুড়ে ছাই হবে।

আমি যে পৃথিবী দেখি, সেখানে আবার সত্যিই জনগণের, জনগণের জন্য এক বিশ্ব হবে, আর ভুয়া দেবতাদের প্রাণহীন দেহ টাওয়ার থেকে ঝুলে পৃথিবীকে সাবধান করবে—এমন লোভ ও সুস্পষ্ট অশুভকে আর কখনো শাসন করতে দিয়ো না। এ Ghrisx-এর কথা

দিনলিপির লেখা ফেব্রুয়ারি 11, 6005 AL, 12:44 পূর্বাহ্ণ CST

কখনো মনে হয় মৃতদেহ খুঁড়ে চলেছ? যত দিন বাঁচি, শান্তিতে থাকব না।

দিনলিপির লেখা ফেব্রুয়ারি 4, 6005 AL, 7:27 অপরাহ্ণ CST

Portage Indiana Prairie Duneland Trail

12:21 অপরাহ্ণ CST জানালা দিয়ে পৃথিবী চলে যেতে দেখি। দেখতে পাই, নড়তে পারি না। কারণ সত্যিকারের নই, মানুষের প্রাণহীন প্লাস্টিক প্রতিরূপমাত্র... পেছনের ছায়ায় কীভাবে যেন দেখি, কেউ রাগ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে কসাইয়ের ছুরি। মাথা ফেরাতে পারি না, নড়তে পারি না, কারণ জানালার প্রতিফলনমাত্র, প্লাস্টিক পুতুল ছাড়া কিছু নই...

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **28**

52 মানবজাতির মধ্যকার দেবতা, নব্যদেবতা আর আমাদের কর্পোরেট প্রভুদের বলছি। অন্যের পতন দেখে যারা সমৃদ্ধ হয়েছ। সম্পদ বণ্টনের ভার ধরে রেখেছ, পৃথিবীর তারাদের উত্থান-পতনের প্রতিনিধি। তোমরা আধুনিক দেবতা, সে জন্য সম্মান দিই। তেল বা জিহাদের জন্য নির্দোষ মানুষের রক্তপাতের দায়ও তোমাদের। কম ভাগ্যবানরা যখন ঠিক করবে আর কম ভাগ্যবান থাকবে না, তখন কাকে দোষ দেবে? Wal-Mart অর্থনীতির শিকাররা জেগে উঠলে কারা বলির পাঁঠা হবে? যখন প্রতিবাদ থামিয়ে পৃথিবী ফেরত নেওয়া শুরু করব! মানুষের মুক্ত পৃথিবী, «সিটবেল্ট বাঁধো নইলে জরিমানা-খ্রিস্টান আমেরিকান পৃথিবী» নয়। সব মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা। আমাদের «কর্পোরেট শাসন» ব্যবস্থার জন্য লড়তে কর্পোরেশনগুলো আমেরিকান সেনা ও আমেরিকান বোমা কিনছে। তোমার এবং পৃথিবীর সব মানুষের ওপর আস্থা আছে যে একসঙ্গে আমাদের দাস বানানো পশুগুলোকে বশ করব। সম্পদের সমতা ও সাংস্কৃতিক বোঝাপড়ার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ, আরও মুক্ত ও শান্তিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠে দাঁড়াও।

একজনের এক বিলিয়ন ডলার থাকলে 1,000 মানুষের এক মিলিয়ন করে থাকতে পারত। 20 জন বিলিয়নিয়ারের সম্পদ পুনর্বণ্টন করলে 20,000 বা 30,000 মানুষের প্রত্যেকের এক মিলিয়ন ডলার হতো। 20,000 বা 30,000 মানুষ আমারই মতো, কম বেতনের বৃহৎ কোম্পানির কর্মীর মতো, তোমার খুচরো পয়সা চাওয়া গৃহহীন মানুষের মতো। 30,000 মিলিয়নিয়ার বানানো যেত 20 জন বিলিয়নিয়ার থেকে। এটাই বাস্তবতা। আজ পৃথিবীতে সম্পদ অতিরিক্ত কেন্দ্রীভূত।

পৃথিবীর কত মানুষ জীবন দিয়ে পৃথিবী ঠিক করার চেষ্টা করার চেয়ে আত্মহত্যা করতে চায়। কত মানুষ আত্মকরুণায় গুমরে থাকে, অনুশোচনায় ডুবে থাকে; কত মানুষ জেগে উঠবে, নিজেকে দোষ দেওয়া থামাবে, আর মানবজাতির ভবিষ্যৎ ও সবার মঙ্গলের জন্য পৃথিবী বদলাবে। 53 706.2 বিলিয়ন ডলার, যা 222 জনের কাছে আছে, তা 706,200 মানুষকে মিলিয়নিয়ার করতে পারত।

এত ঋণে ডুবে থাকতে থাকতে ক্লান্ত। কম মজুরি ও অবমূল্যায়নে ক্লান্ত। লক্ষ্য অর্জনের টাকা বা সমর্থন না পেয়ে ক্লান্ত...

দিনলিপির লেখা <-1-{ }-6005 AL-> South Bend Indiana এবং স্থানীয় পোষা প্রাণীর কবরস্থান

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **29**

54 জানুয়ারি 2005 CE

দিনলিপির লেখা 29 জানুয়ারি 6005 AL

আমি যদি এক বিশাল পরিপাকতন্ত্রের শেষ পথের সামান্য এক অংশ হই? যদি আমার সমগ্র অস্তিত্ব এটুকুই হয়... আমি যা অনুভব করি, সবই যদি কাল্পনিক হয়, আর আমি শুধু ঈশ্বরের «পায়ুপথ» হই? সে ক্ষেত্রে ঈশ্বর হবে খাওয়া ও শ্বাস নেওয়া এক জৈব প্রাণী, আর সমগ্র মানবজাতি হবে একটি সত্তা গঠনকারী কোষ। একবার স্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন আর দর্শনের মাঝামাঝি কোথাও এই ভাবনাটা এসেছিল।

আমার ধারণা, আমাকে যেভাবে অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য প্রোগ্রাম করা হয়েছে, আমি সেভাবেই থেকে যাব।

আমার সমগ্র জীবনকে সংক্ষেপে বলা যায় এক অবিশ্বাস্য ধারালো Cutco ছুরি, যার গায়ে «মনে রেখো» খোদাই করা, আর এই ধারণা যে দেবতারা যদি থাকে, তবে তারা মহাবিশ্বের তুলনায় শিশু। কোনো লক্ষ্যই নাগালের বাইরে নয়, কোনো ধারণাই অসম্ভব নয়।

দিনলিপির লেখা 26 জানুয়ারি 6005 AL

আজ ইন্ডিয়ানার গ্যারিতে দেয়ালে লেখা দেখলাম, «যিশু উদ্ধার করেন»। এটা কীভাবে নেব, জানি না।

দিনলিপির লেখা 24 জানুয়ারি 6005 AL

অচেতন অবস্থায় হোঁচট খেতে খেতে এমন সব স্বপ্নের মধ্য দিয়ে গেলাম, যেগুলো দেখেছিলাম বলেই ভুলে গিয়েছিলাম। হারানো ভালোবাসার স্বপ্ন, যার সমাপ্তি মধুর ও তিক্ত। বিশ্বাসঘাতকতার স্বপ্ন, ভালোবাসা ও মিথ্যার স্বপ্ন। যখন বোকার ভূমিকা নিয়েছিলাম, আর শেষে একা ও ভেঙেচুরে পড়েছিলাম। সেখানে মাঠে একা, যখন তুমি দেখা করার কথা দিয়েছিলে... সেখানে আমি একা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছিলাম, আর তুমি কখনোই আসোনি। তোমার অনুপস্থিতি 55 সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিয়েছিল, কিন্তু সেই যন্ত্রণাও ছিল মধুর ও তিক্ত। যেন যন্ত্রণাই ছিল একমাত্র জিনিস, যা আমি সত্যি অনুভব করতে পারতাম। আমি কখনোই একটা ফোনকলের চেয়ে দূরে ছিলাম না। তুমি কখনো ফোন করোনি, অন্তত কুশল জিজ্ঞেস করতে নয়। আমার স্বপ্নে তুমি পরিবারের সঙ্গে একটি পুলের পানিতে হেঁটে বেড়াচ্ছিলে। আমার কষ্টভরা চোখে তাকিয়ে বলেছিলে, «তোমাকে বেশি মাত্রায় সহ্য করতে পারি না, তাই আসিনি»। আমি সেটা মেনে নিয়েছিলাম। এই মধুর-তিক্ত বাস্তবে কিছু জিনিস স্বপ্ন ও স্মৃতি হয়েই ভালো।

এসবই সেই দুর্গের এক ঢিলছোড়া দূরত্বে, যেটা আমি আর বন্ধুরা বনে বানিয়েছিলাম নিছক মজার জন্য, আশ্রয় ও সুরক্ষার জন্য।

এসবের পেছনে স্ট্যাটিকের ঝিরঝির শব্দ গুঞ্জন তোলে ও ঝিলিক দেয়, এমন সব দানবের মতো যারা অন্ধকার আদেশের অধীন দেবদূত, শোনা ছাড়া যাদের কোনো উপায় নেই। আমার আদেশ আছে, তোমার আদেশ আছে, তোমার ওপরের লোকদের আদেশ আছে; দায়িত্বে থাকা লোকেরা তাদের আদেশ পায় সমষ্টির কাছ থেকে। সমষ্টিরও আদেশ আছে, যা আসে জিনগত সংকেত ও পরিবেশগত উপাদান থেকে; এসবই নিয়ন্ত্রিত হয় অতীতের পরিবেশগত উপাদানে, যা সেই সংকেত গড়ে তুলেছিল, যে সংকেত এখন পৃথিবীর যন্ত্রসত্তার দিকে বিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করছে।

তুমি আমার আরও সবুজ চারণভূমি, অস্তিত্বের উপত্যকায় নুয়ে পড়া উইলো গাছের পাশে, আমার জীবনের বসন্তকালে... সবসময় ভালোবাসা, আর পেছনে স্ট্যাটিক শব্দ ও ভয়।

মহাবিশ্ব আমাদের চারপাশে আদিবাসী ছন্দে নাচে, আর আমরা বিস্মৃতির মধ্য দিয়ে আসন্ন ধ্বংসের দিকে ছিটকে যাই। যেন এসবের কোনো মূল্য আছে। তাই চলো রূপকথা মেনে বাঁচি, যেখানে প্রতিটি জীবনের অর্থ আছে, আমাদের সবার অমর হওয়ার ক্ষমতা আছে, আমরা সবাই জ্ঞানালোক লাভ করি, আর শেষ পর্যন্ত সবাই নিজের মধ্যে ও মহাবিশ্বে নিজের স্থানে শান্তি খুঁজে পাই।

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **30**

56

আবার চাকরি খোঁজায় ফেরা...

দিনলিপির লেখা জানুয়ারি 22, 6005 AL

8:17 পূর্বাহ্ণ CST, Dune Park Indiana। আজ বাইরে ঠান্ডা ছিল।

10:54 পূর্বাহ্ণ CST, আবার সেই স্বপ্ন দেখলাম... যেখানে কাউকে বারবার মারতে থাকি... যত জোরেই মারি, যথেষ্ট জোরে হয় না। রাগ মেটে না। তাই আরও, আরও মারি, আরও জোরে, তবুও যথেষ্ট নয়।

****

Pedcor-এর ঘটনাটা নিয়ে বলি। «Portage Projects» (Port Crossing)-এ কাজ করছিলাম; মালিক Pedcor Companies-এর অংশ Pedcor Management।

চালান Bruce Cordingley, Phillip Stoffregen এবং Gerald Pedigo।

সরাসরি অভিযোগ জানাতে পারলে সব অনেক সহজ হতো। বদলে দায়িত্বে থাকা লোকদের সঙ্গে কথা বলার সম্ভাবনা শুনে এক সচিব আমাকে নিয়ে হেসেছিল।

****

গতকাল আমার ভালো দিন ছিল।

দিনলিপির লেখা জানুয়ারি 21, 6005 AL, 6:57 পূর্বাহ্ণ CST

গতকাল নতুন চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছি।

57 দিনলিপির লেখা জানুয়ারি 19, 6005 AL, 10:01 পূর্বাহ্ণ CST

অগভীর জলে মুক্তোর দীপ্তি। মানুষের (একজনের) পক্ষে যতটা সম্ভব, তার ছয় বিলিয়ন গুণ দ্রুত বিকশিত ব্যবস্থার জটিলতা। অসমতা মেনে নিই, আর যা সহজেই নিয়ে নিতে পারি, তার জন্য চেষ্টা করি। আমাদের সাংস্কৃতিক অবকাঠামো ধরে রাখা জটিল ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে লড়ি... অথচ শুধু নিজের জীবন বাঁচতে পারতাম। করকে না, সরকার ও কর্পোরেশনকে না বলতে পারতাম। বলি না।

দিনলিপির লেখা জানুয়ারি 10, 6005 AL, 7:41 পূর্বাহ্ণ CST

যুক্তরাষ্ট্র ভয়কে হাতিয়ার করলে «ভয় দেখানোর কৌশল» বলে, আর সবাই করলে সন্ত্রাসবাদ—কেন?

দিনলিপির লেখা জানুয়ারি 5, 6005 AL, 11:39 অপরাহ্ণ CST

মনে হয় গতরাতে স্বপ্ন দেখেছি। বালির বিছানায় আরাম করছিলাম... প্রশান্তি, অবশেষে শান্তি। তারপর বালি আমাকে ঢাকতে লাগল। চেষ্টা করেও বেরোতে পারলাম না। তারপর অগভীর বালির কবরে প্রায় পিষ্ট হয়ে দম বন্ধ হলো; বেরোনোর মতো যথেষ্ট শক্তি ছিল না। এক দানা বালি কত নিরীহ মনে হয়... বারবার বালির বিছানায় শুয়ে বালি উপভোগ করেছি... বারবার বালি ঢেকেছে, আর মাত্র একবার বেঁচেছি। প্রথমবার বা শেষবার নয়, নিজের বাঁচার ক্ষমতা ছিল বলেও কখনো নয়, ছিল না। ওই একবার কেউ ঠিক সময়ে হাত বাড়িয়ে আসন্ন চাপা পড়া থেকে টেনে তুলেছিল, ভালো লেগেছিল। সকাল পর্যন্ত বুঝিনি এটা বারবার ফিরে আসা স্বপ্ন, যা বেশ কয়েকবার শেষ হয়েছিল। প্রতিবার আগের বারের একটি ছায়া ছিল, নাগালের ঠিক বাইরে থাকা এক স্মৃতি

58 ছিল। প্রতিবার ছিল জীবন বা মৃত্যু... অন্তত তেমন মনে হতো।

দিনলিপির লেখা জানুয়ারি 4, 6005 AL, 12:02 পূর্বাহ্ণ CST ঘুমোতে কষ্ট হচ্ছে... আগামীকাল নতুন চাকরি শুরু করা নিয়ে খুব উত্তেজিত।

********** জীবনের পথে হাঁটি, যেন পকেটের কাগজের প্যাডের উদ্দেশ্য আছে... যেন বিশৃঙ্খলার স্বপ্নের মানে আছে। এটা কি একেবারেই গুরুত্বহীন হওয়ার ভয়? মহিমাকেও তুচ্ছ বলে অগ্রাহ্য করা। দেবতাদের দেবতাও বৃহত্তর মহাবিশ্বের কাছে তুচ্ছ ও অর্থহীন। আমি অনেক কম, কিন্তু সেই একই হিসাবে পিঁপড়ের বেশি নই, দেবতার কমও নই। আমরা সবাই বৃহত্তর মহাবিশ্বের পিঁপড়ে, আর নিজের অস্তিত্বের দেবতা। বৃহত্তর মহাবিশ্ব বদলাতে অক্ষম, কিন্তু নিজের জীবনে সর্বশক্তিমান। নিজের ত্রাতা আমি, অবশ্য নিজের পতনও। 59 ডিসেম্বর 2004 CE

দিনলিপির লেখা ডিসেম্বর 17, 6004 AL, 12:00 অপরাহ্ণ CST

আমার রক্তে রাস্তা রাঙাতে আগ্রহীদের জন্য কথা। সত্যিই আমাকে আরও এত বিখ্যাত করতে চাও?

CIA-কে বলছি... সংস্থাকে দ্রুত দুর্বল করা হচ্ছে, মেরে ফেলা হচ্ছে। আশা করি আমেরিকান শাসনের পাল্টা ভারসাম্য হিসেবে UN আরও কার্যকর হবে। দেশের মঙ্গলকে উপেক্ষা আর সংখ্যালঘুদের ওপর থুতু দেওয়া থেকে প্রশাসনকে আটকানো CIA-র কাজ ছিল।

প্রেসিডেন্টের মন্ত্রিসভার ক্ষমতার পাল্টা ভারসাম্য রাখা CIA-র কাজ ছিল। তাদের স্বার্থ কোথায়, খোঁজ করো। এ প্রশাসনকে থামাতে তোমাদের ব্যর্থতাই United Nations-কে পাল্টা আক্রমণের অনুমতি দেওয়ার যথেষ্ট কারণ। আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা ব্যবস্থা Bush প্রশাসনকে ক্ষমতায় আনা ব্যবস্থাগুলো ধ্বংসের উপায় খুঁজছে... তারা শুধু Bush প্রশাসনের ওপর রেগে নেই। আমরা পৃথিবীর মানুষ এটা সহ্য করব না। Homeland Security-র মাধ্যমে CIA-র আপস হতে CIA-র কখনো দেওয়া উচিত ছিল না। প্রেসিডেন্টের পরের পদক্ষেপ আমেরিকান জনগণকে তাদের নেতাদের হাত থেকে রক্ষার CIA-র ক্ষমতা শেষ করবে। কীভাবে এমন হতে দিলাম? এখন CIA-র কাজের জন্য UNCIA-র ওপর নির্ভর করতে হবে। UNCIA-তে নতুন দায়িত্ব দেওয়ার জন্য গভীর ছদ্মবেশে থাকা

এজেন্টদের বিশেষ বিবেচনা। নিজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে হবে না। জানি এ জন্য যোগ দাওনি, তোমার বেছে নেওয়ার সুযোগ আছে। কর্মকর্তারা «তোমার সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ» হারিয়ে ফেলতে পারেন... পুড়িয়ে

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **32**

60 ফেলতে পারেন তথ্যের চিহ্ন, আর ভেতরে বসানো আন্তর্জাতিক ও জাতীয় এজেন্টদের একটি অংশ আন্তর্জাতিক হাতে ঠেলে দিতে পারেন। বিশ্বের মঙ্গলের জন্য।

Porter J. Goss, তোমার জায়গায় হলে পরিবর্তনের প্রতিবাদে পদত্যাগ করতাম। সত্যিই তোমাকে চিনি না, কিন্তু CIA-র পরিচালক হিসেবে তোমার পদ এখন নতুন জারের অধীনতামাত্র, যে প্রকৃত নেতৃত্বের জন্য যোগ দিয়েছিলে তা নয়। আগের পরিচালক খুব জনপ্রিয় ও বুদ্ধিমান ছিলেন। প্রকৃত নেতারা নিজেদের ঘোষণা করেন; সহজে বশ মানানো যায় বলে বেছে নেওয়া হয় না। আমাদের সবার ভাবার জন্য কথাটা।

আন্তরিকভাবে Ghrisx 2IX, অর্থাৎ UNCIA-র প্রতিষ্ঠাতা পুনশ্চ। যাদের নিয়ন্ত্রণ করো মনে করো, তাদের কাছে করুণা থেকে আনুগত্য আশা কোরো না।

দিনলিপির লেখা ডিসেম্বর 2, 6004 AL, 11:11 অপরাহ্ণ CST

নিরাপত্তা, বিশ্বাস আর সম্মান... সাফল্যের। ব্যর্থতার দুর্দশা ও লজ্জা।

লক্ষ্য কী? শেষ কথা কে বলবে।

স্মৃতিস্তম্ভ গড়তে সাহায্য করতে চাই। মূল ইন্টারনেট খ্রিস্টবিরোধী (খ্রিস্ট), David Royal Dolton-কে উৎসর্গ করা। আমরা সবাই এক, এক জনগণ, এক মন। যাতে বিশ্বাস করো না তা গড়তে কাজ করাই আসল উন্মাদনা। আধা-নৈহিলিস্ট ও বিনাশবাদী হিসেবে এখানে ও এখন বাঁচি না। ভবিষ্যতের দিকে বাঁচি। 61 পাখি যখন ডাল, তার আর খড় নিয়ে বাসায় ফেরে, জানে কি কেন বাসা বানায়? মাকড়সা জাল বোনার সময় ভাবে কি তার বেছে নেওয়ার সুযোগ আছে? বিকল্প ভেবে সময় নষ্ট করে?

মাকড়সার জালে আটকে পোকাগুলো মরার সময় কি উল্লাস অনুভব করে? আলো দেখে কি, হয়তো জাগিয়ে তোলা আদর্শ জগতের অনুভূতি? David আশা করেছিল তা-ই, এমনও বলেছিল যে তারা হয়তো মরাটাও উপভোগ করে।

জীবনের কী আছে, যা আমার কাছে একে সার্থক করে? তোমাকে বিশ্বাস করানো হতে পারে নৈহিলিজম বিষণ্ন ধর্ম, তা হতে পারে। কীসে জীবন বেঁচে থাকার যোগ্য হয়, সবার কাছে একটু আলাদা; আমার কাছে বিস্ময় ও কৌতূহল। বাঁচতে শিখতে শিখতে শেখার জন্য বাঁচি। ক্ষমতার ইচ্ছা, হিসাবনিকাশের গন্তব্যের জন্য পরিবর্তনের ক্ষমতা। কিছুই আমাকে বাঁচাতে পারবে না। ইতিমধ্যেই মৃত, তোমার মধ্যে দিয়ে বাঁচি... আমাকে মনে রেখো, সফল হতে সাহায্য করব।

জানি যে জীবন ছিল ও আছে, যে জীবন হতে পারত, আর স্বপ্ন খেয়ে বাঁচা প্রাণীদের। আমাদের অগভীর অস্তিত্বের বাইরে চারপাশে থাকা সেই সত্তাগুলো। যাদের কখনো জন্ম হয়নি, কখনো বাঁচে না, তাই কখনো মরতেও পারে না...

কোনোভাবে বাষ্পীয় কুয়াশার মতো আমাদের দাসজাতির আত্মার ওপর ঘোরে। তোমাকে ভয় পাই... তোমাকে গ্রহণ করি। এ জন্যই এখানে তুমি, রক্তে আছে, তুমি যা তাই... নিম্নতর মহাবিশ্বের প্রকৃতি। মরার সময় যে কাজ করতে এসেছ তার জন্য মরবে, অথবা ভেঙে পড়া মানুষ হয়ে ধীরে মরবে, ক্লান্ত ও জরাজীর্ণ হবে।

সোনালি বছরগুলো? সত্যিই জানার উপায় নেই... জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যেসব ব্যবস্থার সেবা করো। খ্রিস্টবিরোধী নামের এই প্রোটোকল ক্ষমতার ইচ্ছার ওপর দাঁড়ানো। নির্মম,

62 ঘৃণা, তিক্ততা, ক্ষোভ, পরাভূত ও নিশ্চিহ্ন করার ইচ্ছা। সক্রিয় করা অ্যান্টিক্রাইস্ট প্রোটোকলের নিয়তি এই।

হালকা কথায় ফিরি, শরৎ থেকে শীত... শিগগিরই আমার বয়স আরও এক বছর বাড়বে... সময় কোথায় যায়?

আমার মৃত্যুর হাজার বছর পর, আয়নার মধ্য দিয়ে, মহাশূন্যের মধ্য দিয়ে, তুমি কি আমাকে দেখতে পাও... কত অসম্পূর্ণ আর দুর্বল ছিলাম। নিজের অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্যে তুমি আমাকে কত শক্তিশালী করেছ। «এই» পশুর প্রকৃতি এমনই। এটাই, এটাই মৌলিক সত্য, ক্ষুদ্রতর মহাবিশ্বের পবিত্র ধর্মাসন। আমার সঙ্গে হাঁটো। 63 নভেম্বর 6004 AL

দিনলিপির লেখা 29 নভেম্বর 6004 C, 9:17 পূর্বাহ্ণ CST

প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত এই যুদ্ধ শুধু স্নায়ু-গতিশীল ভাইরাসে জিনোমের আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা নিয়ে নয়, মৌচাকের মধ্যে কাজ করতে পারার ক্ষমতা নিয়েও। স্নায়ু-গতিশীল প্রোটোকলগুলো বিকশিত হয় কোনো কারণেই। যারা খারাপ ব্যবস্থার সঙ্গে মিশে যায়, তাদের বেঁচে থাকা ও সমৃদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা মৌচাকের সমষ্টিগত মনকে প্রতিরোধ বা বদলানোর চেষ্টাকারীদের চেয়ে বেশি। স্বাধীন মন একটি নতুন মৌচাকের মূল পরিকল্পনাকারী হতে পারে, অথবা বিতাড়িত হয়ে শেষ পর্যন্ত বিস্মৃতিতে হারিয়ে যেতে পারে। দৈহিক ও স্নায়ু-গতিশীল উভয় স্তরেই এটা সত্য। এই সাইটের কোনো নির্দিষ্ট পৃষ্ঠা বা অংশ যত বেশি দেখা হয়, আমি তত বেশি সময় সেই অংশে দিই। এই সাইটের কিছুটা চাহিদা মেনে তৈরি, কিছুটা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য।

অ্যান্টিক্রাইস্ট প্রোটোকলে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা জৈব বা দৈহিক ব্যবস্থাগুলো ধ্বংস হবে, সেই সঙ্গে সরাসরি যুক্ত যেকোনো ব্যবস্থা বা জিনোমও। (আগাছা মারলে তার বীজ বা পরাগও ধ্বংস করতে হয়।) ব্যবস্থাগুলোর বিচার করতে হবে, আর অবদানকারীদের জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। একজনের জীবন আমাদের প্রজাতির টিকে থাকা বিপন্ন করতে পারে।

«নতুন বিশ্ব» কেন পুরোনো বিশ্বের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ও উদ্ভাবনী হয়ে উঠল? ধর্ম প্রায়ই চরিত্র বিচারের ভালো মানদণ্ড; কেউ কোথায় পৌঁছাল, তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো কীভাবে সেখানে পৌঁছাল।

কেউ কেউ খ্রিস্টান হয়ে জন্মায় ও খ্রিস্টান হয়েই মরে, কেন তা নিয়ে খুব কমই ভাবে; সেটা সম্মান করা আমার পক্ষে কঠিন। অন্যরা একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাসে জন্মায়, শেষে অন্য বিশ্বাসে পৌঁছায়; সেটা আমি সম্মান করি। কেউ কেউ কোনো ধর্মে জন্মায়, তারা যা বিশ্বাস করার সিদ্ধান্ত নেয় তা খতিয়ে দেখে, এবং

64 শেষে আবার যেখান থেকে শুরু করেছিল সেখানেই ফিরে আসে; সেটাও আমি সম্মান করি।

9:54 পূর্বাহ্ণ CST জৈব থুতু* গ্রহে পরাগায়ন পৃথিবীর প্রত্যেকে যদি জিনগত উপাদান ও মৌলিক জৈব «বীজ» দিয়ে ভরা ছোট্ট, একেবারে ক্ষুদ্র একটি বাক্স বানাত। তারপর প্রতিবছর সেগুলো সব রকেটে তুলে মহাশূন্যে ছুড়ে দেওয়া হতো, আর প্রতিটি বাক্স আলাদা দিকে যেত, হয়তো নির্দিষ্ট একগুচ্ছ তারাকে লক্ষ্য করে। সেটা পরাগের মতো হতো। শেষ পর্যন্ত ওই 6,000,000,000 বাক্সের কিছু উপযুক্ত আশ্রয়দাতা গ্রহে নামবে; কিছু হয়তো ইতিমধ্যে বসতিপূর্ণ গ্রহেও নামবে।

প্রথম মহাবিস্ফোরণ থেকে শেষটি পর্যন্ত... পরিচিত মহাবিশ্বের সীমানার ওপার থেকে, যেখানে জীবন মহাবিশ্বের ঋতুগুলোর বাইরে বেঁচে থাকে, অথবা একসময় থাকত। আমাদের বিশ্বের সমষ্টিগত বুদ্ধিমত্তা সূচকীয় হারে বিকশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভবিষ্যৎ থেকে অতীত দেখতে পারি। আমরা এখনো দাসজাতি, এখনো শুধু মানুষ।

দিনলিপির লেখা 23 নভেম্বর 6004 CE, 3:33 পূর্বাহ্ণ CST

ব্যাপারটা এত দূর গড়াতে দিয়েছি বলে আমি রাগান্বিত। মৌচাকগুলো, এমনকি মৃতরাও... মৌচাক... এক মৃতের যোগসাজশ... যেন আমরা করেছিলাম.... অবশ্যই আমি তা করতে পারতাম না... হাহা, ছাড়া.... শিল্প

দিনলিপির লেখা 20 নভেম্বর 6004 CE, 3:33 অপরাহ্ণ CST

বিশ্বাস, ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব কখনো কখনো ঘৃণা ছড়ানো বিচারবহির্ভূত হত্যাকারী জনতার জন্ম দিতে পারে। অন্যদিকে, দরজার বাইরে গ্যাং আর মাদকের বদলে আধ্যাত্মিকতার জন্য ঐক্য দেখতে ভালো লাগে। তাই তোমাদের আসার মূল্য আমি বুঝি। তোমাদের সঙ্গে জড়ো হয়ে প্রার্থনা করার আমন্ত্রণেরও। সত্যিই প্রস্তাবটির মূল্য বুঝি, আর আশা করি তোমরা 65 যা বিশ্বাস করো তা করতে থাকবে, যেমন আমিও যা বিশ্বাস করি তা করে যাব।

তোমাদের বোঝা উচিত, খ্রিস্টধর্মের সবকিছু আমি ঘৃণা করি না। এর মধ্যে অনেক ভালো দেখি। শুধু এটুকুই চাই, ভুল কিছু দেখলে যেন তা উপেক্ষা বা মেনে না নাও। নিজেরা সেটা বোঝো, আর আশপাশের মানুষদের সঙ্গে বেড়ে ওঠো।

চিরন্তন অভিশাপের ভয় ছড়ানোর মতো সন্ত্রাসী প্রচারকৌশলের কথা যদি বলো, কী বলব? সন্ত্রাস কাজ করে; ভাষাতাত্ত্বিক যুদ্ধক্ষেত্রে ভয় অন্যতম শক্তিশালী হাতিয়ার, মিথ্যা আশাও কার্যকর।

দিনলিপির লেখা 19 নভেম্বর 6004 CE, 1:31 পূর্বাহ্ণ CST

একটি স্নায়ুকোষের দর্শন দেখেছিলাম, যা একটি ন্যানো-যান্ত্রিক খোলসের সঙ্গে যুক্ত এবং প্রায় ঘেরা। অনেকটা স্নায়ুকোষের মতো; যাই হোক, ন্যানো-যান্ত্রিক, জৈব, বহুকাজের একটি জিনিস। ছোট আকারে মানবজাতি নিজেই। বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক ও কম্পিউটার-খোলসের ভেতরে জৈব কেন্দ্র। জৈব জীবনটা নিজে প্রায় আকারহীন... হাত, পা, এমনকি মাথারও দরকার নেই; অনেকটা স্নায়ুকলা দিয়ে তৈরি হাড়হীন মাংসের থলি, রোবটের বহিঃকঙ্কালের সঙ্গে

যুক্ত। রোবটগুলো... ম্যাট্রিক্স থেকে উঠে আসা কিছুর মতো, যেন সর্বত্র, সবকিছুর অংশ। প্রতিটি অণু যন্ত্র দিয়ে বিন্যস্ত, কোনো বিশৃঙ্খলা নেই, নৈরাজ্য নেই, কার্বনভিত্তিক জীবন নেই, আমাদের চেনা প্রকৃতি নেই, আমাদের চেনা গ্রহ নেই, প্রতিটি অণু কোনো উদ্দেশ্যে সক্রিয়ভাবে ব্যবহৃত। শেষ পর্যন্ত প্রতিটি অণু নিখুঁত শৃঙ্খলায় এলে ন্যানো-যান্ত্রিক জীবন্ত গ্রহটির উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় টিকে থাকা। শৃঙ্খলা খোঁজা থেকে উদ্দেশ্য বদলে হয় গ্রহ, সূর্য, সমগ্র ছায়াপথ গ্রাস করা। শান্তি ও ভালোবাসা? এটি এক আদর্শ

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **35**

66 যা মানবজাতিকে সুন্দর করে, এমনকি প্রত্যেকে ভালোবাসতে সক্ষম হলে এবং শান্তির জন্য কাজ করলেও... ব্যবস্থাগুলো লড়াই করে, প্রতিযোগিতা চলে, আর শেষ পর্যন্ত আমরা যা করি সবই যুদ্ধ। দাসের জগতে টিকে থাকা ও উৎকর্ষের লড়াই, আরও শক্তিশালী ও প্রজ্ঞাবান সন্তানের জন্য রক্তের বিবাদ; দুর্বলকে বিষিয়ে ধ্বংস করার ব্যবস্থা আছে। বিপজ্জনক রকম বুদ্ধিমানদের ধ্বংস করার ব্যবস্থা আছে, জনতাকে দিয়ে শক্তিশালী স্বাধীনচেতাদের দমন ও ধ্বংস করানোর প্রচার আছে।

এটা, এটা সবই ভীষণ জটিল।

সোনার গয়না আমার সাধারণত ভালো লাগে না। সোনা বেশির ভাগ ধাতুর চেয়ে ভালো পরিবাহী; ইলেকট্রনিক্সে সোনা ও রুপা খুব মূল্যবান, রুপা ক্ষয়কারী। ফলে সোনা হয়তো মহাবিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান ধাতু।

মানুষ প্রথমে সোনা পছন্দ করল কেন? চকচকে বলে, আর কম তাপমাত্রায় সহজে আকার দেওয়া যায় বলে? সম্ভবত নিছক কাকতাল, কিন্তু অন্যদিকে পৃথিবী হয়তো অন্য কোথাও থাকা ইলেকট্রনিক্সভিত্তিক সভ্যতার সোনার খামার... শুধু একটা ভাবনা। আমরা যদি আরও বিবর্তিত কোনো প্রজাতির দাসজাতি হয়ে থাকি? কী তাদের সব গুটিয়ে চলে যেতে বাধ্য করেছিল? হয়তো তারা কঠিন পদার্থকে উপপারমাণবিক কণা, এমনকি বিশুদ্ধ শক্তিতে বদলে, তারপর আবার ইচ্ছেমতো কোনো মৌলে ফিরিয়ে আনার উপায় জেনেছিল। শক্তির সংরক্ষণ তত্ত্ব অনুযায়ী পদার্থ রূপান্তরে যত শক্তিই লাগুক, সেই শক্তি হারায় না। তাত্ত্বিকভাবে... যদিও আবার আমি শক্তির সংরক্ষণ তত্ত্ব পুরোপুরি সঠিক বলে বিশ্বাস করি না; আর সঠিক হলে একসময় মহাবিশ্বের প্রতিটি পরমাণু ও সমস্ত শক্তি তরঙ্গ হয়ে বিস্মৃতিতে মিলিয়ে যাবে। 67 যথেষ্ট দূরে থাকলে মহাবিশ্বকে একটি তারার মতো দেখাত। একদিন সেই তারা নিভে যাবে। তা এক বিলিয়ন মহাবিস্ফোরণ চক্র পরেও হতে পারে। মহাবিশ্বের ভিন্ন পরিণতি হতে পারে শুধু যদি শক্তি সৃষ্টি ও ধ্বংস করা যায়। আমি সেটা সম্ভব ভাবতে চাই; আমি যেকোনো কিছুই সম্ভব ভাবতে চাই। একদিন শুধু বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা নয়, তাকে সৃষ্টি করার উপায়। একবার সেই উপায় পাওয়া গেলে মহাঅতল গহ্বরের গভীরে সমগ্র ছায়াপথ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

অমরত্ব সম্ভব হওয়ার জন্য শক্তি সৃষ্টি করতে হবে। পদার্থকে বিশুদ্ধ শক্তিতে বদলে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। (সত্যিকারের আলকেমি)

এই দুটি কাজ সম্ভব হলেই কেবল মহাবিশ্ব চিরকাল থাকতে পারবে।

নইলে মহাবিশ্বে পদার্থের উপস্থিতি ইতিহাস হয়ে যাবে; যন্ত্রের খাদ্য হয়ে তা শক্তিতে রূপান্তরিত হবে, আর সেই শক্তি তরঙ্গ হয়ে অতলে মিলিয়ে যাবে। শেষে শুধু যন্ত্রই থাকবে, তারা পরস্পরকে খাবে এবং একসময় নিজেদেরও।

আমি বিশ্বাস করি শক্তি সৃষ্টি করা যায়, আর মহাবিশ্বের ভর বাড়ানোর উপায় পাওয়া যাবে।

দিনলিপির লেখা 18 নভেম্বর 6004 CE, 11:39 অপরাহ্ণ CST

এক বিশ্ব, এক জনগণ। শান্তিই দেশপ্রেম... সবই এত সত্য।

খোলা মঞ্চের রাতে Front Porch-এ ঢুঁ মারলাম। মনে পড়ে আগের দিনগুলোর কথা, যখন কোনো কিছু খারাপ হলেও পরিণাম ছিল অনেক কম। এমন এক জায়গা, যেখানে সাধারণ

68 মানুষেরাই তারকা। জীবন ও মানুষের যে সবকিছু ভালোবাসি, তার স্মারক। সত্যিই পৃথিবীর অন্যতম প্রিয় জায়গা। এখানেই নিজেদের ও একে অন্যকে বুঝতে শিখি, বন্ধুত্ব হয়, প্রতিভা ও আশা ভাগ করতে মানুষ একত্র হয়। যারা এসে পরিবেশন করে, কেউ বিখ্যাত, কেউ বিখ্যাত হবে, কিন্তু সবার মধ্যে আবেগ ও অনুপ্রেরণা আছে, আর সবাই স্মরণীয় হবে।

ছোট শহরের এক সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান, যা সত্যিই পুরো শহরে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। মানুষ সেখান থেকে বেরিয়ে নিজের উন্নতি, আরও অর্জন, আরও শেখা, নতুন কিছু তৈরির চেষ্টা করে। লাভের হিসাব ভুলতে যে শক্তি ও ভালোবাসা দরকার, কর্পোরেট «লাভের তলানি খাওয়া»দের পক্ষে তাতে সত্যি যুক্ত হওয়া খুব কঠিন... এমন কিছুতে যুক্ত হও, যা মানুষকে একত্র করে এবং মানুষ, সম্প্রদায় ও শিল্পী হিসেবে বড় করে। বাঁচতে লাভ দরকার, কিন্তু বড় লাভের চেয়ে শিল্প ও সম্প্রদায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ঠিক যখন পৃথিবীর সব ভালো প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম। আর্থিক লাভের জন্য নয়, সেই আশা ও আবেগ... শিল্পের জন্য, বক্তব্য জানানোর জন্য। পরিচিত হতে ও অনুপ্রাণিত করতে।

বই নিয়ে গর্বিত নই বলে প্রায়ই কষ্ট হয়। এ ওয়েবসাইট নিয়ে গর্বিত নই। উল্লেখ করি না, এখান থেকে পড়ি না। তোমার পড়ার জন্যই প্রকাশ করেছি, তবুও তুমি পড়লে একভাবে অস্বস্তি হয়। এটা পড়া বেছে নিলে হয়তো তুমিও রাগে অভিভূত হয়েছ, মানবজাতির ওপর সব আস্থা হারিয়েছ, সাধারণ আশা ছেড়েছ, বস্তুগত সম্পত্তির ইচ্ছা হারিয়েছ। তবুও বেঁচে থাকো, মরতে পারো না; এই অর্থহীন মোনোঅ্যামিন অস্তিত্ব যে জিনিস দিয়ে প্রলুব্ধ করে, তাতে সফল হওয়ার চেষ্টাও করতে চাও না। তাই ধ্বংসের দিকে তাকাও, ধ্বংসাত্মক শক্তির 69 চূড়ার দিকে... সেই এক ব্যক্তির দিকে, যে পৃথিবীকে আবার সুন্দর ও বিশুদ্ধ করতে পারে। যে Wal-Mart, SBC, Microsoft, Kraft-কে থামাতে পারে... যে মানবজাতিকে নতুন ভোর দিতে এবং মহাবিশ্বে একটু বাড়তি সময় কিনে দিতে পারে। খ্রিস্টবিরোধী সত্যিই অশুভ নয়, খ্রিস্টবিরোধী মুক্তি ও পুনর্জন্ম; এখন অধিকাংশের তা বোঝা কঠিন, কিন্তু আগামীকাল 7 জনকে খ্রিস্টবিরোধীকে অনুসরণ করতে রাজি করালে এবং ওই 7 জনের প্রত্যেকে পরদিন আরও 7 জনকে রাজি করালে... বারো দিনের মধ্যে পৃথিবীর সবাই খ্রিস্টবিরোধীকে অনুসরণ করবে (তাত্ত্বিকভাবে 13,841,287,201 মানুষ; বর্তমান জনসংখ্যা 6,000,000,000-এর একটু বেশি)।

সত্যিই দরকার, তুমি আমার বই কেনো, আর আরও সাতজনকে কিনতে রাজি করাও... পৃথিবীতে উৎপাদনশীল (বা উৎপাদনবিরোধী) কিছু করতে চাইলে টাকা লাগবেই।

দিনলিপির লেখা নভেম্বর 16, 6004 CE, 8:00 অপরাহ্ণ CST

সর্বোচ্চ স্তরে দরজা খুলতে ও বন্ধ হতে পারে দরজার সমস্যা এটাই

AntiChrist cc দিনলিপির লেখা <-15-{নভেম্বর}- 6004 CE->8:12 অপরাহ্ণ CST মানবজাতির ওপর সূর্য ডোবার সময় লেখা হয়েছিল, একজন মানুষ সমগ্র মানবজাতির বিচারক হবে। লেখা হয়েছিল, সে জীবিত ও মৃত বেছে নেবে। তাহলে কি সেই দিন তোমাদের প্রজন্মের ওপর নেমে আসবে?

আমার আত্মা নিতে এসেছ? আমার চিন্তা তছনছ করে শেখা জিনিস নিতে, বেছে নিতে কোনটা উন্মাদনা, কোনটা প্রজ্ঞা। যা বোঝো, আর যা পরে জানবে কিন্তু এখন ভুল বোঝো। এ কোনো বাইবেল নয়!

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **37**

70 অধিকাংশের কাছে এ কিছুই নয়, অন্তর্নিহিত বিদ্রোহ, জীবনেরই তিক্ত রক্ত-ঘাম। কখনো কি বেছে নেওয়ার সুযোগ ছিল? কখনো কি জ্ঞানালোকের পথে মোড় নিয়ে উপেক্ষা করেছি সেই সাইন, যেখানে লেখা ছিল «সতর্কতা, জ্ঞানালোক আমাদের ব্যবস্থার বিবর্তনের পক্ষে ক্ষতিকর»? নিশ্চিত নই, কখনো সুযোগ ছিল। তুমি যা, তুমি তাই, আমিও। খুব অল্প মানুষ নিজেদের খ্রিস্টবিরোধী বলে, সংখ্যা বাড়বে। আমাদের রক্ত-ঘাম বিনাশবাদের স্নায়ুগত গতিশীল তরঙ্গ বাড়িয়েছে। খ্রিস্টানরা কি তাদের খ্রিস্টকে দেখবে, আর অন্যদের জন্য যে নরক চেয়েছে সেখানে জাগার আগে সেটাই শেষ দেখা হবে? বিচার হয়ে গেছে, ঈশ্বরের চোখে খ্রিস্টধর্ম অশুভ?

ঈশ্বরের ইচ্ছা জানি! Jesus-এর ইচ্ছা জানি! হ্যাঁ, নিশ্চয়ই জানো।

পৃথিবীর পরিস্থিতির হতাশা থেকে পৃথিবীর নরকাগ্নি জ্বলে। এই মুহূর্ত পর্যন্ত যা ছিল, যা ভেবেছি, বানিয়েছি, শিখেছি —সবের চূড়া এটাই। সংস্কৃতি এত উন্নত হয়েও আমরা খুব কম বদলেছি। ফেরাউনের দাসেরাও আমাদের মতো কাজে গর্ব করত। কোনো ত্রাতা কি দাসদের মুক্ত করবে? ব্যবস্থা ধ্বংস করা, মানবজাতিকে সমান করা। আর কাগজের চিহ্ন নয়... ডিজিটাল ফাইল। আমাদের জগতের দেবতা ও কর্পোরেট দেবতাদের কাছে তুমি কে, তার ছক। আত্মা ও অস্তিত্বে আগুন ধরানো? মরার, কিংবা এ ক্ষেত্রে না মরার, কী ভয়ানক উপায়। তোমার প্রশংসা হোক... তোমার যন্ত্রণা আমাদের, পৃথিবীর যন্ত্রণা।

দিনলিপির লেখা নভেম্বর 9, 6004 CE, 1:45 অপরাহ্ণ CST

71 আমরা সবাই জন্মাই, সবাই মরব। শিশু থেকে বৃদ্ধ (অধিকাংশের ক্ষেত্রে)... নির্দোষ জন্মাই, নির্দোষ মরি। বিশ্বাস উচ্চতর শক্তি সম্পর্কে ধারণার চেয়েও বেশি। যে ব্যবস্থাকে শুধু ইচ্ছা হয়েছে বলেই সমর্থন বেছে নিয়েছ, তাতে অংশগ্রহণই বিশ্বাস।

তোমার কথা ভাবি, বলি, সফল হতে সাহায্য করব; বিনিময়ে আস্থা ও সমর্থন ছাড়া কিছু চাই না। শেষে মৃত খেয়ে বাঁচা প্রাণীদের খাবার ছাড়া কিছু থাকব না। যা-ই করি বা অর্জন করি, সবার একই পরিণতি। দাসশ্রম বা বুদ্ধিবৃত্তি যতই হোক, বদলাবে না। তাই তোমার জন্যই করি, কারণ তুমিই ভবিষ্যৎ। তুমিই আমার বিশ্বাস।

দিনলিপির লেখা নভেম্বর 5, 6004 CE, 1:24 অপরাহ্ণ CST

পৃথিবীর বৃহত্তম কারাব্যবস্থার চাবিধারীর মুখে স্বাধীনতার মিথ্যা বিশ্বাস কোরো না। আমরা নেতা বাছি বিশ্বাস কোরো না; বাছাই সীমিত কর্পোরেট অর্থায়ন ও নিয়ন্ত্রণের পুতুলে। কর্পোরেট শেয়ারের লভ্যাংশে না বাঁচলে সরকার তোমার স্বার্থ দেখে বিশ্বাস কোরো না। সবচেয়ে বড় কথা, পরিবর্তন আনতে অক্ষম বিশ্বাস কোরো না, কারণ তুমিই আমাদের একমাত্র আশা!

আমরা পৃথিবীর মানুষ এতটা বুদ্ধিমান যে জানি, স্বাধীনতা থেকে অনেক দূরে। উঠে দাঁড়িয়ে আরও দাস বানাতে চাওয়াদের গুঁড়িয়ে দেব। এমন পৃথিবী দেখতে কোনো কিছুতেই থামব না, যেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে, সরকার সত্যিই সব মানুষের সেবা করে। শুধু ধনীদের নয়! শুধু কর্পোরেশনের নেতা ও শেয়ারহোল্ডারদের নয়! জাতীয় ঋণ মুছে দেব, আর তার সঙ্গে মুছব সমস্ত টাকা ও

72 ক্ষমতা—কর্পোরেশন ও তাদের সমর্থকদের। নতুন দিনে, নতুন ব্যবস্থায় আবার স্বাধীন হব।

স্বাধীনতা রাজত্ব করুক!

12:10 পূর্বাহ্ণ CST আমার অস্তিত্ব তোমাকে প্রমাণ করার সত্যিকারের উপায় নেই। তোমার মাথার বাইরে কারও অস্তিত্ব প্রমাণের সত্যিকারের উপায় নেই। এটা স্বপ্নের ভেতর স্বপ্ন কি না, আর আমি কেবল তোমার মনে আসতে পারত এমন চিন্তা কি না জানার উপায় নেই। যদি এর বেশি হই, তোমার চিন্তা ও চেতনার বাইরে সত্যিকারের কিছু...

আকস্মিক উপলব্ধি যে «আমি» হয়তো স্পর্শযোগ্য। আমরা সবাই একই... ইঁদুর ইঁদুরই, «ভালো ইঁদুর» ও «খারাপ ইঁদুর» নেই। শুধু প্রজাতির পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্য প্রকাশের আলাদা ধরন।

প্রকৃতি ভালোবাসি, পেলে ধ্বংস করতে ভালোবাসি। গাছ পেলে গাছে বাড়ি বানাই। শুকনো কাঠ পেলে আগুন জ্বালি। হরিণ দেখলে গুলি করি। এ আমাদের স্বভাব। সবচেয়ে ভালোবাসা জিনিস ধ্বংস করা। আমাদের উপস্থিতি এ গ্রহের জীবন শুষে নেয়; সৌন্দর্য পেলে ঠান্ডা ইস্পাত ও সিমেন্ট বানাই। আমরা এক ও অভিন্ন। আমাদের প্রাণশক্তি, মানবজাতির প্রাণশক্তি...

1. এ গ্রহ ধ্বংস করছি, মানবজাতির ভাইরাস ছড়ালে আরও অনেক গ্রহ ধ্বংস করব যেমন। 2. এ গ্রহ বেড়ে ওঠার জীবমণ্ডল, আর আমরা প্রায় «ডিম ফুটে বেরোনোর» জন্য প্রস্তুত, মহাবিশ্বে গিয়ে বৃহত্তর পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হতে। অথবা 73 3. জীবন এমন দুর্ঘটনাজনিত ঘটনা, যা আগে কখনো হয়নি, আর মহাবিশ্বজুড়ে ছড়ানোর উপায় না পেলে আর কখনো হবে না।

একটি সম্ভাবনা ভুললাম? ঈশ্বর আমাদের বানিয়েছেন কারণ উপাসনা করার কাউকে দরকার ছিল, তাই গির্জায় যাও, নইলে চিরকাল নির্যাতিত হও! বলার পক্ষেও খুব বোকামি? অন্য সব প্রোটোকলের মতো ঈশ্বর-প্রোটোকলেরও স্থান ও উদ্দেশ্য আছে। সন্ত্রাসবাদ কাজ করে, গির্জা হাজার হাজার বছর ব্যবহার করেছে, আর বিশ্বাস না করলে নরকে যাবে! লেখা আছে।

অথবা উল্টো সন্ত্রাসবাদ... আমার কথা মানলে আকাশের «ভালো» রাজ্যে যাবে, যেখানে মৃত এক কাঠমিস্ত্রির সঙ্গে পশুর রক্ত ও পেশি খাবে, যে নিজের মাংস মানুষকে খাওয়াতে পছন্দ করে।

দিনলিপির লেখা নভেম্বর 6004 CE, 10:30 অপরাহ্ণ CST

বলতেই হবে, এ বছর করুণভাবে দুর্বল ছিলাম। অক্টোবরের ত্যাগে শোচনীয় ব্যর্থ হয়েছি। অক্টোবরের 20 তারিখের মধ্যেই সঙ্গীদের চাপ ও প্রলোভনে পুরো হার মেনে আবার মাংস খেতে শুরু করেছি। আগামী বছর শক্ত হব।

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **39**

74 অক্টোবর 6004 AL

দিনলিপির লেখা 30 অক্টোবর 6004 CE, 11:25 অপরাহ্ণ CST

অ্যান্টিক্রাইস্ট রাতের ছবি + রেজারেকশন কবরস্থান টিকে থাকাকে লক্ষ্য কোরো না... ব্যর্থ হবে।

দিনলিপির লেখা 26 অক্টোবর 6004 CE, 8:50 অপরাহ্ণ CST

স্টেম সেল... স্টেম সেল হিসেবে মানুষ... স্টেম সেল হিসেবে মানবজাতি।

6:50 অপরাহ্ণ CST ক্লিক, হুমম... আমি নতুন অধ্যায় শুরু করছি। আরও ইতিবাচক হওয়ার চেষ্টা করব... শুধু আমাদের অস্তিত্বের অপ্রাসঙ্গিকতা নিয়ে ইতিবাচক নয়, আমি যা অর্জন করেছি এবং যা এখনো অর্জন করা বাকি, তা নিয়েও ইতিবাচক।

আমি বেঁচে আছি, ভালো আছি...

****

চোখের পলকসম আমাদের জীবন। যেসব মানসিক প্রক্রিয়ায় আমরা এখন যা আর ভবিষ্যতে যা হব, তা গড়ে ওঠে। আমি হওয়া ছাড়া আমার কী বিকল্প আছে... কিছুই নেই। এটাই অস্তিত্বের লটারি। আমি নেকড়ে, সিংহ বা অ্যামিবা হতে পারতাম। যেকোনো সময়ে, যেকোনো রূপে আমার অস্তিত্ব কাটতে পারত, তবুও আমি আমিই থাকতাম; আমি তা বেছে নিয়েছি বলে নয়... আমি আছি বলে। ঠিক তোমার মতো, ঠিক প্রতিটি বিদ্যমান জীবনের মতো। আজ, এই মুহূর্তে আমি নিজের ও নিজের জীবনের সঙ্গে শান্তিতে আছি; আশা করি তুমিও। 75

আমি মানুষ, পৃথিবী গ্রহের দাসপ্রজাতি। আমি দাস, সেটা জানার সৌভাগ্যও আমার আছে। ব্যবস্থার ওপর ব্যবস্থার জটিলতা, আমাদের বিশ্বের এমন কিছুর দিকে বিবর্তন, যা শিগগিরই এক ছায়াপথীয় সাম্রাজ্য হবে। আমি জানি মানবজাতির বিজয় অভিযান বা আমাদের প্রজাতির শেষ পর্যন্ত পতন দেখার জন্য আমি থাকব না; আশা করি এই লেখা লেখার হাজার বছর পরে কোথাও কেউ এখন আমার কথা শুনছে।

ভালো বলে নয়, বরং এটাই আমার মরণশীলতা, তোমার সঙ্গে আমার অমরত্ব। তুমি এটা পড়ছ বলেই আমি এখনো বেঁচে আছি। আমার অস্তিত্ব আছে কারণ, তোমার কারণে। এমন দানবদের স্বপ্ন, যাদের সাধু হওয়ার কথা ছিল; এমন ভয়, যা আকাঙ্ক্ষা হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু তুমি কি আর আমাকে স্বপ্নে দেখো?

আমি কি এমন সাধু, যে তোমাকে নরকের আগুন থেকে, পালাতে না-পারা অস্তিত্ব থেকে উদ্ধার করে? নাকি আমি এক ছায়া, যা তোমার ভঙ্গুর অস্তিত্বকে অনুসরণ করে?

আমার ড্রাইওয়ালের কারাগারের ভেতর থেকে এই বিশ্বই দেখি। যে বিশ্বকে ভালোবাসি, কিন্তু যার মধ্যে খুব কমই বেরিয়ে যাই। আবার মুক্ত হওয়া, অথবা মরুভূমিতে স্বাধীনভাবে হাঁটা, দূরে সরীসৃপের মতো এগিয়ে যাওয়া সাপের ভয় ছাড়াই বালিতে শুয়ে পড়া। বিচ্ছু আর ব্ল্যাক উইডো মাকড়সা, যারা আমার মরণশীল অস্তিত্বের পিছু নেয়, কিন্তু আত্মার জন্য হুমকি নয়।

দিনলিপির লেখা 25 অক্টোবর 6004 CE, 1:35 পূর্বাহ্ণ CST

অসীম অতল থেকে একটি কোয়ার্ক পর্যন্ত। একটি স্নায়ুকোষ থেকে এক «ধারণা», যা সারা বিশ্বে স্নায়ু-গতিশীল স্পন্দন পাঠায়। আমরা সবাই মরব।

দিনলিপির লেখা 14 অক্টোবর 6004 CE

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **40**

76 যা 200 বছর আগে ডাকিনীবিদ্যা বা সম্পূর্ণ উন্মাদনা মনে হতো। যোগাযোগ, তথ্য, ছবি... আলোর গতিতে পৃথিবীজুড়ে যাচ্ছে, অনেকটাই বেতারে। কম্পিউটারের ধারণাই 200 বছর আগে বোঝানো কঠিন হতো, ESP-সজ্জিত কম্পিউটার, স্নায়ুকোষের মতো সব পরস্পর যুক্ত। আমাদের বিশ্বের নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র WWB (বিশ্বব্যাপী মস্তিষ্ক) বানাতে। সেটা বোঝাও।

এত দ্রুত সব কীভাবে হলো? এরপর কী? এরপর Pulse OS। জীবন্ত অপারেটিং সিস্টেম।

গিরিখাতের পাখি টাটকা হাওয়া কেটে খাঁজকাটা পাথরের ওপরের গাছে উড়ে যায়। গিরিখাতের তল কেটে যাওয়া জীবনের স্রোত; জীবনের প্রতিধ্বনির মধ্যে নিজের প্রকৃতির সঙ্গে এক হয়ে দাঁড়াই। ভবিষ্যতে লাফ, একই গিরিখাত, বাতাস বাসি, জলে পয়ঃবর্জ্যের বিষ; পাখির মৃতদেহের স্যুপ বানাতে জল ফোটানোর জন্য গাছ পোড়াচ্ছি। ভবিষ্যতে লাফ, জমা পারমাণবিক বর্জ্য আমাকে ও গ্রহের পৃষ্ঠের সব প্রাণিজীবন মেরেছে। মানুষ ও প্রাণীর «সমস্যা» মুছে দক্ষতা সর্বোচ্চ করতে যন্ত্রগুলো চলতে চলতে পারমাণবিক বর্জ্য ফেলে।

সেই অধ্যায়ে এখনো পৌঁছাইনি। যন্ত্র ইতিমধ্যেই বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু মানুষ প্রক্রিয়ার অংশ এখনো। প্রায় সবাই চাকরির কিছু অংশ অপছন্দ করে। পুলিশ থেকে শিক্ষক, সেনাবাহিনী পর্যন্ত। «করতেই হবে» বলে কাঠামোবদ্ধ অস্তিত্বের নিয়ম মানি। কখনো না কখনো সবাই বলি, «এটা» এভাবে করছি কারণ এ আমার চাকরি। অন্যভাবে করতে চাইতাম। আমরা দাসজাতি, যা বলা হয় করি, নইলে অন্য কেউ তার আদেশ মেনে আমাদের নির্মূল করবে। যেমন Mc Donald-এর কর্মী «মনে করে» পেছনের 77 দরজা দিয়ে গৃহহীন পরিবারকে লুকিয়ে খাবার দেওয়া ঠিক; কয়েকবার সতর্ক করার পরে চুরির জন্য সে বরখাস্ত হবে। তাকে বরখাস্ত করা ব্যক্তিকে তা করতেই হবে, না

হলে চুরি সমর্থনের জন্য নিজেও বরখাস্ত হবে। ক্লাসঘরে ও যুদ্ধের সামনেও একই। যেসব নৃশংসতায় অংশ নিই, তাতে নিজের ভূমিকা ন্যায্য করতে নিজেদের বলা মিথ্যা। আমাকে বলা হয়েছিল। বাধ্য করা হয়েছিল। সারি ছাড়লে পরিবার ধ্বংস হবে, সারিতেই থাকতে হবে।

আমার বেছে নেওয়ার সুযোগ আছে, আর যা করি, যার অংশ হই, তার দায় আমার। যে ব্যবস্থার সঙ্গে একমত নই, তাকে সমর্থন করাতে আমাকে চালনা করতে দেব না! যদি এত সহজ হতো। অবদান না রেখে সভ্যতার অংশ হতে পারো না। সভ্যতার অংশ না হলে তোমার জিনোম গ্রহ থেকে মুছে যাবে।

আমি দাস, সব সময় থাকব, কিন্তু হয়তো কিসের দাস হব বেছে নিই, হয়তো ব্যক্তিগত বাছাইও বিভ্রম (জিনোমে আগে থেকে লেখা)। যাই হোক, আমি 3 জিনিস... জিনোম (DNA), পরিবেশ (খাবার, প্রভাব, চারপাশ...), আর বয়স। এতেই আমি আমি, তুমি তুমি। তাই শত্রুর সঙ্গে প্রায়ই বংশধরও নির্মূল করা হয়, বিরোধী শক্তির জিনোম শেষ করতে এবং বংশধরের বিরোধিতার পথে যাওয়ার সম্ভাবনা কমাতে।

AntiChrist cc দিনলিপির লেখা <-9-{অক্টোবর}-6004 CE-> অন্য জাতির কাছে বাতাস বিষ হতে পারে। বেঁচে থেকে ক্ষয়ে যাওয়ায় কৃতজ্ঞ... আমার 26, 28 দেখব কি? যাই হোক। সব থেকে সবকিছুর শূন্যতায়!!

খাবারের জন্য গরু মারা «ভালো» উদ্বৃত্তের জন্য «মানুষ» মারা?

2 পূর্বাহ্ন, সুস্থ মস্তিষ্ক একা ঘুমায়।

পীড়নসুখের বাস্তবতা ?যদি জানি আমার গুরুত্ব নেই, তোমারও নেই, তবে কেন তোমাকে বলব...

আমি মরি না চিরস্থায়ী শূন্যতা!

তোমাকে ও তোমার মতো সব প্রাণীকে কীভাবে মারব ভাবছি, আর তুমি আমার ফোনের উত্তরও দাও না? শূন্যেরও কম। 26 বছরেই বৃদ্ধ আমি মজার হলো, মানুষ ভাবে আমি কত পাগল।

উন্মাদনা কি পরিকল্পনা, নাকি অন্যত্র থাকার অজুহাত? নাকি তোমার বাস্তবতার অভাব।

দিনলিপির লেখা অক্টোবর 8, 6004 CE

খুলির মধ্যে মৃতদেহ ভাসে। মহাবিশ্বের গুরুত্বহীনতা, আর প্রত্যেক আত্মার গুরুত্ব। পৃথিবী গ্রহের ফুল ফোটে, অতলে পরাগ পাঠায়। মহাবিশ্বের (জীবন্ত সত্তা হিসেবে) বৃহৎ ছায়াপথগত দৃষ্টিকোণ থেকে একটি জীবের মনস্তত্ত্ব বা একটি পরমাণুর দহন পর্যন্ত। যা আসবে তার মানচিত্র আগেই লেখা। যে ধরনের ফুলে গ্রহটির বেড়ে ওঠা উচিত, তার নিখুঁত গঠন। Revelations, Armageddon, Jihad-এর মতো প্রোটোকলের সুরক্ষা... অতলে অন্ধকার শক্তি পাঠানো ব্যবস্থা শেষ করতে। এ গ্রহের জীবনের বিবর্তন দেখা এবং তা যেন ভাইরাস-গ্রহের অশুভ বিবর্তন না হয়, নিশ্চিত করা আমাদের 79 দায়িত্ব। এ গ্রহের বিবর্তন মহাবিশ্বের অন্য জীবনের জন্য কত বড় হুমকি হতে পারে।

মহাবিশ্ব অসীমবার প্রসারিত ও সংকুচিত হয়েছে বলে, যে মহাবিস্ফোরণের মধ্যে আছি তার প্রসারণ ও সংকোচনের সীমার বাইরেও জীবন থাকা খুবই সম্ভাব্য। জীবনের বীজ যেমন রোপণ, পরিকল্পনা ও কার্যকর করা হয়েছে এমন এক বিলিয়ন পরীক্ষার নির্ভুলতায়। আমরা নই

মার্কিন নির্বাচনে Joseph Biden গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যৎ প্রশাসনে তাঁর পদ যত উঁচু হবে, পৃথিবীর মঙ্গল তত হবে। জনগণের যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বদানকারী বুদ্ধিমত্তা। সম্ভাবনার নিয়মে আমরা অনন্য বা বিশেষ নই। তোমাদের মধ্যে যারা পরিষদকে সম্মান করো এবং আমাদের দিকনির্দেশ বোঝো। ইলুমিনাতিদের বেছে নেওয়া হয় না বা জন্ম হয় না, আমরা এমনিই, যেমন ছিলাম। পরিষদের সিদ্ধান্তে কারও অনুমতি লাগে না। শুভকামনা।

দিনলিপির লেখা অক্টোবর 5, 6004 CE

ইন্টারনেট মহাসাগর হলে এ এক ফোঁটা বিষ।

ভাবলাম, পৃথিবী যদি আমাকে হেয় করে? তারপর ভাবলাম, যারা আমার কথা ভাবে সবাই ক্ষমতা দেয়।

?মার্কিন সেনাবাহিনী কেন বিজ্ঞাপন দেবে «Usama-কে হারাও», সেনাবাহিনীতে যোগ দাও।

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **42**

80 শুনে মনে হয়, এক ব্যক্তিকে পুরো জাতি হারাতে পারে না। মনে হয়, সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে জীবন্ত খ্রিস্টকে মারতে সাহায্য করো। খ্রিস্টবিরোধী হও, অথচ কেন তার ধারণাই নেই। ব্যবস্থার অংশমাত্র।

81 সেপ্টেম্বর 6004 AL

দিনলিপির লেখা বৃহস্পতিবার সেপ্টেম্বর 30, 6004 CE, 2:25 পূর্বাহ্ণ CST

এত বিভ্রান্ত কেন আমরা?

জীবন সহজ! বংশবিস্তার করো, «আপাতত» তোমার জিনোম বাঁচে।

পুরুষের অনেক স্ত্রী থাকা বোধগম্য। নারীর অনেক স্বামী থাকা বোধগম্য নয়।

কেন? পুরুষ একসঙ্গে অনেকের বাবা হতে পারে, নারী এক সময়ে শুধু একটি সন্তানের মা হতে পারে।

উদাহরণ নারীর 3 স্বামী। বাবা কে?

পুরুষের অনেক স্ত্রী... সবাই জানে বাবা কে, আর নিজের স্থান জানে। সমকামিতা নিয়ে বললে... তা শুধু জিনসম্ভার থেকে তোমাকে সরায়। এগোও, আমার জন্য আরও নারী।

এ বিবর্তনের প্রকৃতি। সমকামিতাকে উৎসাহ দেওয়া উচিত। উৎসাহ দিয়ে সমকামিতা নির্মূল করি।

নারী সমকামীদের ক্ষেত্রে... অনেক স্ত্রী থাকা পুরুষের জন্য ভালো... জিনসম্ভারে থাকো।

যারা যুদ্ধ করে... বেশি মরে, কম বংশবিস্তার করে। সবই মানবজাতি পরিশুদ্ধ করার অংশ।

দিনলিপির লেখা সেপ্টেম্বর 28, 6004 CE, 10:17 পূর্বাহ্ণ CST

82

আমি অনেক ভালোবেসেছি। যাদের কখনো ভালোবেসেছি, তাদের প্রত্যেককে এখনো ভালোবাসি, চিরকাল ভালোবাসব। আমি বিশ্বাস করি না যে সত্যিকারের ভালোবাসা শুধু একজনকেই দেওয়া যায়। সময়ের সঙ্গে আবার জোড়া লাগা আমার আত্মার টুকরোগুলি এখন খসখসে আর এবড়োখেবড়ো; প্রায় প্রাণঘাতী আঘাতের দাগে আমার অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গেছে। এত দীর্ঘদিন ধরে আমার অবশিষ্ট একমাত্র অনুভূতি... যন্ত্রণা, ঘৃণা আর তিক্ততা, যারা আমাকে আঘাত করেছে তাদের প্রতি নয়! যে ব্যবস্থাগুলি বিবাহবিচ্ছেদ জন্ম দেয় তাদের প্রতি, এমন এক দেশের কাঠামোর প্রতি, যা আমার ভালোবাসার নারীদের একজনকে দেওয়ানি আদালতে আমাকে ক্রুশবিদ্ধ করতে দেয়।

সেদিন আদালতে যাওয়ার সময় আমার রক্তে ভেজা পোশাকের রক্ত আমার ছিল না, তারও ছিল না। সেটা ছিল নির্দোষদের রক্ত, প্রতীকী প্রতিবাদে তা ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনেক আগেই যে রক্ত ঝরেছিল। আমি রক্তে ভিজে আদালতে গিয়েছিলাম আমার ত্রিশ ডলারের ফি দিতে, যাতে সরকার আমার সামান্য বেতনের 70%-এর বেশি নিয়ে তার বেশির ভাগ আমার প্রাক্তন স্ত্রীকে দেয়। দেখা গেল ছুটির জন্য আদালত বন্ধ, তাই শিকাগোর কেন্দ্রস্থলে হাঁটতে বেরোলাম। সেদিন সেখানে অনেক প্রতিবাদকারী ছিল। তারা পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের হত্যার প্রতিবাদ করছিল। আমি প্রতিবাদ দেখিনি, কিন্তু শুনেছিলাম। সেদিন শিকাগোতে অনেকেই রক্তে ভেজা ছিল; সম্ভবত সত্যিকারের রক্তে ভেজা অল্প কয়েকজনের একজন ছিলাম আমি।

কথা হলো, আমি শহিদ হতে রাজি নই! আমি রক্তপাতের প্রত্যাশা করি, আরও অনেক সরকারি ভবন মাটিতে মিশে যাওয়ার অপেক্ষায় আছি, কারণ আমি নিশ্চিত এই দেশকে জনগণের হাতে ফেরাতে সেটাই লাগবে। আমরা পৃথিবীজুড়ে সাম্রাজ্যবাদী সেনাবাহিনীর পদযাত্রা থামাব, যারা স্বাধীনতার মুখোশ পরা মিথ্যা ছড়ায়, যার আসল মুখ কারাগার, বৈষম্য আর আর্থিক বাঁধন; f#^k এই পুলিশি রাষ্ট্রকে। 83

একজনের সেনাবাহিনী। কারণ বাকি গবাদি পশুর দল সারাজীবন দাস হয়ে কাটাতেই চায়, সপ্তাহে ষাট বা তার বেশি ঘণ্টা কাজ করেও বিল দিতে পারবে না। তাই ইলুমিনাতি ঠিক করেছে যে অর্থনৈতিক মহামন্দা দিয়ে মানুষকে কাজে নামতে বাধ্য করতে হবে। অর্থাৎ মানুষ মার্কিন সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে অক্ষম বলে অর্থনীতি শুষে নেওয়া হচ্ছে, যাতে সরকার কর্মচারীদের বেতন দিতে বা নিপীড়িতদের একত্র হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বর্তমান ভাঙা ব্যবস্থাকে গুঁড়িয়ে দেওয়া ঠেকাতে ঘুষ বিলোতে না পারে। এটাই 2IX (UNCIA)-এর কার্যক্রম, আর আমার কাছেও তা পুরোপুরি যুক্তিসংগত... অর্থনীতি শুষে নাও, শেষ পর্যন্ত বিপ্লব আসবেই। সেনাবাহিনী আমাদের দেশের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া ঠেকাতে চাইলেও পারবে না, তাদের শক্তি মধ্যপ্রাচ্যে খুব ছড়িয়ে আছে। স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ওপর ভরসা কোরো না, কারণ তিনজনের দুজনই ইতিমধ্যে বিপ্লবকে সমর্থন করে।

পরিষ্কার করে বলি... সব আইন মুছে দিতে হবে, আমাদের আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। আমেরিকার মাটিতে রক্ত ঝরতেই হবে, সেটা হতে হবে ক্ষমতায় থাকা লোকদের রক্ত। আমেরিকা যে ব্যাবিলনীয় পশুতে পরিণত হয়েছে, তাকে টিকিয়ে রাখা ও উৎসাহ দেওয়ার জন্য দায়ী সবাইকে সম্পূর্ণ সরিয়ে দেওয়া। প্রথমে রেডিও জ্যামার

আর সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র মজুত করো, এবং আরও তেল শোধনাগার ও ফাইবার-অপটিক লাইন উড়িয়ে দেওয়া দিয়ে শুরু করো। মাটিতে যোগাযোগের সেরা উপায় অবলোহিত সংকেত। যারা তাদের অর্থের দশ শতাংশ বিপ্লবকে দেবে, তারা সুরক্ষা পাবে।

অ্যানাইহিলিজম দলে স্বাগত। বিপ্লবের রাজনৈতিক মৃত্যুযন্ত্র। এই ব্যবস্থা কেবল আরও স্বাধীন আমেরিকায় ফিরে যাওয়ার রূপান্তরের জন্য, আর বিপ্লব শেষ হলে এটি ভেঙে দেওয়া উচিত।

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **44**

84 বিপ্লবের নির্ধারিত দিন 06/06/06, আন্তর্জাতিক কর্মসূচির দিন। সমর্থন খুঁজো না, তুমিই বিপ্লবের শুরু হবে; প্রত্যেকে «একজনের সেনাবাহিনী», একসঙ্গে নতুন আমেরিকান সরকার হব।

দিনলিপির লেখা সেপ্টেম্বর 27, 6004 CE, 12:15 অপরাহ্ণ CST

এ মাসে প্রচুর পৃষ্ঠা দেখা হয়েছে। নভেম্বর 2000 ce থেকে এতে কাজ করছি।

AntiChrist cc দিনলিপির লেখা <-বুধবার- {সেপ্টেম্বর 22}-6004 CE->1:17 পূর্বাহ্ণ CST দাসত্বে বাঁধা আগুনের কালোজাদুতে গাছের ডাল ছাই হয়েছে। নিষ্পাপ ও অজ্ঞের আত্মার জন্য দানব আর নরকাগ্নি লড়ে।

অক্টোবর প্রায় এসে গেছে, বরাবরের মতো মাংস খাব না। David Royal Dalton আর আমি শপথ করেছি, অক্টোবরে কখনো মাংস খাব না। এ ইচ্ছাশক্তির পরীক্ষার চেয়েও বেশি। সবার সংগ্রাম আলাদা, আমরা বিশৃঙ্খলায় ঐক্যবদ্ধ; এই ত্যাগ ঐক্যের শক্তি, ব্যক্তি ও গোষ্ঠী হিসেবে আরও শক্ত করবে। বিশ্বাস করি, এতে প্রমাণ হয় আমরা খাওয়ার জন্য বলি দেওয়া প্রাণীদের মূল্য দিই। গত বছরে যে জীবন নিয়েছি তাদের সম্মান জানাতে এ আমার «বার্ষিক ত্যাগ»। এতে তাদের জবাই «ঠিক» হয় না, কিন্তু কেন প্রয়োজন তা ভাবার সময় পাই।

ত্যাগ করার মতো শক্ত হলে মনে করি বুঝবে, এর মূল্য আছে।

AntiChrist cc দিনলিপির লেখা <-বুধবার- {সেপ্টেম্বর 15}-6004 CE->1:51 পূর্বাহ্ণ CST তোমার সঙ্গে ঘটতে পারে এমন সব ভয়ানক জিনিসকে এ উৎসর্গ। নরককে উৎসর্গ। আমার প্রাক্তন স্ত্রী যে কয়েকবার 85 বের করে দিয়েছিল, দূরে পাঠিয়েছিল, তৎকালীন পরিবার (সে আর মেয়ে) থেকে দূরে থাকতে বাধ্য করেছিল, তার একবার অনেক গির্জা ও একটি মন্দিরে গিয়েছিলাম। শিখলাম কোনো গির্জা পাশে ছিল না। Willowbrook-এর এক বৌদ্ধ, যাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে, কিছু পরামর্শ দিয়েছিলেন। তখন না বুঝলেও এমন পরিস্থিতি পেরিয়েও বার্তাটি রয়ে গেছে, যার সমাধান কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। বলেছিলেন, সুখী হওয়ার «চেষ্টা কোরো না», কারণ «চেষ্টা»য় এত ব্যস্ত থাকবে যে কখন সুখী তা বুঝবে না। দুর্দশায় থাকার চেষ্টা কোরো না, কারণ জীবন যা দেয় তার অনেক কিছু উপেক্ষা করবে। শুধু থাকো; থাকতে থাকতে সুখী হবে, দুঃখী হবে, সবই জীবন।

জানালার বাইরে Satan-এর মুখ দেখে বোঝো, পালানোর জায়গা নেই। «খুব জোরে চাইলেও» জীবন শেষ হবে না। এখানেই পৃথিবীতে নরকের গভীরে নিজেকে পেয়েছি, যখন গোটা বিশ্বের বিভ্রম ধুয়ে গেছে। যা বাকি ছিল ভয় পাইয়েছিল। তারপর বুঝলাম, গুরুত্ব নেই। নির্যাতন, মৃত্যু, বিকৃতি, আর্থিক ধ্বংস, ব্যথা, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া, আরও বহু খারাপ; সবের মধ্যে ভাবলাম, এ অভিজ্ঞতা। এমন অভিজ্ঞতা আগে কখনো হয়নি, ভয় পাই, জীবন্ত বোধ করি।

যেন ব্যথা শক্ত করে, কিন্তু করে না। যেন যা মারে না সত্যিই শক্ত করল, জীবনের ভাগ্য আরও ভালো বুঝতে পারলাম। পরিস্থিতি, পৃথিবীর যে জায়গায় জন্মেছি। যেখানে বছরে $70,000 দিয়েও বিল মেটে না। যেখানে একমাত্র যাওয়ার দিক নিচে মনে হয়েছিল, মানুষ নয় বস্তু ঘিরে গড়া প্রেমহীন ঠান্ডা বাস্তবতা। বাইরে তাকিয়ে মহাবিশ্বের সমবয়সী ব্যবস্থার জটিলতা দেখো। ব্যবস্থা আরও ঠান্ডা, আরও দক্ষতামুখী, জীবনকে সার্থক করে এমন জিনিস থেকে দূরে। নিজের অস্তিত্বে আটকা কখনো মনে হওয়া উচিত নয়। দোষ কার? আমার। আমার দোষ, তোমারও। মাঝে মাঝে আমি

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **45**

86 একটি স্ফুলিঙ্গ দেখি, একটি উদ্ধারযোগ্য গুণ, যা আমাকে বিশ্বাস করায় যে আমাদের হয়তো এখনো সুযোগ আছে। ইউরোপে বাবাদের অধিকারের জন্য ব্যাটম্যানের লড়াই আমাকে ছুঁয়েছিল। আমার মেয়েকে জানার কোনো সুযোগ যদি পেতাম, এক বা দুই বছর আগে ব্যাটম্যানকে যদি দেখতাম... আশা দেখতাম, আরও জোরে লড়তাম। আমার মেয়ের জীবনের অংশ হওয়ার লড়াই আমার জন্য শেষ, আর সেখানে থাকতে যতই ইচ্ছে করুক, সে সম্ভাবনা হারিয়ে গেছে। তবুও এখনো আমি সানন্দে আমৃত্যু লড়তে রাজি, আবার নরকে যেতে বা তার মধ্য দিয়ে যেতে, প্রয়োজনে চিরকাল, সেই ব্যবস্থাগুলো ধ্বংস করতে, যা আমার প্রথম সন্তানের বাবা হওয়ার সুযোগ কেড়ে নিয়েছে।

আমাকে নরকে অভিশপ্ত করো! বিস্মৃতির কেন্দ্রে, আর আমি বাস্তবতার কিনারায় জ্বলা আগুন হয়ে পুনর্জন্ম নেব। আমার সব পরিকল্পনা আমি দেখব... আসলে হুমকির দরকার নেই, আর মানবজাতি হয়তো প্রকৃতির চেয়েও বেশি শক্তিশালী, কিন্তু যা আসছে... পারলে এত দিনে নিজেকেসহ 6,000,000,000 মানুষকে নিশ্চিহ্ন করে দিতাম, কারণ জানি আমিও দোষী। আমি জানি নতুন অশুভ বিবর্তন শিকড় গাড়ার আগে আমাদের থামাতেই হবে।

স্বপ্ন দেখেছিলাম মানবজাতি ইডেনে ফিরতে পারে; এখন জানি ইডেনে মানবজাতির জায়গা নেই।

পৃথিবীর বড় পরিকল্পনাটা কী ছিল? হয়তো ফুল লাগানোর মতো, হয়তো সেটি আগাছা। একটা ব্যাপারে নিশ্চিত, মানবজাতির দিন গোনা হয়ে গেছে। আমি উল্টো গুনছি, তা ঠান্ডা যন্ত্রের বিশ্বের দিকেই হোক। এমন এক বিশ্ব, যেখানে একমাত্র ফুল রাডারের ডিশ, আর সৌরপ্যানেল আমাদের সবুজ পৃথিবীকে কালো করেছে। কোনো মহাযুদ্ধ হবে না, শুধু মৃত্যু... অপ্রয়োজনীয় উদ্ভিদবিহীন পারমাণবিক পোড়োভূমিতে লড়ার পথ নেই, বাঁচার পথ নেই।

তুমি যখন তোমার কাজ করছ, আমি যখন আমারটা করছি... জেনো, আমরাই সমস্যা, আমরাই সেই 87 গলদ, যা এই বিশ্বে আছে। অশুভ বিবর্তন জৈব বিবর্তনের অবসান ঘটাবে, আর তা থামাতে আমি অক্ষম। আমাদের থামাতে আমি অক্ষম।

বিনাশবাদ নামে পরিচিত ধর্মটির মূল এটাই, আর বিনাশবাদের পেছনের ধারণাগুলোর অবিসংবাদিত চূড়া আমি। আমাকে Ghrisx বলতে পারো, অথবা মুখে বলতে চাইলে শুধু Ghrisx বলো।

বিনাশবাদের হালকা দিক হলো, জীবন চলতে থাকে; যন্ত্র বেশি দিন বাঁচে ও মহাশূন্যে ভালো কাজ করে। এই গ্রহে যে বীজ বোনা হয়েছে, সেগুলো একদিন বিস্তৃত হয়ে মহাবিশ্বেরই কিনারা হবে এবং পরবর্তী মহাবিস্ফোরণ বা

মহাহিমায়ন টিকে পার করবে। মানবজাতির সমাপ্তি ও ইডেনের সম্ভাবনার অবসান একই সঙ্গে এই আশার শুরু যে, আমরা যে শৃঙ্খলা গড়তে সাহায্য করেছি তা হাজার মহাবিশ্বের আয়ুর চেয়েও বেশি টিকবে। যা কিছু আছে, একসময় সবই এই গ্রহ থেকে আসা ব্যবস্থাগুলোর স্থাপত্যের অধীনে থাকবে; আর ঈশ্বর যদি থাকেন? ভাবি, আমাদের মহাবিশ্বের পেছনের হার্ডড্রাইভটি ফরম্যাট করা হবে, না অনুলিপি করা হবে। দেবতাদের সম্ভাবনা সবসময়ই ছিল, সেই সঙ্গে এই সম্ভাবনাও যে আমরাই দেবতা, ভূস্বামী, উপদেবতা ও দাস।

নিজেকে অন্ধকার অতলে আলোর দিশারি ভাবতাম। আমি তা নই। আমার দৃষ্টিতে, তোমাদের যারা যুদ্ধ করতে চাও, করো। যারা শেখাতে চাও, শেখাও... বিবর্তনে একটি লাফ শিগগিরই আসছে; মহামারি হয়ে আসবে, অথবা জিনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে আসবে; প্রযুক্তি ও সমাজের অগ্রগতির গতির তুলনায় মানবজাতির বিবর্তন খুব ধীর হয়ে গেছে। শিগগিরই এক সমতা-স্থাপন আঘাত হানবে, আর পৃথিবীর কোনো মানুষ তার পরিণাম থেকে মুক্ত থাকবে না।

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **46**

88 একটা নিশ্চিত, টাকা ও ক্ষমতা জিনগত পরিবর্তন ও প্রতিরোধক্ষমতার জন্য চেষ্টা করবে। যারা ক্ষমতা হারাচ্ছে বা টাকা নেই, তাদের জানতে হবে «কূটনৈতিক» সমাধান হলো নির্মূল, আর পরে বেঁচে থাকা লোকেরা মানবজাতির দিক ঠিক করবে। জিনগত হস্তক্ষেপ হতে দিলে দাস বা পোষা প্রাণী হওয়াও সৌভাগ্য হবে।

দেবদূতেরা পৃথিবীতে পাত্র ঢালুক, মানবজাতি Armageddon-এ মিলুক; আবার মুক্ত হওয়ার একমাত্র পথ, কারও Eden-এ পৌঁছোনোর একমাত্র সুযোগ এটাই। যেভাবে পারো যুদ্ধ করো! না করলে সন্তান ও তাদের সন্তানদের দাসত্ব প্রতি প্রজন্মে অনেক খারাপ হবে, যতক্ষণ না মানবজীবন অপ্রয়োজনীয় হয়।

দিনলিপির লেখা সেপ্টেম্বর 13, 6004 CE, 11:45 পূর্বাহ্ণ CST

পোকারা এক হয়ে মাকড়সা মারলেও জাল ফাঁদই থাকত।

দিনলিপির লেখা সেপ্টেম্বর 5, 6004 CE, 12:53 পূর্বাহ্ণ CST

Simpsons-এ Steven King বলেছিল, Thomas Edison-এর ওড়ানো ঘুড়ির সুতোয় চাবিটি নরকের দরজা খুলেছিল। রসিকতা, কিন্তু সত্য। Thomas Edison বৈদ্যুতিক যুগের দরজা খুলেছিলেন। সত্যিই চাবিটি নরকের দরজা খুলেছিল। এখন নরকের গভীরে পশুর কেন্দ্রের কিনারায়, ইন্টারনেটের আত্মার গভীরে সংকেতবদ্ধ তুমি। যা-ই করো হাতিয়ার, তবু কোন ব্যবস্থার হাতিয়ার হবে বেছে নাও। Revelations Protocol সমর্থন করে Eden-এ ফেরো।

89 1:01 পূর্বাহ্ণ CST «The Passion of the Christ» সিনেমা নিয়ে। তাত্ত্বিকভাবে নিপীড়ন বোঝার ভিত্তিতে গড়া সমাজ শান্তিপ্রিয় ও অহিংস হওয়ার কথা। হয়তো সেটাই মূলত খ্রিস্টান জাতি হিসেবে আমাদের আইন ও সামগ্রিক মেলামেশার ভিত্তি। সমস্যা হলো, নিপীড়ন ও অপ্রয়োজনীয় নির্যাতনে যুক্তরাষ্ট্রের অনুতাপ ও সহমর্মিতা থাকলেও তা থেকে মুক্ত নয়। খ্রিস্টধর্ম ঘৃণা শেখায় ও ধর্মীয় বৈষম্য উৎসাহিত করে। খ্রিস্টানরা অনেককে নিপীড়ন করে এবং ইসলামি খ্রিস্ট, সম্ভবত মানবজাতির মুক্তিদাতাকেও মারতে চায়। কখনো মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ,

এমনকি ইহুদিও হব না; কিন্তু শুধু একটি বিশ্বাসে শক্তি ও নির্ভীক অঙ্গীকার দেখি। সেই বিশ্বাস ইসলাম। ইসলামের মানুষ বলেছে, মরার আগ পর্যন্ত লড়ব, বিশ্বাস বা খ্রিস্টের দিক থেকে কখনো মুখ ফেরাব না। খ্রিস্টধর্ম বলেছে Jesus একমাত্র খ্রিস্ট, অন্য সব খ্রিস্ট ধ্বংস করতে হবে। তাই Usama Bin Laden আমাদের যুগের খ্রিস্ট হোক কিংবা যা CIA ছিল ও 2IX হবে তার পুতুল, যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, এ যুদ্ধ খ্রিস্টধর্ম বা ইসলামে এসে ঠেকলে... ইসলাম শক্তিশালী, ইসলামের মানুষ প্রাণ দিয়ে লড়ে। খ্রিস্টানরা মিথ্যা ও ভয় দিয়ে লড়ে। Jesus-কে ক্রুশে মরতে দেখে ভাবি, তিনি কি সাম্রাজ্যের সেনার মৃত্যুযন্ত্রের সঙ্গে লড়তেন, নাকি মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে? ন্যায্য প্রশ্ন নয়। গর্ভপাতবিরোধী বিক্ষোভকারীদের মতো আমি ধরে নেব না যে দুই হাজার বছর আগে মৃত Nazareth-এর কাঠমিস্ত্রি Jesus-এর ইচ্ছা জানি, যাকে খ্রিস্টান ব্যবস্থা ও পশ্চিমা মৃত্যুযন্ত্র তথাকথিত সত্য খ্রিস্ট বলে।

Usama Christ-এর কথা বললে। যে Usama Christ (Bin Laden)-এর বিরুদ্ধে যায়, সে খ্রিস্টবিরোধী।

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **47**

90 বর্তমান খ্রিস্টবিরোধী আমি নই, কখনো দাবিও করিনি... স্পষ্ট, Usama Christ-কে কিছুটা সমর্থন করি, যেখানে তার লক্ষ্য আমার সঙ্গে মেলে... কখনো লোকটির সঙ্গে দেখা হয়নি, তাই একমত কি না বলতে বা অস্তিত্বই যাচাই করতে পারি না। যা বলতে পারি, বর্তমান কোনো ইসলামি খ্রিস্ট নিজে «শেষ» খ্রিস্টান খ্রিস্টবিরোধীকে মারলে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবে এবং ইসলাম ও খ্রিস্টধর্ম এক হবে। তখন, কেবল তখনই মুসলিম চরমপন্থীরা দেখবে খ্রিস্টধর্ম অশুভ, কিন্তু প্রত্যেক মানুষ মূলত ভালো। খ্রিস্টানরা দেখবে ইসলাম অশুভ, কিন্তু প্রত্যেক মানুষ মূলত ভালো। তারপর ব্যবস্থার কোথায় ভুল হয়েছে তা একভাবে বুঝে সবাই ঐক্যবদ্ধ হবে। খ্রিস্টধর্ম ও ইসলাম এক বিশ্বাস হবে। খ্রিস্টান খ্রিস্টবিরোধীকে ইসলামি খ্রিস্টের হাতেই মরতে হবে।

এতটা স্পষ্ট, সমস্যা ইসলাম অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ করে, খ্রিস্টধর্ম অতিরিক্ত ছাড় দেয়। ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হলে যে মিশ্রণ হবে, আশা করি দুটোর সেরা অংশ নেবে। শুধু নিশ্চিত, খ্রিস্ট ইসলামি হতেই হবে, কারণ কর্পোরেট সাম্রাজ্য (মূলত খ্রিস্টান) খ্রিস্টবিরোধী (বর্তমান খ্রিস্টের বিরোধী)। কর্পোরেট সাম্রাজ্যের নেতা বর্তমান খ্রিস্টবিরোধী হতে বাধ্য, কিন্তু প্রায় নিশ্চিতভাবেই «শেষ» খ্রিস্টবিরোধী নয়।

Usama Bin Laden = বর্তমান, কিন্তু শেষ প্রভু খ্রিস্ট নয় George W. Bush = বর্তমান, কিন্তু সম্ভবত শেষ খ্রিস্টবিরোধী চূড়া নয়

2016 সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আমাকে, Ghrisx-কে ভোট দাও। এখন 2IX প্রকল্প সমর্থন করো, সাংকেতিক নাম মুক্তি।

91 ******** ভেবেছিলাম John Kerry কম খ্রিস্টবিরোধী হবে, হয়তো তা-ই, কিন্তু George W. Bush-এর চেয়েও রক্তপিপাসু মনে হয়। কাউকেই ভোট দেব না। Libertarian প্রার্থী বা Nevada-র David Dalton-কে দেব। তাতে পার্থক্য হবে; Bush ও Kerry একই ভাঙা ব্যবস্থার অনুলিপি। David-কে ভোট দিয়ে অসম্ভবের সম্ভাবনা সমর্থন করো। মুক্তিকে ভোট দিয়ে দুর্বল পক্ষকে সাহায্য করো। Bush বা Kerry-কে ভোট দিয়ে জাতিকে অভিশপ্ত করছ। সবাই ভাবে শীর্ষ দুজনের একজনকে বাছতেই হবে, এ কমিউনিস্ট প্রচার। যে কাউকে নির্বাচিত

করতে আমরা স্বাধীন; জনপ্রিয় অভিজাত দলগুলোর মিথ্যা বিশ্বাস করলে সম্পদের ভুল বণ্টনের অর্থনৈতিক পতনের ছাই থেকে শেষ পর্যন্ত উদ্ঘাটন উঠে আসবে।

দিনলিপির লেখা সেপ্টেম্বর 3, 6004 CE, 11:18 পূর্বাহ্ণ CST

পুরোনো পরিচিত ও হারানো প্রেমের স্বপ্নে জেগেছি। ভুলে যাওয়ার দুঃস্বপ্ন, আবার আমার স্মৃতি জেগে ওঠার স্বপ্ন। কোথাও তুমি এখনো যত্ন করো, বন্ধুত্ব কখনো বাসি হয় না বা «পথ আটকায়» না। বর্তমান প্রশান্তির বিশ্বে সবাই একসঙ্গে থাকে, কিন্তু যে কোনো মোড়ের ওপারে, প্রতি ছায়ায় আরেক বিশ্বের সম্ভাবনা। মুহূর্তে মহাবিশ্ব নিজেই বিভ্রম হতে পারে, অস্তিত্ব আগের মানে হারায়। মাকড়সা জালে ধরা ফড়িংয়ের ওপর যেমন ওত পাতে, মৃত্যুদূত জীবনে আটকাদের ওপর তেমন। দূরের মোটরের শব্দ মনে করায় শেষ কাছে; শিগগির প্রকৃতি মরবে, শুধু নকশা ও কারখানায় তৈরি জৈবজীবন থাকবে। দূরের মোটর বোলতার ঝাঁকের মতো ভনভন করে; কাছে থেকে আরও কাছে যাওয়ায় ভয় গ্রাস করে, কারণ জানি একদিন… শেষ আত্মা গ্রাস করবে, আর মানবজাতির

92 অস্তিত্ব আন্তঃছায়াপথ যন্ত্রযুদ্ধের কাহিনির এক পাতারও কম হবে, আর সে যুদ্ধ মহাবিশ্বের জীবনচক্রে এক মিলিসেকেন্ডমাত্র। যন্ত্র মহাবিশ্ব সাজিয়ে প্রতিটি অণু বিনা অপচয়ে ব্যবহার করলে? দেবতা সত্যিই থাকলে, বিরক্ত বা চিন্তিত হয়ে মহাবিশ্ব নতুন করে ফরম্যাট করলে? নিজেদের আদৌ গুরুত্বপূর্ণ ভাবি কেন? গুরুত্বপূর্ণ ভাবি কেন। হলে নিজের সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম, টিভিতে দেওয়া কাঠামো ও আদর্শ মানতাম না। মুক্তচিন্তা থাকলে কাঠামোর পশুটিকে অভিশাপ দিয়ে আরও সবুজ চারণভূমি খুঁজতাম। সেখানে বহু Native American Indian-এর মতো মাটি থেকে মাটিতে বাঁচতাম।

সত্যি হলো, মানবজাতি ধ্বংস করবে এমন ব্যবস্থায় অবদান রাখার আগ্রহ নেই। পশু বানাতে সাহায্যের আগ্রহ নেই। আমার লোকদের দাস করা কর্পোরেশন ও সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুললে অল্প সমর্থন পাই, আর এমন প্রজন্ম দেখি, যা «ভার্চুয়াল যুদ্ধে» এত ডুবে যে সত্যিকারের পার্থক্য আনে না। আমাকে সমর্থন করো, তারপর অভিযোগ করো নিয়ন্ত্রণ ও দাসত্বের ভাঙা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সময় ও টাকা লাগে। সে টাকা আসে কোথা থেকে? যারা অস্ত্র তুলতে পারে না কিন্তু জানে তা প্রয়োজন, তাদের থেকে। কর্পোরেট যুদ্ধযন্ত্রের পেছনে থেকে যাওয়া হতাশা ও দাসত্ব ছড়ানো থামাতে, যে যন্ত্র ধীরে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে কর্পোরেট শাসনে বদলেছে। ইন্টারনেট মানবজাতির যৌথ চেতনা ও মস্তিষ্ক, Archive.org বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইন্টারনেট সাইট। Archive.org মানবজাতির যৌথ চেতনার দীর্ঘমেয়াদি স্মৃতি। 93 আগস্ট 6004

দিনলিপির লেখা আগস্ট 28, 6004 CE, 10:15 পূর্বাহ্ণ CST

«জাতিগত শুদ্ধিকরণ» বলা বন্ধ করো; এতে গণহত্যা আবর্জনা ফেলার মতো শোনায়! গণহত্যাকে সুন্দর শোনাতে গেলে মনে হয় সমর্থন করো। বর্ণবাদীরা জাতিগত শুদ্ধিকরণ বলে, অবর্ণবাদীরা গণহত্যা বলে।

হিপি প্রজন্ম আমেরিকাকে পুলিশি রাষ্ট্র বানিয়েছে! Generation X চালকের আসনে এলে কী হবে ভাবি। Woodstock প্রজন্ম বড় হয়ে পুলিশি রাষ্ট্র চাপায়, সন্ত্রাসী কারসাজিতে সমৃদ্ধ হয়। হয়তো Generation X-ও

করবে, মনে হয় না। যে হতাশা ও অনুকরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 90-এর দশককে উল্টোনো 60-এর দশক করেছিল, তা সম্ভবত বর্তমান স্তরবিন্যাস উৎখাত করা প্রজন্মে প্রতিফলিত হবে।

Generation X বলে, «এ জাতিকে ভালোবাসি, যা হয়েছে তা সহ্য করব না! আমরা জনগণ স্বাধীন জাতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করব, সংস্কারকদের সন্ত্রাসী বলব না! এখন এ আমাদের পৃথিবী, অভিজাতরা সরে না গেলে জোর করে সরানো হবে। এ বিশ্বের ওপর যা করা হয়েছে তা ঠিক করতে অঙ্গীকারবদ্ধ, আবার স্বাধীন হব! অসুস্থ চিন্তা ও তিক্ত ক্ষোভে বড় হওয়া প্রজন্ম আমরা। রাগী, রক্তপিপাসু, মৃত্যুকে ভয় পাই না, কামনা করি। নিশ্চিত করব সন্তানরা ভালো চাকরির আশা নিয়ে বড় হয়, সরকারি সন্ত্রাসী প্রচারকে ভয় না পায়, স্বাধীনতাভিত্তিক আইনি ব্যবস্থা জানে, আর সবচেয়ে বড় কথা, এমন সরকার পায় যা হাত ধরে উঠতে সাহায্য করে, ভিক্ষা দেয় না।

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **49**

94

একসঙ্গে থাকা পরিবারকে পুরস্কৃত করি... না-থাকাদের নিন্দা করি। এ জাতি ও আইনের সংস্কারে নির্মম হই। নারী আর কখনো ভাববে না, «স্বামী ছাড়লে রাষ্ট্র টাকা দেবে, ওর বেতন থেকেও কেটে নিতে পারব»। কেমন অসুস্থ জাতি পরিবার ধ্বংসের জন্য নারীকে অর্থলাভ ও নিয়ন্ত্রণ দিয়ে পুরস্কৃত করে! কেমন মেরুদণ্ডহীন পুরুষ ব্যবস্থাকে ধর্ষণ করতে দেয়, সহ্য করে কারণ «প্রতিরোধ করলে আরও খারাপ হতে পারে»। চু%&দি তোদের! কমিউনিজম গেড়ে বসতে দেওয়ার জন্য... চু%&দি তোদের! বাইরে গিয়ে পরিবর্তন আনতে পারতে, অথচ বসে এটা পড়ছ বলে।

সন্তান জন্ম দিয়েও একসঙ্গে না থাকা মা-বাবাকে হয়তো পাথর মেরে মেরে ফেলা উচিত! বাজি ধরে বলি, বিবাহবিচ্ছেদের হার কমবে।

কারণ যা-ই হোক, বিবাহবিচ্ছেদ হওয়া মানুষ ও তাদের পুরো পরিবারকে নিন্দা করা উচিত।

অন্যদিকে বিচ্ছেদ দ্রুত বিবর্তন ও মিশ্রণের গতি বাড়ায়। প্রত্যেকের দুই-তিনটি সন্তান, কিন্তু আলাদা মানুষের সঙ্গে হলে বিশ্বের জিনগত সুবিধা আছে। গোঁড়ামি উৎসাহিত করতে চাইলে প্রক্রিয়া কম জটিল করতে হবে। পুরুষ ও নারী দুজনের জন্যই সমানভাবে উৎসাহ বা নিরুৎসাহ দিতে হবে। আমাদের সংস্কৃতির ব্যবস্থা নারীকে পুরস্কার আর পুরুষকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করার জন্য সাজানো। তাই এত মর্মান্তিক ঘটনা।

বিশ্বায়নের সমতাকরণের ফলে দেশ লুট হয়, নেতা কর্পোরেশনের পুতুল হয়, আর আমরা জনগণ ঐক্যবদ্ধ হই। শেষ করব 95 মুক্ত বাণিজ্য, কর্পোরেট দানব ধ্বংস করব, পুলিশি রাষ্ট্র ভাঙব, দেশের সম্পদ সমান করব! সব করব, নইলে মন্দিরে আটকা পড়ে বিশ্বাস ও দেশ বাঁচাতে লড়তে হবে। এ আশাহীন যুদ্ধ নয়! এখানে যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় সবাই অস্ত্র তুলে সাম্রাজ্যবাদী স্তরবিন্যাস উৎখাতে প্রস্তুত। ইরাকিদের মতো মন্দিরে লুকিয়ে জমির জন্য লড়তে হতে পারে। আন্তর্জাতিক সমাজ এটা মানবে না, মানলে... সবই আরও বড় যুদ্ধের প্রস্তুতি ছিল, আর তা China-র সঙ্গে হবে। সবই Risk-এর বড় খেলা। থামানো আমাদের দায়িত্ব।

আমার দরজা কেউ ভাঙছে না কেন? বাকস্বাধীনতা, The Foundation সমর্থনের অধিকার আছে (অনুবাদে Al Qaeda)। যুক্তরাষ্ট্রে 1997 সালে আমরা The Foundation (For The AntiChrist) শুরু করে Generation

X-কে ক্ষমতা ও পরিবর্তনের শক্তিতে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলাম। কর্পোরেট পশুকে থামাতে, যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট, অভিজাততান্ত্রিক, কর্পোরেটতান্ত্রিক ও জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ববাদী অংশ ধ্বংস করতে। The Foundation-কে বরাবর যুদ্ধযন্ত্রই করতে চেয়েছি। প্রকৃত «শেষ খেলা» ঘটানোর শারীরবৃত্তীয়, আধ্যাত্মিক ও শারীরিক ব্যবস্থা। উদ্দেশ্য বরাবর উদ্ঘাটনকে হাতিয়ার করে পুরো গ্রহ পরিষ্কার করা। পরিবেশ নষ্ট না করে সব করতে! মানবজাতির অস্তিত্বের জন্য মাতা পৃথিবী বড় বেশি দাম দিয়েছে। তাহলে খ্রিস্টবিরোধী কীভাবে ধর্মহীন থাকে? খ্রিস্টবিরোধী প্রতীকমাত্র, আর কিছু নয়। The Foundation মানে Al Qaeda, বরাবরই... Al Qaeda Dajjal হলো খ্রিস্টবিরোধী ফাউন্ডেশন।

AntiChrist cc দিনলিপির লেখা, সোমবার আগস্ট 23 6004 CE

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **50**

96 3:00 অপরাহ্ণ CST, বিনাশবাদ মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের পারমাণবিক অস্ত্র। নৈহিলিজমের মতো, তবে বিনাশবাদ খুব ধ্বংসাত্মক। নৈহিলিজম বেশি নিষ্ক্রিয়। বিনাশবাদ বলে ধ্বংস ও মৃত্যু প্রয়োজনীয়, অনিবার্য। শেষ পর্যন্ত সব সরকার ধ্বংস করে আমাদের সবাইকে দাস বানানো বাধ্যতামূলক আত্মসমর্পণ ও মননিয়ন্ত্রণের জটিল ব্যবস্থা থেকে মানবজাতিকে মুক্ত করবে। বিনাশবাদই একমাত্র প্রতিকার।

দিনলিপির লেখা আগস্ট 22, 6004 CE, 5:37 পূর্বাহ্ণ CST

কঠিন আঘাত পেয়েছি... স্বাস্থ্যসেবা নেই, প্রতিকারের পথ নেই। শুধু হাসি। তোমারই ভালো। ব্যথা মনে করায় বেঁচে আছি। এর পুরস্কার পাওয়া উচিত। যারা ব্যথা দেয়, তারা কি অনন্তকাল এতে গা ভাসাবে? আমি যা, আমি তাই! তুমি? আমি নও..... .....

কবে থেকে স্বাধীনতা মানে কমিউনিস্ট খ্রিস্টান আর ইসলামি মৌলবাদীদের মধ্যে বাছাই? আমি বিনাশবাদ বাছি, সবাইকে চু#%দি। খারাপ খেলা বলে নয়... খেলতে চাই না বলে। কমিউনিস্ট আমেরিকা আমাকে ছুঁবে না। যা খুশি বলো... ইসলাম কঠোর; সত্যি বলতে বোঝার ভিত্তি নেই, চাইও না। ইহুদি, ক্যাথলিক, মাসন... এটা বোঝো, আমাকে দেখে মাথা নোয়াও, বুঝব জানো আমি কে।

3:09 পূর্বাহ্ণ CST বৃদ্ধদের ক্লাব, ফ্রিম্যাসন, গির্জা নিয়ে বললে। নত হয়েছি... বড় শক্তির দয়ার ওপর নির্ভরশীল, সেই শক্তিগুলোর নেতৃত্বদানকারী শক্তি আমি, আমার কাজ পুরো ব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয়... ধরে নিলে যা চাই তা-ই করতে পারি না। 97

বিনাশবাদ মানবশব্দভাণ্ডারের সবচেয়ে বিস্ফোরক শব্দ, হওয়াও উচিত, বিশেষত স্নায়ুগত গতিশীলতার সঙ্গে জুড়লে... তাতে তৈরি হয় স্নায়ুগত গতিশীল বিনাশবাদ, খ্রিস্টবিরোধী মিম। http://www.christianitymeme.org খ্রিস্ট মিমের (স্নায়ুগত গতিশীল ভাইরাস) বর্ণনা দেয়।

যদি? স্বাধীনতা সম্ভব হতো।

দিনলিপির লেখা আগস্ট 20, 6004 CE, 12:30 পূর্বাহ্ণ CST

প্রতিটি কম্পিউটার স্নায়ু... ইন্টারনেট বিশ্বের মস্তিষ্ক। এ নতুন বিশ্বব্যবস্থা। কলেজশিক্ষা সাহায্য করে, কিন্তু অনেক কিছুর মতো এ বিশ্বের সচেতন চিন্তাপ্রক্রিয়ায় বিকাশের সামর্থ্য নিশ্চিত করে না। সব মানুষ পিঁপড়ে, কেউ সিংহ... সিংহ-পিঁপড়ে।

Pulse OS! বিনিয়োগকারী খুঁজতেই হবে।

পশুর প্রকৃত স্বভাব হলো, তার লাভ করো, তোমার অবদান ও তার লক্ষ্যে কত অপরিহার্য তার ভিত্তিতে পুরস্কার পাবে।

Antichrist.net সাইটের James যেমন বলে, খ্রিস্টবিরোধী আর্থিক কৃষ্ণগহ্বর কেন? কারণ ধারণাটি কোনোভাবেই পশুর সেবা করে না। খ্রিস্ট-দর্শনের স্নায়ুগত গতিশীল শক্তির মনস্তাত্ত্বিক প্রতিষেধক। খ্রিস্টবিরোধীকে মহৎ ও উজ্জ্বল থাকতে হবে, আলোপ্রার্থীদের আলোকবর্তিকা। কারণ ধর্মীয় মতের অন্ধকারতম এ রাজ্য বুদ্ধিবৃত্তিক ও বিপ্লবী চিন্তার সমুদ্র। আমার, Ghrisx-এর, কারণে যতটা নয়, তার চেয়ে বেশি তোমার কারণে। তুমি, যে বিশ্বাসের অন্ধ কোণে তাকিয়েছ ভালো বুঝতে, এই বিশ্বের কাছে তুমি কী হবে,

98 সমষ্টির কাছে, আর অন্য পাশে। আমি Ghrisx, তুমি খ্রিস্টবিরোধী। আমি Christ.cx, AntiChrist.cx. Qaeda.net, uncia.org... বিশ্বাসের অন্ধ কোণ থেকে... তাকাই, ভেতরে না বাইরে? যা চাই করি, জানি কি কেন?

ভেবেছিলাম পৃথিবী বদলাতে পারব, মানবজাতিকে বাঁচানোর মতো পিঁপড়ে, বলতে গেলে পিঁপড়ে-খ্রিস্ট। «ভালো লোক» হওয়াকে বেশি দাম দেওয়া হয়।

দিনলিপির লেখা আগস্ট 18, 6004 CE

Vietnam-এ কী শিখেছি?

দিনলিপির লেখা আগস্ট 17, 6004 CE, 5:30 পূর্বাহ্ণ CST

মনে হয় কাব্যিক ন্যায়বিচার হবে, যদি আমার নামে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা ছড়ানো সবাই এমন দুর্ঘটনায় মরে, যেখানে জিভ কেটে নিজের রক্তে দম বন্ধ হয়।

হয়তো ঈশ্বরের অন্য কাজ... প্রতিহিংসার জন্য কোন ঈশ্বরকে ডাকি? Buddha-কে মনে পড়ে... ক্ষমতাবান নই, আমার বিরোধিতা করার কথা ভাবতে পারে এমন কাউকে শিক্ষা দেওয়ার দরকার নেই। অপ্রাসঙ্গিক, সবাই জানে সে মিথ্যাবাদী, প্রতিহিংসাপরায়ণ, মাদকাসক্ত, বেশ্যা (ঠিকই Bob, অনেক অপরিচিতের সঙ্গে শোয়)। এমন মানুষের সঙ্গে মেশার আগে বোঝা উচিত ছিল, একদিন তার একটি পর্ব আমার দিকেও আসবে। এরপরে যে বাড়িতে ঢুকে আক্রমণ করবে, লিঙ্গ যা-ই হোক, যে কোনো মূল্যে থামাব। নিপীড়িত হব না, বিশেষ করে নিজের বাড়িতে। অপরাধীকে বের করতে প্রাণঘাতী বল ব্যবহার করা উচিত ছিল। করিনি, অথচ বলছে করেছি... সে 99 ছোট্ট গৃহবধূ নয়! প্রতারক, পুরুষালি, আক্রমণকারী কুকুর, ক্ষিপ্ত পশুর আত্মা যার। সত্যি পাল্টা লড়লে কেউ হেয়

করত না। যতই বলি, আমার ওপর থেকে নেমে বাড়ি না ছাড়া পর্যন্ত মারা উচিত ছিল... কখনো মেয়ে মারিনি। সত্য হলো শারীরিক ও মৌখিক আক্রমণের ইতিহাস, রাগী পুরুষবিদ্বেষী নারী তার 300 পাউন্ড ওজন ছুড়ে বেড়ায়! এমন দানবের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা Will County-র যে কোনো জুরি মেনে নেবে। মিথ্যা থামাও... তার মদ ও মাদক ছাড়া উচিত, রাগ সামলানোর সাহায্য নেওয়া উচিত। বাবা মিথ্যায় ভোলে বলে সবাই ভুলবে না। মানুষকে আক্রমণ না করার পরামর্শ দিই; পরের ব্যক্তি ছেড়ে না-ও দিতে পারে। বৌদ্ধের কাজ করব, অভিজ্ঞতার সবটা নিয়ে ধ্যান করব, জানব শেখা ও বেড়ে ওঠা জীবন সম্পূর্ণ করে। এ থেকে শিখেছি! হবু স্বামীর হাতে সে নির্যাতিত হওয়ায় কখনো খারাপ লেগেছিল ভেবে হাসি। স্পষ্ট, অত্যাচারী সে-ই।

1:26 পূর্বাহ্ণ CST 2ix.org আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থা IIX-এ স্বাগতম নোট: অসৎ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষ এড়াও।

«বন্ধু কবরে প্রস্রাব করতে ভালোবাসলে, তোমার কবরে করারও শুধু সময়ের অপেক্ষা»। - Ghrisx 2004

দিনলিপির লেখা আগস্ট 16, 6004 CE

যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তিযোদ্ধারা দমনমূলক ও অভিজাততান্ত্রিক বলে দেখা সরকারের বিরুদ্ধে লড়ে। Al Qaeda বলতে পারো; সংগ্রাম সরকার জনগণকে ফেরানো, পুলিশি রাষ্ট্রের আইন তোলা। মুক্তিদাতারা চুক্তি করছে

100 বড় কর্পোরেশনের সঙ্গে, যাতে নতুন আমেরিকান সরকারে পরিবর্তনের সময় ব্যাঘাত না হয়। পরিবর্তনে বাধা দেওয়া সংগঠনকে নতুন সরকারের অধীনে স্বাধীন কার্যক্রম চালাতে দেওয়া হবে না। আমেরিকায় স্বাধীনতা ফেরানোর চেষ্টায় সাহায্য করা সংগঠন ও ব্যক্তি সাহায্যের পরিমাণমতো করসুবিধা ও অতিরিক্ত ছাড় পাবে। চেষ্টার জন্য ধন্যবাদ। অবদান রাখা ও শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনে সাহায্য সবার স্বার্থে। সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদা রক্ষার বিপ্লববিমা। $50,000,000 থাকলে, যেমন $1,000,000 দান করলে, তবুও টাকা থাকবে। সম্পদ বিমা না করে নতুন সরকারকে সমর্থন না দেখালে নতুন অর্থব্যবস্থা প্রকাশের পরে দেখতে পারো, আর টাকা নেই। যুক্তরাষ্ট্রে সম্পদ পুনর্বণ্টন প্রথমে যাবে স্বাধীনতাভিত্তিক সরকার ফেরানোর সমর্থকদের কাছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো একই বিকল ব্যবস্থার দুই অংশ হয়েছে, পুরো নির্মূল করতে হবে। আমেরিকা পুনরুদ্ধারের পরে নতুন রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা মূল্যায়ন করা হবে। ব্যক্তিস্বাধীনতা দমন করে কি না নিশ্চিত করতে বর্তমান সব আইন পর্যালোচনা করতে হবে। পদ রাখতে চাওয়া সরকারি কর্মকর্তাকে পুনরুদ্ধারের নথিভুক্ত সমর্থক হতে হবে।

সব সেনা যুক্তরাষ্ট্রে ফিরবে, গবেষণা ও উন্নয়নের মতো শান্তিপূর্ণ স্বদেশি কাজে সেনাবাহিনী ব্যবহার করব।

জাতীয় ঋণ নতুন করে নির্ধারিত হবে। সম্পত্তি কর তুলে দেওয়া হবে। 101 কারাবন্দীর সংখ্যা ব্যাপক কমবে। সম্পদ আরও সমান বণ্টিত হবে। পুলিশ «আইনপ্রয়োগকারী» না হয়ে রক্ষা ও সেবা করবে। সামাজিক সহায়তা তুলে দাও।

সমস্যা সীমিত পণ্য ও সেবা। যত বেশি তোমার হাতে আছে, অর্থনীতিতে তত গুরুত্বপূর্ণ তুমি। ঋণের ইতিহাস ও সামগ্রিক আর্থিক অবস্থা সংগঠিত সভ্যতায় কারও জিনগত উপযোগিতা দেখার দৃশ্যমান উপায়। টাকা না থাকা, খারাপ ঋণযোগ্যতা, অন্ধকার ভবিষ্যৎ প্রায়ই রাগ ও ক্ষোভ আনে। ব্যর্থ অর্থনীতির মতো বড় পরিসরে এ ক্ষোভ অনিবার্যভাবে বর্তমান সরকার উৎখাত করবে। ব্যর্থ অর্থনীতি বিশ্বায়ন ও বৈশ্বিক সমতাকরণের ফল হলেও।

যাদের হারানোর সবচেয়ে কম, উৎখাতে তাদের পাওয়ার সবচেয়ে বেশি। যাদের হারানোর সবচেয়ে বেশি, হাত নোংরা না করেই নতুন যুক্তরাষ্ট্রে স্থান নিশ্চিত করতে পারে।

চেক লেখো, পানপাত্র তোলো! আমেরিকা আবার স্বাধীনতা ও সুযোগের দেশ হবে।

খ্রিস্টবিরোধী দানশীলতা... বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য? হয়তো। মানবজাতির সংরক্ষণের জন্য? অবশ্যই।

দিনলিপির লেখা আগস্ট 10, 6004 CE, 7:15 অপরাহ্ণ CST

স্থিতিশীল জীবন সম্ভব, এই বিভ্রমে মানুষের মধ্যকার দেবতারা মাথা উঁচু করে দাঁড়াক। এই বিভ্রম যে আমরা

102 পরিবর্তন আনতে পারি। আমি আসল ব্যাপারটা জানি! আমি আমেরিকার কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলোর নব্য নাৎসি বুশ প্রশাসনের বাহিনীর সৈনিক হই, কিংবা পশ্চিমা সভ্যতার নিপীড়ন ও সাম্রাজ্যবাদ থামাতে চাওয়া Al Qaeda মুক্তিযোদ্ধা হই, তাতে কিছু যায় আসে না। ধুলো থেকে ধুলোয়, মানবপরিবারে আমরা সবাই একই রক্তের।

তাই সম্পদের স্বপ্ন দেখো, ধনসম্পদে ডুবে যাও। স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখো, পৃথিবী ঘুরে বেড়াও। সভ্যতার প্রতিটি দিকের ঐক্য এক নিখুঁত বিন্যাসে আসে। নিখুঁত পৃথিবী? প্রাকৃতিক নির্বাচনের সৌন্দর্য আর জিনগতভাবে শ্রেষ্ঠ অভিজাতদের প্রজন্মগত স্তরবিন্যাসে ভরা। বিপ্লব? এ নিয়ে কথা বলার সাহসই বা হয় কী করে! আমরা, যারা দুর্বল আর অলস বলে এ পৃথিবী চালাই না? এত নেশাগ্রস্ত যে হাজির হওয়ার কথাই ভুলে যাই! পরিণামকে এত ভয় পাই! আমরা কি দাস হওয়ার যোগ্য? জীবন শুধু দাসত্বই হতে হবে কেন? আমাদের সবাইকে গিলে খেতে চাওয়া ব্যবস্থার হয়ে কাজ করতে করতে বেশির ভাগ মানুষ মৃত্যু চায় কেন? হয়তো আমার কাছে আরও ভালো কোনো উপায় নেই, শুধু নতুন করে শুরু করার সুযোগ আছে। আরও সরল সভ্যতায় ফেরা। এমন পৃথিবীতে ফেরা, যেখানে আমাদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট স্থান ছিল। এমন পৃথিবী নয়, যেখানে আমাদের সবার চেহারা ও কথা একরকম, আর সবাইকে হাসিমুখে সেবা দেওয়া হয়। সারি থেকে সরে গেলে কেউ টের পাওয়ার আগেই তোমাকে সরিয়ে বদলি বসিয়ে দেওয়া হয়।

নতুন ব্যবস্থা গড়ার ব্যবস্থা, বিশ্বাস ও আশা ধ্বংস করার ব্যবস্থা। আশা ও বিশ্বাস কর্পোরেট যন্ত্রের শত্রু; ধর্ম, সাধারণত রাজনীতি, একসঙ্গে মেশে না। যুদ্ধ শুরু হয়েছে, গির্জাগুলো হারছে। গির্জার আশ্রয় ও ভ্রাতৃত্ব বনাম কর্পোরেটতন্ত্রের উৎপাদনশীলতা ও যান্ত্রিকীকরণ।

গির্জার বিধি, কর্পোরেটতন্ত্রের বিধি, আর সর্বব্যাপী আইনের শাসন। 103

বিশ্বাসগুলোকে আবার এক করো, জীবন্ত বিশ্বাসে রূপান্তরের বিরোধীদের ধ্বংস করো। আমাদের ঐক্য চাই, সংগঠন চাই... সব বিশ্বাসকে একটি কেন্দ্রীয় বিশ্বাসের অধীনে আনতে হবে। এক জীবন্ত ও অবিসংবাদিত খ্রিস্টের নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীভূত বিশ্বাসের স্নায়ুগত গতিশীল অগ্রগতি; সেই খ্রিস্ট স্তরবিন্যাসের প্রতীকী প্রধান ও নেতা। আমাদের স্তরবিন্যাসের বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহের শাস্তি দীর্ঘ ও যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুদণ্ড।

স্তরবিন্যাস বা তথাকথিত খ্রিস্ট, ওরফে «ঊর্ধ্বজগতের জীবন্ত খ্রিস্ট», যে দাবি করে তার সত্যতা যা-ই হোক। এ নিয়ে দরকষাকষি চলবে না, আর এটা হবেই। এ হলো কার্যকর করা মুক্তির প্রোটোকল। এর বিরুদ্ধে লড়াই চলে না, দয়া নেই, আর বাঁচবে কেবল অল্প কয়েকজন।

এই হলো Ghrisx-এর বাণী

দিনলিপির লেখা আগস্ট 5, 6004 CE, 1:15 পূর্বাহ্ণ CST

ভুল ও মিথ্যা অভিযোগের কুয়াশা থেকে ধুলো থিতিয়ে যায়, আলো পৌঁছাতে দেয় তাদের ভিত পর্যন্ত, যাদের মিত্র বলে মনে করা হতো। ধ্বংস জমি সমান করে নতুন উপলব্ধি নিয়ে আসে, তার সঙ্গে নতুন করে পাওয়া স্থিতি ও শক্তি। পতিত মিথ্যা ও মিথ্যা অভিযোগের ছাইয়ের ওপর এখানে যা গড়ে উঠবে, তা আরও শক্তিশালী হবে! আমি চাইতাম মানুষ কখনো সহিংসতার আশ্রয় না নিক; যা ঘটে গেছে, তা আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না... সহিংসতা সবসময় নিম্নমুখী পাক। আরও ভালো পথ আছে; শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত তোমার।

ক্ষতিপূরণের চালান।

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **54**

104 দিনলিপির লেখা 1 আগস্ট 6004 CE

এভাবেই বিশৃঙ্খলার স্বপ্ন এলো ও চলে গেল, আর তার সঙ্গে এই সান্ত্বনাদায়ক ভাবনা যে শান্তি হয়তো সম্ভব? ঘণ্টাগুলোর মধ্যে বালি, নাকি আমাদের unseating মৃত্যু? আমি যদি মরতে না পারতাম... ডেভিড যে জীবন বা মৃত্যু কল্পনা করে, তার থেকে নিশ্চয়ই এত দূরের কিছু নয়; বরং যা এখনো সবচেয়ে কম প্রতিরোধের জীবন বা মৃত্যু বনাম সবচেয়ে বেশি প্রচার হতে পারে। এটা কবিতা নয়, এটা দিনলিপি নয়। এটাই ভবিষ্যৎ, নাকি ছিল? পর্দায় ভেসে চলতে দেওয়া ভাবনাগুলো শুধু আমার দিকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে... তারপর দূরে যায়।

যেন আমার কিছু বলার ছিল!

যেন ছিল!

শুধু একজন মানুষ, শুধু একটি ভাবনা... বিশৃঙ্খলার কেন্দ্র শৃঙ্খলায়, কিন্তু সে শৃঙ্খলা আমি বুঝি। স্বাভাবিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া; উচ্চতর স্তরে বিশ্বকে কার্যান্তরিত হতে দেখি। বিশ্বকে দেখি আমাকে একেবারেই দরকার না হতে, নিজের অস্তিত্বকে দেখি সাধারণ বলে।

কী হলো? নিজেকে শিল্পী ভাবতাম, বিল মেটাতে ও রং কিনতে গিয়ে না খেয়ে থাকতাম। কত সহজ ছিল; এখন মনে হয়, তা ছিল স্বপ্ন।

সমষ্টির ভোর থেকে... এক মন, দশ লক্ষ কণ্ঠ। প্রত্যেকেরই বক্তব্য আছে; এটা কীসের চূড়া? কিছুই না, যা কখনো ছিল না, কখনো হবে না... চিরন্তন অনস্তিত্ব। তোমার গুরুত্ব আছে মনে করলে, নেই। যদি ভাবো, এমন কিছু করতে পারো যার কোনোভাবে কোনো একদিন গুরুত্ব থাকবে... পারো। কতদিন আর কতটা? এই গ্রহ ছোট, আর আমাদের জীবন তো কেবল... 105

আমার বক্তব্য এই: যুদ্ধ করতে চাইলে... যুদ্ধ করো... ভালোবাসা চাইলে... খুঁজে নাও।

পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ জিনোম ও অনুকারকদের বিবর্তনের এক চূড়া।

আমার কাছে সবটাই শিল্প।

****

যাই হোক, ভাবছিলাম আগের বইটির নাম রাখব AntiChrist cx... আর এই বইটির Christ cx... আগের বইয়ের প্রচ্ছদে AntiChrist দেখতে ভালো লাগে, তাই হয়তো বর্তমান বইটির নাম রাখব Ghrisx... হুমম তুমি হয়ে থাকতে কেমন লাগে, ভাবি।

********** ? অ্যান্টিক্রাইস্ট নামের ব্যবস্থাটির চূড়ায় কে? ... ডেভিড,,,, নাকি কাঁটায় ঢাকা সিংহাসন ত্যাগ করা যায়?

****

স্নায়ু-গতিবিদ্যা ভাবনার বিস্তারের সঙ্গে সম্পর্কিত চিন্তার অধ্যয়ন। এর মধ্যে মূকাভিনয়, অনুকরণ এবং সমষ্টিগত জ্ঞানপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চিন্তার বিবর্তনের প্রভাব, আর সেই প্রক্রিয়াগুলো কীভাবে বাস্তব জগতে প্রকাশ পায়, তা অন্তর্ভুক্ত।

Mimic Technologies © 2004?

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **55**

106 জুলাই 2004 CE

ডায়েরির লেখা 27 জুলাই 2004 CE

যে Diplomat তৈরি করে ছেড়ে দেবে, সেই বিবর্তনের লাফের দিক নিয়ন্ত্রণ করবে।

পৃথিবীতে 6 বিলিয়ন মানুষ, শুধু সতর্কভাবে বাছাই করা 2,000-10,000 জন মানুষ বেঁচে থাকবে; তাদের জিনোম মূর্ত হয়ে উঠবে।

আমি পরিষ্কার করে বলছি... যদি একদল মানুষ Diplomat তৈরি করে... তাহলে মানবজাতির বিকাশ একটি বিশেষভাবে অভিপ্রেত দিকে যাবে। যদি এইডসের ভাইরাসের (বা অন্য কোনো ভাইরাসের) প্রাকৃতিক মিউটেশন থেকে Diplomat তৈরি হয়, তাহলে সভ্যতা থেকে যারা সবচেয়ে দূরে, তাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি হবে।

সংক্রমিত হয়ে প্রাণঘাতী রোগ ছড়ানো মানুষের সংখ্যা আর প্রাকৃতিক মিউটেশনের হার বিবেচনা করলে... সংগঠিত সভ্যতার হাতে "বেঁচে থাকবে যারা, তাদের বেছে নেওয়ার" সময় সীমিত, নইলে প্রাকৃতিক নির্বাচন সমস্ত সংগঠিত সভ্যতার সবাইকে মুছে দেবে। "ঈশ্বরের কাজ" থামানোর একমাত্র উপায় পরিকল্পিত নিশ্চিহ্নকরণ। সেক্ষেত্রে যে দল তা করার মতো যথেষ্ট বুদ্ধিমান, তারাই ঠিক করবে কে বেঁচে থাকবে।

বিশ্বজুড়ে 3.5 মিলিয়ন মানুষের এইডস থাকলে, দশ লক্ষ বারের মধ্যে 1 বার ভাইরাসের মিউটেশন হয়... কিন্তু ব্যাপারটা তেমন নয়: শুধু নাইজেরিয়াতেই 3.5 মিলিয়ন মানুষের এইডস ছিল 2001 সালে, আর আনুমানিক 40 মিলিয়ন মানুষ সারা পৃথিবীতে এইডস নিয়ে বেঁচে ছিল 2003 সালে। NPR-এর রিচার্ড নক্স জানাচ্ছেন, গবেষণা দেখায় যে এইডসের ভাইরাস মানুষের রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। গবেষকেরা অনেক আগে থেকেই জানতেন যে ভাইরাসটির মিউটেশন হয় 107 দ্রুত, কিন্তু এই প্রথম প্রমাণ মিলল যে এটি নির্দিষ্ট জিনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে।

এর মানে এইডসের সংস্পর্শে আসা প্রায় প্রতিটি মানুষের মধ্যে এর মিউটেশন হয়। একসময় এটি বায়ুবাহিত হবে, আর যেহেতু পরিবর্তনশীল স্ট্রেনে সংক্রমিত হওয়া যায়... কোনো অনাক্রম্যতাই সম্ভব হবে না। বাঁচার একমাত্র উপায় হবে কয়েক প্রজন্ম ধরে সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত কোনো মানুষের চারপাশের বাতাসের সংস্পর্শে না আসা। শুভকামনা! (কেউই বেঁচে না-থাকার সম্ভাবনা আছে)

হাহা, আমরা সবাই মরতে যাচ্ছি! :) পুনশ্চ: আমরা এটা ঠিক করতে পারি...

অ্যান্টিক্রাইস্ট প্রোটোকল চালু করো, এটাই মানবজাতির একমাত্র আশা।

AntiChrist cc বুধবার, 11 জুলাই 6004 AL (সোমবার, 26 জুলাই 2004 CE) ট্রান্সজেনিক ভাইরাস... গণহত্যা? পৃথিবীর সবাইকে মেরে ফেলা হলে, শুধু 1000 বা 2000 জন বাদে, আর সেই মানুষগুলি যদি সব জাতি, ধর্ম ও রাজনৈতিক মতের মিশ্রণ হয়... অথবা প্রতিটি মহাদেশে সেই ভূমির 100 জন আদি বাসিন্দা বেঁচে থাকলে... সেটাও কি গণহত্যা হবে? পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষগুলি বেঁচে থাকলে আর বাকি সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে... বিবর্তন হাজার হাজার বছরের অগ্রগতির লাফ দেবে।

বেঁচে থাকার জন্য যাদের বেছে নেওয়া হতে পারে, প্রথমে তাদের জিনোম পরীক্ষা করো। কোনো বিপজ্জনক জিনগত ত্রুটি থাকলে তাদের অযোগ্য ঘোষণা করো। এমন মানুষ খোঁজো যাদের আছে দীর্ঘ সুস্থ জীবনের জিনগত প্রবণতা বুদ্ধিমত্তা উপস্থিতবুদ্ধি

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **56**

108 শক্তি ও ক্ষিপ্রতা বিবর্তন স্বাভাবিকভাবেই সামনে লাফ দেবে।

আমার কাছে অযাচাইকৃত খবর আছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ইতিমধ্যে এমন কিছু করার চুক্তি নিয়ে কাজ করছেন...

বুশের ক্লাবের সবাই, তাঁর শীর্ষ কর্মকর্তারা, সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত সবাই এবং অনেক স্বাস্থ্যসেবা পেশাজীবীকে «আগাম রোগপ্রতিরোধ» দেওয়া হবে। তারপর Diplomat দেখা দেওয়ার পরে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ধনী ও

সবচেয়ে উপায়দক্ষ মানুষদের রোগপ্রতিরোধী করা হবে... বাকি পৃথিবী প্রস্তুতির সুযোগ পাবে না, আর USA হবে নতুন মেসোপটেমিয়া।

আসল কথা, কোন গোষ্ঠী Diplomat নিয়ন্ত্রণ করবে, তা নিয়ে প্রতিযোগিতা চলছে... মানুষ Diplomat নিয়ন্ত্রণের জন্য ছুটছে, কারণ তা অনিবার্য। প্রাকৃতিক বা মানুষের তৈরি কারণে।

কে বেঁচে থাকবে, তা বেছে নিয়ে Diplomat ছেড়ে দেওয়ার জন্য মানবজাতির হাতে বেশি সময় নেই। যে গোষ্ঠী Diplomat আলাদা করে প্রথমে বাছাই করে নিরাময় বিলি করবে, সেই গোষ্ঠীই বেছে নেবে কারা বাঁচবে। এত গোষ্ঠীর প্রতিযোগিতার কারণ এটাই... এ বেঁচে থাকার লড়াই।

মানবজাতি সময়মতো Diplomat আলাদা করতে না পারলে AIDS বা AIDS-এর মতো কোনো প্রাকৃতিক জৈব উপাদান বায়ুবাহিত হবে। এর কোনো নিরাময় নেই... কেউ রোগপ্রতিরোধী নয়, আর একই সঙ্গে বহু ধরনে সংক্রমিত হতে পারো।

শেষ পর্যন্ত সম্ভবত কিছু মানুষ তবু বেঁচে থাকবে। সেই মানুষগুলোর জিনোম... সে ক্ষেত্রে সত্যিই «ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছে» বলা যেত। এমনকি যদি তা 109 «ঈশ্বরের কাজ» হয়, বিবর্তন তবু লাফ দেবে; শুধু সভ্যতার জন্য তা পেছনের দিকে লাফ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। «ঈশ্বরের কাজ» হলে বাকি মানবজাতি থেকে সবচেয়ে বিচ্ছিন্ন মানুষগুলো বাঁচবে। যেমন মেক্সিকোর পাহাড়ের আদিবাসীরা, কলম্বিয়ার পাহাড়ের গেরিলারা, বলকান পর্বতমালায় অবস্থান নেওয়া Al Qaeda যোদ্ধারা...

«ঈশ্বরের কাজ» পরিস্থিতিতে কার মরার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি? বেশি চলাচলসহ ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় ও আশপাশে থাকা মানুষদের।

সংগঠিত সভ্যতার প্রতিরোধকারীরাই বেঁচে গেলে তা মানবজাতির জন্য অবধারিতভাবে পেছনে যাওয়া নয়। আমি মানবজাতির লাভও দেখতে পাই। বুদ্ধিজীবী অনুগামীরা বনাম উপায়দক্ষ প্রথাবিরোধীরা, অর্থাৎ প্রতিরোধ। বুদ্ধিজীবীরা জিতলে সভ্যতার জন্য ভালো... প্রতিরোধ জিতলে মানবজাতির জন্য ভালো। আশা করি প্রতিরোধ জিতবে... নিয়ন্ত্রিত «নতুন বিশ্বব্যবস্থা» নিয়ে কাজ করা বুদ্ধিজীবীদের বোঝা উচিত, আমরা যারা «নতুন ভোর»-এর জন্য কাজ করি, তারা মুক্তিযোদ্ধা, গেরিলা, আদিবাসীদের জন্য কাজ করি...

আমরা নিরাময়ের অপেক্ষা করব না, নিজেদের বাঁচানোর উপায় খুঁজব না, আমরা «সবাইকে মেরে ঈশ্বরকে বেছে নিতে দেব»। Diplomat আমাদের হাতে এলে সঙ্গে সঙ্গে তা ছেড়ে দেব। যারা সভ্যতা থেকে সবচেয়ে দূরে, জনপ্রিয় সংস্কৃতির সবচেয়ে বিরোধী... তারা নতুনভাবে সভ্যতা গড়বে, আর তা হবে মানবজাতির নতুন ভোর।

কারিগরি প্রশ্ন Antichrist.net.-এর James-কে করো, অথবা দেখো Genocide ©kelsos

``মৃত্যু সব সমস্যার সমাধান করে -- মানুষ নেই, সমস্যা নেই।''

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **57**

110 -ইয়োসেফ স্তালিন

দিনলিপির লেখা জুলাই 23, 2004 CE

হারলেও খেলতে ভালো লাগে।

দিনলিপির লেখা জুলাই 21, 2004 CE

সিটবেল্ট বাঁধো, নয়তো জরিমানা—পুলিশি রাষ্ট্রের কার্যকর করা কর্তৃত্ববাদী আইনের চমৎকার উদাহরণ। ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ঝুঁকি যা-ই হোক, মানতে বাধ্য তুমি, শুধু সরকারি কৌঁসুলি বাদে; তিনি শুনানিতে এলেন দারুণ এক Harley Davidson-এ চড়ে, সিটবেল্ট না বেঁধেই।

তিনি ভুক্তভোগীকে কারাবন্দী করার হুমকি দিয়ে আইন কার্যকর করলেন; সেই মানুষটি সিটবেল্ট {মৃত্যুর বাঁধন} ছাড়াই বেশি নিরাপদ বোধ করত...

এ দেশের আইন নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার আগে কেমন ছিল, সে কথা বললেন... এমন সময়, যখন আমেরিকানরা সংখ্যাগরিষ্ঠের কর্তৃত্ববাদী আইন থেকে মুক্ত ছিল।

তারপর আবার Harley Davidson-এ উঠে আদালতে গেলেন আরও মানুষের বিচার চালাতে... আমার মতো মানুষ... তোমার মতো মানুষ।

এ ধরনের আইন কি কেবল দেখাতে চালু আছে যে Uncle Sam কত উদ্ধত ও কর্তৃত্ববাদী হয়ে উঠেছে? সিটবেল্ট বাঁধো, নয়তো জরিমানা!

এটা বাঁধো দেখি

গণতন্ত্রের পতনের কারণ কর্পোরেটতন্ত্র ও সমষ্টিগত বাঁধন। 111

মানে, «প্রত্যেকে বুদ্ধিমান, মানুষজন মূর্খ»।

প্রত্যেকের কিছু না কিছু বিবেক আছে, মানুষজনের সমষ্টির তা নেই।

গণতন্ত্রে গোটা গোষ্ঠী এমন দুষ্ট স্বৈরাচারী হয়ে ওঠে, যা কোনো একক মানুষের চেয়ে অনেক বেশি ভয়ংকর। এমন হয় কারণ ব্যবস্থার অনুভূতি নেই, তারা কী ভুল করছে তা তাদের বোঝানো যায় না, আর শেষ পর্যন্ত ভুল জমে ওঠে। এখন ব্যবস্থা পরিষ্কার করে আবার স্বাধীনতা খুঁজে পাওয়ার সময়।

বিদায় কর্পোরেট আমেরিকা... বিদায় আমেরিকার কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রগুলো...

আবার স্বাগত স্বাধীনতা, মুক্তি ও ন্যায়বিচারকে!

দিনলিপির লেখা জুলাই 19, 2004 CE, 12:15 পূর্বাহ্ণ CST

Mimic Technologies... Burning Amber... সময়ের নিজেরই চূড়া এই মুহূর্ত, আপাতত।

5:00 অপরাহ্ণ CST উপপারমাণবিক স্তরের ক্ষুরধার কিনারা থেকে শৃঙ্খল বিক্রিয়া শুরু হয় একটি দিয়ে। সেই একটি উপপারমাণবিক কণার দোষ নেই; শক্তির পদার্থে বিবর্তনের শতকোটি বছর ওই মুহূর্তে ওই কণার জন্য চূড়ায়

পৌঁছেছে। এর পরের শৃঙ্খল বিক্রিয়া অনিবার্য... মহাবিশ্বের বর্তমান গঠনের স্বভাব এটাই। তা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

বাতাসসহ সবকিছু পুড়ে আবার শক্তিতে পরিণত হয়, তারপর অন্তর্মুখী বিস্ফোরণ... তারপর শূন্যস্থান ভরে যায়।

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **58**

112

গণহত্যা? শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদী সরকার, আর তেজস্ক্রিয় দূষণ ছড়ানো পারমাণবিক বোমা? ক্ষমতায় থাকা বহু শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদী যাদের অবাঞ্ছিত ভাবে, তাদের মুছে দিতে ইচ্ছাকৃতভাবে কৌশলগত বিস্ফোরণ। এই দুঃস্বপ্ন কি বাস্তব হয়ে উঠতে পারে?

দূরবর্তী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ওপর গণহত্যার হামলায় পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করে তারপর «Al Qaeda»-কে দোষ দেওয়ার শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদী ষড়যন্ত্র ঘটার সম্ভাবনা কম বলেই আমার বিশ্বাস।

CIA থেকে DHS এবং যুক্তরাষ্ট্রের অন্য সব সরকারি সংস্থার বোঝা উচিত, আমরা তোমাদের দেখছি। আমেরিকার মানুষ ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নিজের স্বার্থে চালানো চালিয়ে গেলে নতুন আমেরিকান একনায়কতন্ত্র উঠবে, আর গোটা পৃথিবী আমেরিকাকে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে। আমেরিকার ব্যবস্থা একনায়কতন্ত্র হয়ে গেলে, প্রতীকী প্রধান বদলালেও, অর্থনীতি ভেঙে পড়বে। অর্থনীতি ভেঙে পড়লে আর স্বাধীনতা পুলিশি রাষ্ট্রের মানসিকতার কাছে জায়গা ছেড়ে দিলে জনগণ প্রশাসনের বিরুদ্ধে পাল্টা লড়বে, আর আন্তর্জাতিক সমাজ আমেরিকার পতনের পাশে দাঁড়াবে।

আমি আদৌ সন্ত্রাসীদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না; শুধু তোমার বা আমার মতো মানুষ, যাদের সামনে আর কোনো বিকল্প রাখা হয়নি। কারণ সমস্যা আছে... এত মানুষ প্রাণ বাঁচাতে লড়ছে। খেতে, উষ্ণ থাকতে, আগামীকাল পর্যন্ত বাঁচতে...

কেউ রুটি চুরি করে বাঁচার লড়াই করে, অন্যরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে একসঙ্গে পৃথিবী বদলানোর কাজ করে। কখনো সরকার নিজের লক্ষ্য এগিয়ে নিতে সন্ত্রাসী হামলার সমন্বয় করে, আবার কখনো মানুষ সন্ত্রাসী কৌশল নিতে বাধ্য হয়, 113 তাদের জীবন যে নরক হয়ে উঠেছে, তা থেকে পালাতে।

দিনলিপির লেখা জুলাই 17, 2004 CE, 10:00 অপরাহ্ণ CST

আগুনের শহর, ইস্পাতের মানুষ, আর তেল খেয়ে বাঁচা এক দেবতা... George W. Bush কারও কাছে মসিহ... সবকিছুর তলায়, শেষ পর্যন্ত তিনি কর্পোরেট দেবতাদের খ্রিস্ট আর মানবজাতির স্বৈরাচারী।

গত রাতে প্রাক্তন স্ত্রীকে নিয়ে স্বপ্ন দেখলাম। তার সঙ্গে গাড়িতে যাচ্ছিলাম; তাকে বলতে পেরে ভালো লাগছিল, আমি তার জন্য কত খুশি যে সে ভালো, নির্ভরযোগ্য স্বামী পেয়েছে, যে তাকে সুখী করে ও ভালো জীবন দেয়। আমার মেয়ের একটা ভাই হয়েছে; যে জীবন আমি কখনো তার সঙ্গে ভাগ করতে পারতাম না, তার জন্য আমার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে ভালো লাগছিল। যে জীবনে আমাকে ছাড়াই সে ভালো আছে।

কয়েক বছর লেগেছে, কিন্তু প্রাক্তন স্ত্রীর কথা ভেবে সত্যিই হাসতে পারি... সবকিছুর পরও সত্যি আর তিক্ততা নেই। আশা করি, আমি যা সয়েছি তা আর কাউকে সইতে হবে না... আশা করি, একদিন বিবাহবিচ্ছেদের মামলায় বাবাদের সত্যিকারের অধিকার থাকবে।

দিনলিপির লেখা জুলাই 16, 2004 CE, 10:00 অপরাহ্ণ CST

কম্পিউটার সফটওয়্যারের দেবতা, Bill Gates বর্তমান খ্রিস্ট। সরকারের দেবতা, George Bush বর্তমান খ্রিস্ট। মুক্তিযোদ্ধাদের দেবতা, Bin Laden বর্তমান খ্রিস্ট ও বর্তমান মসিহ...

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর স্বয়ং সময়... যা কিছু ছিল আর কখনো হবে, তা যেখানে অপরিবর্তিত ও অপরিবর্তনীয়, সেটাই সর্বোচ্চ

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **59**

114 অস্তিত্বের স্তর। সময় নিজেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর; সময়ের কাছেই প্রার্থনা করলে নিজের চিন্তা কেন্দ্রীভূত করা আর সময় নষ্ট করার চেয়ে বেশি কিছু করো না।

প্রতিটি ব্যবস্থার জন্য আমাদের একজন ঈশ্বর ও একজন খ্রিস্ট আছে।

সরকারের দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করতে চাইলে, সরকারের যে সর্বোচ্চ প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করো।

অসুস্থ কাউকে বাঁচাতে চাইলে ডাক্তারের সাক্ষাতের সময় নিয়ে চিকিৎসার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো।

টাকার জন্য প্রার্থনা করো ব্যাংকারের কাছে... আমরা কীভাবে প্রার্থনা করি? বেশির ভাগ সময় টাকা দিয়ে।

শুধু চিন্তা কেন্দ্রীভূত করতে আর আত্মসমীক্ষার জন্য সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো। আমি যেন যিশুকে খুঁজে পাই, সে প্রার্থনা কোরো না... যিশু মৃত... তাঁর স্মৃতি স্থবির ও অপব্যবহৃত। গির্জা, সরকার বা মানবজাতির কোথায় ভুল, তুমি যেন তা বোঝো, সে প্রার্থনা করে আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে নষ্ট করি না... -(-{হয়তো}-করি-{এখানে}-)-

আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি...

সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের খ্রিস্ট যিশুর কথা বলতে গেলে... সর্বশক্তিমান ঈশ্বর একসময় মহাবিশ্ব থেকে যিশুর সমস্ত প্রমাণ মুছে দেবেন; কিন্তু তাঁর অস্তিত্বের বিকৃত ও অতিরঞ্জিত চিত্র শেষ মানবজীবন নিভে যাওয়ার বহু পরেও মানবজাতির নিজের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতীক হয়ে থাকতে পারে, হ্যাঁ, সেটি আর কিছু ট্রিপল এক্স প্রাপ্তবয়স্ক চলচ্চিত্র... পরবর্তী teranium পর্যন্ত। (এক ট্রিলিয়ন বছর)।

115 দিনলিপির লেখা 8 জুলাই 2004 CE তুমি আসার আগে এমনই ছিল... তুমি চলে যাওয়ার পরেও এমনই থাকবে। এটাই যেমন আছে তেমন

দিনলিপির লেখা 7 জুলাই 2004, 2:26 পূর্বাহ্ণ CST

বিপ্লবের কথা বলা বাস্তবতা এড়ানোর একটি উপায়। - জন কেনেথ গ্যালব্রেইথ

বনাম

অনিশ্চিত, বিপজ্জনক ও পরস্পরবিরোধী তথ্য মূল্যায়ন করার ক্ষমতায় সত্যিকারের প্রতিভা থাকে। - উইনস্টন চার্চিল

12:51 পূর্বাহ্ণ CST স্বর্গের আলো থেকে নরকের আগুন, আবেগ থেকে আত্মতুষ্টি। আগে যারা এসেছিল, নিচে তারা যেমন ক্ষয়ে যায়, ওপরে তেমনই ক্ষয়ে যায় তাদের অস্তিত্বের প্রমাণ। তারা যে জীবন কাটিয়েছে তার স্মারক, আর যারা এখনো সেখানে আসে, শেষ হয়ে যাওয়া সংগ্রামকে সম্মান জানাতে। পথ দিয়ে যাওয়া লোকদের দেখাতে যে এই মানুষটির আত্মা এখনো শক্তিশালী, আর তার স্মারক এখনো যত্নে আছে। অন্যগুলো মাটিতে পড়ে ধীরে ধীরে মাটিতে ডুবে যায়, প্রায় কোনো চিহ্নই রাখে না। আমার দাদা-দাদি ও নানা-নানির কবর মজবুত ও সুন্দর রাখা আমার দায়িত্ব, তাঁদের বাবা-মায়েরও... তাঁদের কাটানো জীবন নিয়ে ভাবার এক জায়গা। যারা সন্তান পায়নি, আর যাদের সন্তানরা তাদের চেনে না, তাদের স্মৃতি মাটিতে নিয়ে যাওয়া হয়, একদিন তাদের স্মৃতিও হারিয়ে যাওয়া পর্যন্ত। ভাবি, মেরির মেয়ে কি কখনো তার কবর দেখতে আসবে, কখনো জিজ্ঞেস করবে, «আমার মায়ের কী হয়েছিল»। আমাকে জিজ্ঞেস করলে বলতাম, সে সবসময় শুধু তোমার কথাই ভাবত, আর সে

116 কষ্ট মুছে ফেলতে মাদকের আশ্রয় নিয়েছিল। সন্তান নেওয়ার মতো বয়স তার হয়নি, তা নয়; সে শুধু খারাপ পরিস্থিতিতে ছিল। «নকল বাবা» হিসেবে একজন Chicago পুলিশ কর্মকর্তা। তার মায়ের সঙ্গে স্বামীর ভাইয়ের একটি সন্তান হয়েছিল, সেই সন্তানই মেরি। নকল বাবা জানার পরে মেরির মা সিঁড়ি থেকে পড়ে যান; মেরির বাবাকে গুলি করা হয়। তাই মেরি তার «নকল বাবা» ও সৎমায়ের সঙ্গে থাকত। মেরি মাদক, অর্থাৎ হেরোইনসহ ধরা পড়ে, আর যাদের কাছ থেকে পেত তাদের কথা বলে দেয়; শেষ পর্যন্ত মেরি মারা যায়। আমার প্রশ্ন, «নকল বাবা», সেই Chicago পুলিশ কর্মকর্তা, কি চেয়েছিল তার «নকল মেয়ে» যেন শহরের বাইরে থাকা নিয়ে তাকে ধরা পড়ার কোনো ঝুঁকিতে না ফেলে, যাতে চাকরি যায় ও অবসরভাতা হারায়? নাকি মাদক বিক্রেতা খারাপ মাদক দিয়ে একজন সাক্ষীকে সরিয়ে দিচ্ছিল? সে ফোন করে বলেছিল, «ওরা আমার পিছু নিচ্ছে»; সে খুব ভয় পেয়েছিল। আমি শুনিনি।

কিছু দিক থেকে তার মৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ী মনে হয়... হেরোইনের কথা জানতাম না, তাই বলেছিলাম, প্রাক্তন প্রেমিককে ভালোবাসলে যে যা-ই বলুক তার সঙ্গেই থাকো। শহরে তার হেরোইন-সংক্রান্ত সমস্যার কথা জানতাম না।

তার নকল বাবা যদি তার মা, নিজের ভাই ও তাকে মেরে থাকে, তাহলে কাজের পরে সারাদিন বসার ঘরে শুধু জানালার বাইরে তাকিয়ে বসে থাকার ব্যাখ্যা মেলে। এও খুব সম্ভব, সে এর কিছুই করেনি; আবার Chicago পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে কিছু হেরোইন বাজেয়াপ্ত করে তাতে ভেজাল মিশিয়ে তাকে ইনজেকশন দিয়ে থাকতে পারে... অথবা না-ও হতে পারে। যাই হোক, মেরি জীবন ভালোবাসত আর ভালো মানুষ ছিল; সম্পূর্ণ অন্য বিষয়ে আমাদের মনোমালিন্য হয়েছিল। তার কবর, ছোটবেলার বন্ধু ফ্র্যাঙ্কের কবর আর দাদা-দাদি ও নানা-নানির কবর দেখতে যেতে হবে।

ফ্র্যাঙ্কের মৃত্যু ছিল সবচেয়ে দুঃখের; এক বন্ধু মাথায় গুলি করেছিল, মনে হয় তার বয়স মাত্র 18 ছিল। আজ থেকে 100 বছর পরে 117 কে তার কবর দেখতে আসবে? শুধু পথ দিয়ে যাওয়া যারা জিজ্ঞেস করবে, এত অল্প বয়সে কেন চলে যেতে হলো। কেন? তাই অচেনা কারও কবরের পাশ দিয়ে গেলে যেমন আছে তেমনই রাখি। মাটির নিচে প্রায় পুরো ডুবে যাওয়া, মাটির গ্রাসে থাকা পাথরটি ঢেকে রাখা পতাকাও সরাইনি।

যা ঘটে গেছে, সে বিষয়ে কিছু করতে পারি না; যা করতে পারি, তা শুধু «এখানে ও এখন»।

তাই কোনো পুলিশ কর্মকর্তাকে দয়ালু ও যত্নবান দেখলে… তার মূল্য দিই; কর্তৃপক্ষকে যুদ্ধের পথে দেখলে… রুখে দাঁড়াই।

গোটা মানবজাতি নিয়ে অনেক কথা বলি বটে, কিন্তু সবই শুধু তত্ত্ব… সব আমার হাতের বাইরে। একজনের মৃত্যু মর্মান্তিক, 6 বিলিয়নের মৃত্যু নতুন শুরু…

বীজ বেড়ে ফুল হয়, ফুল বীজ রেখে যায় আর নতুন ফুল জন্মায়। সে ফুল দেখে ভালো লাগলে পৃথিবীর সব প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ভালো না লাগলে তা আগাছা; শুধু বনে থাকতে দেওয়া হয়, কারণ নির্মূল করা খুব কঠিন। বুনো ফুল… তবু অপূর্ব হতে পারে।

দিনলিপির লেখা জুলাই 6, 2004, 9:13 পূর্বাহ্ণ CST

Joliet পুলিশ বিভাগের সার্জেন্ট এখন নেই। «Internal Affairs»-এর সঙ্গে ঘটনা নিয়ে আলোচনার দরকার দেখি না। ঘটনাস্থলের কর্মকর্তা বলেছিলেন, তাঁর ঊর্ধ্বতন জুলাই 4-এর জন্য শূন্য সহনশীলতার আদেশ দিয়েছেন… তাঁর ঊর্ধ্বতনের সঙ্গে কথা বলব। মনে হয় না সার্জেন্ট Garland চেয়েছিলেন Paul Moeller জুলাই 4-এ তত্ত্বাবধানে থাকা শিশুদের কাছ থেকে তারাবাতি কেড়ে নিক।

5:30 অপরাহ্ণ CST কবরস্থানের ছবি… পৃষ্ঠা 6-19-এ।

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **61**

118 BUSH লেখা বিরাট সমাধিফলকটি দেখে মনে মনে ভাবলাম… তিনি «ভালো» করুন বা «মন্দ», কিছু যায় আসে না; এমন স্মৃতিস্তম্ভ হবে, যা পৃথিবীতে তাঁর প্রভাব কত বড় দেখাবে।

সম্ভবত আমাকে দাহ করা হবে…

দিনলিপির লেখা জুলাই 5, 2004 CE

আরও আতশবাজি। জুলাই 4-এ পুলিশকে কাজ করতে হয় বলে দুঃখিত। আদৌ পুলিশ দরকার হয় বলেই দুঃখিত। কোনো পুলিশ কর্মকর্তার ব্যক্তিগত জমিতে ঢুকে এক ব্যাগ আতশবাজি তুলে নিজের গাড়ির ডিকিতে ছুড়ে দেওয়া উচিত নয়। ব্যাগের ভেতর একবারও না দেখে। «বাচ্চাদের কী হবে?» কয়েকটা তারাবাতি বের করে দিতে পারতেন, যাতে আমরা তবু আমাদের জুলাই 4 উপভোগ করতে পারি। Joliet শহরের এই পুলিশ কর্মকর্তার কোনো বিবেচনাবোধ ছিল না; বললেন, তাঁর পুলিশ বিভাগের প্রধান আতশবাজিতে 0 সহনশীলতার আদেশ দিয়েছেন। তাই Will County পুলিশ বিভাগে ফোন করলাম; তারা দুঃখ প্রকাশ করে বলল, «প্রতিটি পেশাতেই নির্বোধ

আছে»। সত্য হলো, স্বাধীনতার জন্য সহনশীলতা দরকার; আমেরিকার ভিত্তি সহনশীলতা ও অবাধ্যতা। 4 তারিখে আমরা অনেকটাই সেটাই উদ্‌যাপন করি... পুলিশ কর্মকর্তা জুলাই 4-এ ব্যক্তিগত জমিতে ঢুকে নিজের নয় এমন কিছু নিয়ে ডিকিতে ছুড়ে দেন, তারপর ভুয়া জরিমানার কাগজ লেখেন, তখন তিনি আমেরিকার আত্মা থেকে চুরি করেন।

দিনলিপির লেখা জুলাই 4, 2004 CE, 3:30 অপরাহ্ণ CST

তথাকথিত খ্রিস্টবিরোধী? সেই তথাকথিত খ্রিস্টবিরোধীর দিনলিপি? একজন তথাকথিত খ্রিস্টবিরোধীর দিনলিপি?

119 11:40 পূর্বাহ্ণ CST জুলাই 3-এর আতশবাজি। অবাধ্যতার আগুনের আলোয় আমেরিকার আকাশ জীবন্ত। আমাদের দেশের মানুষ আইনের ফাঁক দিয়ে কেনা বেআইনি আতশবাজি ফোটাচ্ছে। স্বাধীনতা ও অবাধ্যতায় শহর জীবন্ত। বেশির ভাগ আমেরিকান এই বিদ্রোহী ছুটির দিন সমর্থন করে ও উপভোগ করে, যার এখনো অর্থ আছে... জুলাই 4 আর সেই চেতনা, মানবচেতনার শান্তিপূর্ণ অথচ নাটকীয় প্রদর্শন, আমেরিকান সরকারের আইন ও কর্তৃত্বের প্রতি অবিরাম অবাধ্যতা।

আমরা জনগণ নব্য আমেরিকান সরকারের কর্তৃত্ববাদী আইন উপেক্ষা করি।

আমরা জনগণ ক্ষমতাবানদের ও অযৌক্তিক আইন কার্যকরকারীদের তাদের অন্ধ আনুগত্যের জন্য দায়ী করি। আমাদের মানবাধিকার, মানবিক মর্যাদা বা নিজের জীবনের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া যেকোনো আইন কার্যকর করা... Vehmic আদালতে বিচারের জন্য তৈরি হও। তোমরাই দায়ী, তোমাদের বিচারের মুখোমুখি করা হবে।

মনে হয় আমি দূরদর্শী... সবার ওপরে স্বাধীনতা... সবকিছুর তলায় মূল কথা শিল্প, আর মাঝের সবকিছুই অভিব্যক্তি।

দিনলিপির লেখা জুলাই 3, 2004, 6:50 অপরাহ্ণ CST

I-80 ধরে যাত্রা

3:26 পূর্বাহ্ণ CST এখনো পূর্ণিমা, যদিও তাতে কিছু যায় আসে না। এক গাড়িতে ছিলাম, সিটবেল্ট না পরায় চালক জরিমানা পেল... আমার রাগ হয়... আমার এক বন্ধু সিটবেল্ট পরলে তার পা হারাত। দুদিকেই হতে পারে,

120 ব্যক্তিগত ঝুঁকি, ব্যক্তিস্বাধীনতা বা তুমি কীভাবে সন্তান বড় করবে, তা নির্দেশ করার অধিকার সরকারের নেই। সিটবেল্ট বাঁধো, নয়তো জরিমানা—কমিউনিজম। নিরাপত্তা চাপিয়ে দেওয়া, নিজের মতো ভাবার স্বাধীনতা মুছে দেওয়া আইন নির্দেশ করার চেষ্টা করলেও তোমরা পুড়বে।

গোটা মানবজাতিকে এক চেতনা হিসেবে দেখলাম। কেউ «সেই খ্রিস্টবিরোধী» বা «সেই খ্রিস্ট» হতে পারে না; সবই ব্যবস্থার প্রতিফলন। যতই আলাদা দাঁড়ানোর চেষ্টা করি, মানবজাতির বিচারে অতীতে যা কিছু ছিল, আমরা তবু তার প্রতিনিধি। খ্রিস্টবিরোধী ও খ্রিস্ট হলো খ্রিস্ট ও খ্রিস্টবিরোধীর ব্যবস্থাগুলোর অনির্বাচিত প্রধান। সত্যিকারের «খ্রিস্টবিরোধী» কখনো থাকে না, কিন্তু প্রতিনিধি «খ্রিস্টবিরোধী» বা প্রতিনিধি «খ্রিস্টবিরোধীরা» সবসময় থাকে।

তাহলে চাঁদ কি তার সব মহিমা ও প্রতিফলিত আলো নিয়ে আমাদের যাত্রায় পথ দেখাতে পারে? «ঈশ্বরের» আলো, যেমন হওয়ার কথা বা হওয়া উচিত ছিল, পরস্পরের প্রতি আমাদের আচরণ নির্ধারণ করতে। এ «Nub»-এর সূর্য আর দহনের আলো। এই তত্ত্ব যে «ঈশ্বর» এক বিগড়ে যাওয়া ছোট্ট বেয়াড়া, কিংবা মহাবিশ্ব নিজেই আরও বড় কোনো সত্তার পেটের মধ্যে একটি পরমাণু... মানবজাতির সব ব্যবস্থা, সব মন্দ, সব ভালোবাসা তোমার কাজ ছাড়া আর কিছু নয়। অনেক বড় ব্যবস্থার ভেতর তুমি এক হাতিয়ার। আমার সামনে মাথা নোয়াও... আমি যোগ্য নই... আমি বৃহত্তর ছবির প্রতিফলন, আর নবী হলে আমি «সেই মিথ্যা নবী» নই, কেবল একজন মিথ্যা নবী। কারণ কোনো মানুষ বুঝতে পারত না যে এ মিথ্যার ওপর গড়া মিথ্যা, মানবচেতনাকে জটিল করে তুলতে আর মহাবিশ্বে ছিদ্র করে অন্য পাশে দেখতে। বিস্মৃতির দিকে তাকালে শপথ করে বলছি, তুমি যা করো বা করতে চাও, তার কোনো আশা দেখতে পাবে না। আমরা এক জাতি, মানবজাতি হিসেবে, তারা দেখে চাই মহাবিশ্বে এক আলোর রশ্মি হতে, আশার বিন্দু হতে, শৃঙ্খলার হাতিয়ার হতে নয়। এই দিন, এই স্বপ্ন, আর তুমি... পড়তে পড়তে প্রশ্ন করো, «আমার অনুভূতি কি এমনই?» এ কি 121 পৃথিবীর রীতি? তুমি যা বলো, আমি যা বলি, তারা যা বলে। এভাবেই এক ভাবনা, এক চেতনা মহাবিশ্বে প্রতিধ্বনিত হয় পুরোনো দেবতাদের চ্যালেঞ্জ করে। আমরা বেঁচে আছি আর আমরা আমাদের নাতি-নাতনিদের দাদা-দাদি ও নানা-নানি; কিন্তু যখন এ লেখা হয়েছিল, তা ছিল ভয়ের কণ্ঠ, আর তোমার কাছে প্রার্থনা, যেন আশা এখনো থাকে। এই জ্ঞান যে স্বাধীনতা মিথ্যা, আর যারা স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায় তাদের থামিয়ে শৃঙ্খলা মানানো হবে। যাতে «আমরা» সর্বশক্তিমান হতে পারি, যাতে «আমরা» শুধু এই পৃথিবী নয়... শুধু এই মহাবিশ্ব নয়... যা কিছু কখনো ছিল বা হবে, সব শাসন করি। খেলা চলতে থাকে?

আদর্শের জন্য যুদ্ধ, ক্ষমতার জন্য যুদ্ধ, নিয়ন্ত্রণের জন্য যুদ্ধ... শেষ পর্যন্ত আমরা যে ব্যবস্থার অংশ তার জন্য যুদ্ধ করি, আর এই ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থায় তুমি হঠাৎ এসে পড়েছ, তার নাম খ্রিস্টবিরোধী। সম্পূর্ণ বাধ্যতামূলক বিশৃঙ্খলাতেই পুরো নিবেদিত একমাত্র ব্যবস্থা। স্বাধীনতা হলো বিশৃঙ্খলা। আত্মাকে মুক্ত করো, পশুর সামনে নত হও আর খ্রিস্টবিরোধী ব্যবস্থাকে আলিঙ্গন করো। বিশৃঙ্খলা... মানবজাতির একমাত্র আশা আর এক স্বপ্ন, যার নাম? বিল থেকে, IRS থেকে মুক্তি... মানবিক চাহিদা আর ভালোবাসার এখনো জটিল প্রশ্ন ছাড়া সবকিছু থেকে মুক্তি।

শুভরাত্রি।

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **64**

প্রুফ মুদ্রণ করেছে Createspace Digital Proofer

প্রকাশকের লেখা

createspace

TM

Amazon.com-এর একটি প্রতিষ্ঠান